













# কোষ্ঠী-দেখা

জ্যোতি বাচস্পতি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স  
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

১৩৩৭

ছ'টাকা



## উৎসর্গ

### স্বর্গীয় হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর উদ্দেশ্যে

হরেন দা,

আজ আপনি যেখানে সেখানে এ বই পৌঁছবে না, কিন্তু, আমার অন্তরের প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা পৌঁছবে। গোড়াতে আপনার উৎসাহ না পেলে, জ্যোতিষের বই লেখা কোথায় থাকত ?

হরত, এ এখন আপনার কাছে অর্থহীন, কিন্তু তবু হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন না কোরে পারলুম না। ইতি—

চিরকৃতজ্ঞ

প্রমথকর



## ভূমিকা

এ পর্য্যন্ত কোম্পীর বিচার সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনুবাদ মাত্র। আমি এই গ্রন্থে একটু নূতন প্রণালী অবলম্বন করেছি। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, আমাদের হিন্দু জ্যোতিষের দৃষ্টি, সম্বন্ধ, প্রভৃতির ফল যেমন মেলে, পাশ্চাত্য জ্যোতিষের 'Trine, Sextile, প্রভৃতি Aspect'এর ফলও তেমনি মেলে। কাজেই, এ দুয়ের কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এই গ্রন্থে রাশিগ্রহের এবং ভাবগ্রহের ফল এ সবার দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখা হয়েছে।

সাধারণ শিক্ষিত লোক, যারা জ্যোতিষের কিছুই জানেন না, তাঁদের জন্মই এই গ্রন্থ লেখা। সহজে কি কোরে ফল মেলানো যায়, এবং কত ফল মেলানো যায়, তা এই বই পড়ে, যিনিই যে কোন কোম্পী বিচার করবেন, তিনিই বুঝতে পারবেন।

আমার নূতন ভঙ্গীতে জ্যোতিষের বই লেখা দেখে, অনেকেই বলে থাকেন শুনতে পাই যে, আমার বইগুলি সব ইংরাজির অনুবাদ। যারা একথা বলেন, তাঁদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, ইংরাজি গ্রন্থগুলি যেমন বর্তমান ইংরাজি-জানা পাঠকের চিন্তাধারা অনুসরণ কোরে লেখা হয়েছে, আমি আমার গ্রন্থগুলিতে তেমনি বর্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে শব্দ-বিশ্লেষণ করেছি। সে হিসাবে, আমার গ্রন্থগুলি ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ না হলেও, ইংরেজ গ্রন্থকারের অনুকরণে লেখা বলা চলে। অবশ্য, আমার গ্রন্থগুলিতে যা কিছু লেখা,

সবই আমার ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফল। যারা ইংরাজি গ্রন্থ পড়েছেন, তাঁরা দেখতে পাবেন যে, ইংরাজি গ্রন্থে যার যা ফল লেখা আছে, অনেক জায়গায় তার বিপরীত ফলই আমি লিখেছি।

আমার অভিজ্ঞতার ফল, চতুর্দশ শতাব্দীর চিন্তাধারা অনুসরণ না কোরে, বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জ্ঞান বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ কোরে যদি কোন অপরাধ কোরে থাকি, তার দণ্ড মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, এ বইখানি ফলিত জ্যোতিষকে সহজ এবং সুপ্রাপ্য করতে যদি কিছুমাত্রও সাহায্য করে, তাহলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করব। ইতি

জ্যোতিষ গবেষণা মন্দির,  
৫৬, হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট,  
১৫ই মাঘ, ১৩৩৭

}

প্রবন্ধকার

## সূচী

গণিত অংশ	...	...	১
শকাব্দার পরে যে অঙ্কগুলি আছে	...	...	৩
দণ্ড পল ও ঘণ্টা-মিনিট	...	...	৪
জাতাহ	...	...	৫
বার সাতটি	...	...	৬
তিথি তিরিশটি	...	...	৭
নক্ষত্র সাতাশটি	...	...	৭
করণ এগারটি	...	...	৮
যোগ সাতাশটি	...	...	৮
ছক, জন্মকুণ্ডলী বা জন্মচক্র	...	...	১০
গ্রহক্ষুট	...	...	১৪
ভাবক্ষুট	...	...	১৭
অক্ষাংশ ও দেশান্তর	...	...	১৮
অষ্টোত্তরী দশা ও বিংশোত্তরী দশা	...	...	১৯
<b>বিচার বা ফল বন্দা</b>	...	...	<b>২২</b>
পাপগ্রহ, শুভগ্রহ ও সমগ্রহ	...	...	২৬
গ্রহদের শত্রুতা ও মিত্রতা	...	...	২৭
রাশির অধিপতি ও গ্রহের ক্ষেত্র	...	...	২৮
উচ্চস্থান ও নীচস্থান	...	...	২৯
রাশির গুণ	...	...	৩০
গ্রহের দৃষ্টি	...	...	৩০



গ্রহের প্রেক্ষা	...	...	৩২
সংযোগ প্রেক্ষা বা কনজাংশন	...	...	৩৩
৪৫ অংশ প্রেক্ষা বা সেমি-স্কোয়ার	...	...	৩৪
৬০ " " " সেক্সটাইল	...	...	৩৪
৯০ " " " স্কোয়ার	...	...	৩৪
১২০ " " " ট্রাইন	...	...	৩৪
১৩৫ " " " সেক্সুই-কোয়াজেট	...	...	৩৫
১৮০ " " " অপোজিশন	...	...	৩৫
মিত্রপ্রেক্ষা ও শত্রুপ্রেক্ষা	...	...	৩৫
দুটি গ্রহের মধ্যে সম্বন্ধ	...	...	৩৬
<b>রাশিষ্ণু গ্রহফলন</b>	...	...	<b>৪০</b>
<b>মেঘ রাশি</b>	...	...	<b>৪২</b>
রবি মেঘে—৪২	চন্দ্র মেঘে—৪৩	মঙ্গল মেঘে—৪৩	
বুধ মেঘে—৪৪	বৃহস্পতি মেঘে—৪৫	শুক্র মেঘে—৪৫	
শনি মেঘে—৪৬	রাহু মেঘে—৪৬	কেতু মেঘে—৪৭	
প্রজাপতি মেঘে—৪৭	বক্রণ মেঘে—৪৮		
<b>স্বম রাশি</b>	...	...	<b>৪৯</b>
রবি স্বমে—৪৯	চন্দ্র স্বমে—৪৯	মঙ্গল স্বমে—৫০	
বুধ স্বমে—৫০	বৃহস্পতি স্বমে—৫১	শুক্র স্বমে—৫১	
শনি স্বমে—৫২	রাহু স্বমে—৫২	কেতু স্বমে—৫৩	
প্রজাপতি স্বমে—৫৩	বক্রণ স্বমে—৫৪		
<b>মিথুন রাশি</b>	...	...	<b>৫৫</b>
রবি মিথুনে—৫৫	চন্দ্র মিথুনে—৫৫	মঙ্গল মিথুনে—৫৬	
বুধ মিথুনে—৫৬	বৃহস্পতি মিথুনে—৫৭	শুক্র মিথুনে—৫৭	

ଶନି ମିଥୁନେ—୧୮	ରାହ ମିଥୁନେ—୧୮	କେତୁ ମିଥୁନେ—୧୮
ପ୍ରଜାପତି ମିଥୁନେ—୧୯	ବରୁଣ ମିଥୁନେ—୧୯	
<b>କର୍କଟି ରାଶି</b>	...	... ୬୬
ରବି କର୍କଟେ—୬୧	ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟେ—୬୧	ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟେ—୬୨
ବୁଧ କର୍କଟେ—୬୨	ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟେ—୬୩	ଶୁକ୍ର କର୍କଟେ—୬୩
ଶନି କର୍କଟେ—୬୪	ରାହ କର୍କଟେ—୬୪	କେତୁ କର୍କଟେ—୬୫
ପ୍ରଜାପତି କର୍କଟେ—୬୫	ବରୁଣ କର୍କଟେ—୬୬	
<b>ସିଂହ ରାଶି</b>	...	... ୬୭
ରବି ସିଂହେ—୬୭	ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହେ—୬୭	ମଙ୍ଗଳ ସିଂହେ—୬୮
ବୁଧ ସିଂହେ—୬୮	ବୃହସ୍ପତି ସିଂହେ—୬୯	ଶୁକ୍ର ସିଂହେ—୬୯
ଶନି ସିଂହେ—୭୦	ରାହ ସିଂହେ—୭୦	କେତୁ ସିଂହେ—୭୧
ପ୍ରଜାପତି ସିଂହେ—୭୧	ବରୁଣ ସିଂହେ—୭୨	
<b>କନ୍ୟା ରାଶି</b>	...	... ୭୩
ରବି କନ୍ୟା—୭୩	ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା—୭୩	ମଙ୍ଗଳ କନ୍ୟା—୭୪
ବୁଧ କନ୍ୟା—୭୪	ବୃହସ୍ପତି କନ୍ୟା—୭୫	ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା—୭୫
ଶନି କନ୍ୟା—୭୬	ରାହ କନ୍ୟା—୭୬	କେତୁ କନ୍ୟା—୭୭
ପ୍ରଜାପତି କନ୍ୟା—୭୭	ବରୁଣ କନ୍ୟା—୭୮	
<b>ତୁଳା ରାଶି</b>	...	... ୭୯
ରବି ତୁଳା—୭୯	ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା—୭୯	ମଙ୍ଗଳ ତୁଳା—୮୦
ବୁଧ ତୁଳା—୮୦	ବୃହସ୍ପତି ତୁଳା—୮୧	ଶୁକ୍ର ତୁଳା—୮୧
ଶନି ତୁଳା—୮୨	ରାହ ତୁଳା—୮୨	କେତୁ ତୁଳା—୮୩
ପ୍ରଜାପତି ତୁଳା—୮୩	ବରୁଣ ତୁଳା—୮୪	
<b>ସିଂହାକ୍ଷରୀ ରାଶି</b>	...	... ୮୧
ରବି ସିଂହାକ୍ଷରୀ—୮୧	ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହାକ୍ଷରୀ—୮୧	ମଙ୍ଗଳ ସିଂହାକ୍ଷରୀ—୮୨

ବୁଧ ବୃଷ୍ଟିକେ—୮୬	ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ୍ଟିକେ—୮୭	ଶୁକ୍ର ବୃଷ୍ଟିକେ—୮୭
ଶନି ବୃଷ୍ଟିକେ—୮୮	ରାହୁ ବୃଷ୍ଟିକେ—୮୯	କେତୁ ବୃଷ୍ଟିକେ—୮୯
ପ୍ରଜାପତି ବୃଷ୍ଟିକେ—୯୦	ବରୁଣ ବୃଷ୍ଟିକେ—୯୦	

<b>ସିନ୍ଧୁ ରାଶି</b>	...	...	୧୧୭
ରବି ଧନୁତେ—୧୧	ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁତେ—୧୧	ମଙ୍ଗଳ ଧନୁତେ—୧୨	
ବୁଧ ଧନୁତେ—୧୨	ବୃହସ୍ପତି ଧନୁତେ—୧୩	ଶୁକ୍ର ଧନୁତେ—୧୩	
ଶନି ଧନୁତେ—୧୪	ରାହୁ ଧନୁତେ— ୧୪	କେତୁ ଧନୁତେ—୧୫	
ପ୍ରଜାପତି ଧନୁତେ—୧୫	ବରୁଣ ଧନୁତେ—୧୬		

<b>ମକର ରାଶି</b>	...	...	୧୧୮
ରବି ମକରେ—୧୧	ଚନ୍ଦ୍ର ମକରେ—୧୧	ମଙ୍ଗଳ ମକରେ—୧୮	
ବୁଧ ମକରେ—୧୮	ବୃହସ୍ପତି ମକରେ—୧୯	ଶୁକ୍ର ମକରେ—୧୯	
ଶନି ମକରେ—୧୦୦	ରାହୁ ମକରେ—୧୦୧	କେତୁ ମକରେ—୧୦୧	
ପ୍ରଜାପତି ମକରେ—୧୦୨	ବରୁଣ ମକରେ—୧୦୨		

<b>କୁମ୍ଭ ରାଶି</b>	...	...	୧୦୭
ରବି କୁମ୍ଭେ—୧୦୭	ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭେ—୧୦୭	ମଙ୍ଗଳ କୁମ୍ଭେ—୧୦୮	
ବୁଧ କୁମ୍ଭେ—୧୦୮	ବୃହସ୍ପତି କୁମ୍ଭେ—୧୦୯	ଶୁକ୍ର କୁମ୍ଭେ—୧୦୯	
ଶନି କୁମ୍ଭେ—୧୦୯	ରାହୁ କୁମ୍ଭେ—୧୦୯	କେତୁ କୁମ୍ଭେ—୧୦୭	
ପ୍ରଜାପତି କୁମ୍ଭେ—୧୦୭	ବରୁଣ କୁମ୍ଭେ—୧୦୮		

<b>ମିଥୁନ ରାଶି</b>	...	...	୧୦୯
ରବି ମିଥୁନେ—୧୦୯	ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନେ—୧୦୯	ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନେ—୧୧୦	
ବୁଧ ମିଥୁନେ—୧୧୧	ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନେ—୧୧୧	ଶୁକ୍ର ମିଥୁନେ—୧୧୨	
ଶନି ମିଥୁନେ—୧୧୨	ରାହୁ ମିଥୁନେ—୧୧୩	କେତୁ ମିଥୁନେ—୧୧୩	
ପ୍ରଜାପତି ମିଥୁନେ—୧୧୪	ବରୁଣ ମିଥୁନେ—୧୧୪		

ମନ୍ତବ୍ୟ	...	...	୨୧୬
ର ଫଳ		...	୨୧୮
ଅକ୍ଷେତ୍ରୀ, ତୁଳୀ, ନାଶସ୍ତ, ନୀଚସ୍ତ	...	...	୨୧୮
ମିତ୍ରଗୃହୀ ଓ ଶତ୍ରୁଗୃହୀ	...	...	୨୧୯
ବଳବାନ୍ ଓ ଦୁର୍ବଳ	...	...	୨୧୯
ପୀଡ଼ିତ ଓ ଅଭୁଗୃହୀତ	...	...	୨୨୦
ଲମ୍ବଭାବ	...	...	୨୨୨
ରବି ଲଗ୍ନେ—୨୨୨	ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନେ—୨୨୨	ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନେ—୨୨୩	
ବୁଧ ଲଗ୍ନେ—୨୨୪	ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନେ—୨୨୪	ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନେ—୨୨୫	
ଶନି ଲଗ୍ନେ—୨୨୬	ରାହ ଲଗ୍ନେ—୨୨୭	କେତୁ ଲଗ୍ନେ—୨୨୮	
ପ୍ରଜାପତି ଲଗ୍ନେ—୨୨୯	ବରୁଣ ଲଗ୍ନେ—୨୨୯		
ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ	...	...	୨୩୨
ରବି ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୨	ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୨	ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୩	
ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୩	ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୩	ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୪	
ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୫	ରାହ ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୫	କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୬	
ପ୍ରଜାପତି ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୭	ବରୁଣ ଦ୍ୱିତୀୟେ—୨୩୭		
ତୃତୀୟ ଭାବ	...	...	୨୩୯
ରବି ତୃତୀୟେ—୨୩୯	ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟେ—୨୪୦	ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟେ—୨୪୧	
ବୁଧ ତୃତୀୟେ—୨୪୧	ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟେ—୨୪୩	ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟେ—୨୪୩	
ଶନି ତୃତୀୟେ—୨୪୪	ରାହ ତୃତୀୟେ—୨୪୫	କେତୁ ତୃତୀୟେ—୨୪୬	
ପ୍ରଜାପତି ତୃତୀୟେ—୨୪୭	ବରୁଣ ତୃତୀୟେ—୨୪୮		
ଚତୁର୍ଥ ଭାବ	...	...	୨୫୦
ରବି ଚତୁର୍ଥେ—୨୫୦	ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥେ—୨୫୧	ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥେ—୨୫୨	
ବୁଧ ଚତୁର୍ଥେ—୨୫୩	ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥେ—୨୫୪	ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥେ—୨୫୫	

ଶନି ଚତୁର୍ଥେ—୧୫୬ ରାହୁ ଚତୁର୍ଥେ—୧୫୭ କେତୁ ଚତୁର୍ଥେ—୧୫୮  
 ପ୍ରଜାପତି ଚତୁର୍ଥେ—୧୫୯ ବରୁଣ ଚତୁର୍ଥେ—୧୬୦

**ପଞ୍ଚମ ଭାବ** ... ... ୨୬୨

ରବି ପଞ୍ଚମେ—୧୬୨ ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମେ—୧୬୩ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମେ—୧୬୩  
 ବୁଧ ପଞ୍ଚମେ—୧୬୪ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମେ—୧୬୫ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମେ—୧୬୬  
 ଶନି ପଞ୍ଚମେ—୧୬୬ ରାହୁ ପଞ୍ଚମେ—୧୬୭ କେତୁ ପଞ୍ଚମେ—୧୬୮  
 ପ୍ରଜାପତି ପଞ୍ଚମେ—୧୬୮ ବରୁଣ ପଞ୍ଚମେ—୧୬୯

**ଷଷ୍ଠ ଭାବ** ... ... ୧୨

ରବି ଷଷ୍ଠେ—୧୭୧ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠେ—୧୭୨ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠେ—୧୭୩  
 ବୁଧ ଷଷ୍ଠେ—୧୭୪ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠେ—୧୭୫ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠେ—୧୭୬  
 ଶନି ଷଷ୍ଠେ—୧୭୬ ରାହୁ ଷଷ୍ଠେ—୧୭୭ କେତୁ ଷଷ୍ଠେ—୧୭୮  
 ପ୍ରଜାପତି ଷଷ୍ଠେ—୧୭୯ ବରୁଣ ଷଷ୍ଠେ—୧୮୦

**ସପ୍ତମ ଭାବ** ... ... ୧୮୨

ରବି ସପ୍ତମେ—୧୮୨ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମେ—୧୮୩ ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମେ—୧୮୪  
 ବୁଧ ସପ୍ତମେ—୧୮୪ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମେ—୧୮୫ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମେ—୧୮୬  
 ଶନି ସପ୍ତମେ—୧୮୬ ରାହୁ ସପ୍ତମେ—୧୮୮ କେତୁ ସପ୍ତମେ—୧୮୮  
 ପ୍ରଜାପତି ସପ୍ତମେ—୧୮୯ ବରୁଣ ସପ୍ତମେ—୧୯୦

**ଅଷ୍ଟମ ଭାବ** ... ... ୨୯୨

ରବି ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୨ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୨ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୩  
 ବୁଧ ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୪ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୫ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୬  
 ଶନି ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୬ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୭ କେତୁ ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୮  
 ପ୍ରଜାପତି ଅଷ୍ଟମେ—୧୯୯ ବରୁଣ ଅଷ୍ଟମେ—୨୦୦

**ନବମ ଭାବ** ... ... ୨୦୨

ରବି ନବମେ—୨୦୨ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମେ—୨୦୩ ମଙ୍ଗଳ ନବମେ—୨୦୪

বুধ নবমে—২০৫      বৃহস্পতি নবমে—২০৬      শুক্র নবমে—২০৭  
 শনি নবমে—২০৮      রাহু নবমে—২০৮      কেতু নবমে—২০৯  
 প্রজাপতি নবমে—২১০      বরুণ নবমে—২১১

**দশম ভাব**                      ...                      ...                      ২১৩

রবি দশমে—২১৩      চন্দ্র দশমে—২১৪      মঙ্গল দশমে—২১৫  
 বুধ দশমে—২১৬      বৃহস্পতি দশমে—২১৭      শুক্র দশমে—২১৮  
 শনি দশমে—২১৯      রাহু দশমে—২২০      কেতু দশমে—২২১  
 প্রজাপতি দশমে—২২১      বরুণ দশমে—২২২

**একাদশ ভাব**                      ...                      ...                      ২২৪

রবি একাদশে—২২৪      চন্দ্র একাদশে—২২৪      মঙ্গল একাদশে—২২৫  
 বুধ একাদশে—২২৬      বৃহস্পতি একাদশে—২২৭      শুক্র একাদশে—২২৮  
 শনি একাদশে—২২৯      রাহু একাদশে—২৩০      কেতু একাদশে—২৩১  
 প্রজাপতি একাদশে—২৩১      বরুণ একাদশে—২৩২

**দ্বাদশ ভাব**                      ...                      ...                      ২৩৪

রবি দ্বাদশে—২৩৪      চন্দ্র দ্বাদশে—২৩৫      মঙ্গল দ্বাদশে—২৩৬  
 বুধ দ্বাদশে—২৩৭      বৃহস্পতি দ্বাদশে—২৩৮      শুক্র দ্বাদশে—২৩৯  
 শনি দ্বাদশে—২৪০      রাহু দ্বাদশে—২৪১      কেতু দ্বাদশে—২৪২  
 প্রজাপতি দ্বাদশে—২৪৩      বরুণ দ্বাদশে—২৪৪

ভুল

২য় পৃষ্ঠায় ছকটিতে “প্র ২২ বং” এর জায়গায় “প্র ১১ বং” হবে।

# কোষ্ঠী-দেখা

## গণিত অংশ

এক ব্যক্তি জ্যোতিষের কিছুই জানেন না। জ্যোতিষে অভিজ্ঞ তাঁর এক বন্ধু, তাঁর জন্ম সময় চেয়ে নিয়ে, এই রকম একটি ছক্ এবং এই রকম কতকগুলি অঙ্ক একখানা কাগজে লিখে, তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন—



ম৫ চ৭ কে৬	ব২	ব২২৬২৫ বু২ ৭বং শ২৭ শু২৪
লং প্র ২২ বং		রা ২০

শকাব্দা: ১৮০১১১১১১২৪১২৫

৩০।০  
৭ ৬ ৫  
৯ ৮ ৫০  
৩৯ ১৫ ৪৩  
২৫ ২ ৮  
জাতাহ:

বিংশোত্তরী দশা  
ভোগ্য  
বু ১২২৫

জন্মস্থান কলিকাতা  
অক্ষাংশ ২২।৩৩ উ  
দেশান্তর ৮৮।২৪ পূ

অষ্টোত্তরী দশা  
ভোগ্য  
চ ১০।৩১৫

গ্রহক্ষুট

র ১১।৭।৫৮  
চ ২।২৩।১১  
ম ১।২৫।২৯  
বু ১১।২১।২৪  
বু ১১।৪।৩৩  
শু ১০।৮।৪  
শ ১১।২৪।১০  
রা ৮।১৯।৩৪  
কে ২।১৯।৩৪  
প্র ৪।১৩।৪৪  
ব ০।১৮।২

ভাবক্ষুট

লং ৪।৫।২৭  
২য় ৫।৩।২৭  
৩য় ৬।৪।২৭  
৪র্থ ৭।৫।২৭  
৫ম ৮।৬।৩৭  
৬ষ্ঠ ৯।৭।৩৭  
৭ম ১০।৮।২৭  
৮ম ১১।৯।২৭  
৯ম ০।৪।২৭  
১০ম ১।৫।২৭  
১১শ ২।৬।৩৭  
১২শ ৩।৭।৩৭

এরই মধ্যে তাঁর জন্ম-তারিখ, জন্ম-সাল, জন্ম মাস, জন্ম-রাশি, এবং জন্ম-সময়ের স্থান গ্রহসংস্থান লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ব্যক্তিটির জ্যোতিষে মোটে জ্ঞান না থাকায়, তিনি কিছুই বুঝতে পারাছেন না। এখন, তিনি যদি এটি বুঝতে চান, তাহলে তাঁকে কি কি শিখতে অথবা জানতে হবে?—এবং কি রকম ভাবে শেখা সহজ হবে?

### শকাব্দার পরে যে অঙ্কগুলি আছে

ছকটির নীচে যে শকাব্দা: ১৮০১।১১।১১।২৪।১৫ লেখা আছে, তার মানে বোঝা খুব সহজ। ঐটি দিয়ে সংক্ষেপে জন্মের তারিখ এবং সময় জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম অঙ্কটি হচ্ছে ‘শকাব্দের’।—হিন্দু জ্যোতিষে গণনার ব্যাপারে শকাব্দের দবকার হত বলে, কোষ্ঠী-ঠিকুজীতে শকাব্দের উল্লেখই করা হয়ে থাকে। শকাব্দ থেকে ৫১৫ বাদ দিলে, আমাদের বাংলা সন হয়। উপরে যে শকাব্দ দেওয়া আছে, তা থেকে ৫১৫ বাদ দিলে—হয় ১২৮৬। এইটেই বাংলা সন। এতে বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তিটির সন ১২৮৬ সালে জন্ম। শকাব্দের পরের অঙ্কগুলি যথাক্রমে গত মাস, গত দিন, গত দণ্ড ও গত পলের সংখ্যা। ঐ ছকটির নীচে যে দেওয়া আছে ১৮০১।১১।১১।২৪।১৫, তার মানে তাহলে দাঁড়ায়—১৮০১ শকাব্দের ১১ মাস ১ দিন ২৪ দণ্ড ১৫ পল গত হলে, ঐ ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। অবশ্য, চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পর থেকে, অর্থাৎ ১লা বৈশাখ থেকে মাস গণনা করা হয়ে থাকে। অতএব, ১১র অর্থ এখানে ১১ মাস গতে দ্বাদশ মাস অর্থাৎ চৈত্র মাস; ১এর অর্থ ১দিন গতে অর্থাৎ ৮ম দিন, আর ২৪।১৫ মানে সূর্যোদয় থেকে ২৪ দণ্ড ১৫ পল

গত হলে। কাজেই ১৮০১।১১।৭।২৪।১৫ অঙ্কগুলি এই বোঝাচ্ছে যে, বাংলা ১২৮৬ সনের ৮ই চৈত্র, সূর্য্যোদয় থেকে ২৪ দণ্ড ১৫ পল গত হলে ঐ ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল।

### দণ্ড-পল ও ঘণ্টা-মিনিট

এখন আমরা সময় বোঝাতে হলে, ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড দিয়ে যেমন তা নির্দেশ করি, আগে তেমনি আমাদের দেশে দণ্ড-পল-বিপল দিয়ে সময় নির্দেশ করা হত। এখন আমরা ঘণ্টা-মিনিট দিয়ে জানাই, রাত্রি ১২টা বা বেলা ১২টা থেকে ক' ঘণ্টা ক' মিনিট গত হয়েছে, যখন বলি, সকাল ৮টা ২৫ মিনিট—আমরা তা দিয়ে জানাতে চাই যে, রাত্রি ১২টার পর ৮ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময় চলে গেছে। আবার যখন বলি, বিকাল ৩টা ১৫ মিনিট—তখন জানাতে চাই যে, বেলা ১২টার পর ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট কেটে গেছে। রাত্রি ১২টার পরের ঘণ্টাগুলিকে বোঝাবার জন্ত, ইংরাজিতে ঘণ্টা-মিনিটের পাশে এ-এম্ বসানো হয় এবং বেলা ১২টার পরের ঘণ্টাগুলিকে বোঝাবার জন্ত, পি-এম্ লেখা হয়। বাংলাতে, তার বদলে, যথাক্রমে সকাল ও বিকাল শব্দ দু'টি ব্যবহার করা চলতে পারে।

আগে, আমাদের দেশে দণ্ডপল দিয়ে জানানো হত, সূর্য্যোদয় থেকে কত দণ্ড কত পল চলে গেছে।

এখনকার ঘণ্টা মিনিটের মাপ—

৬০ সেকেণ্ডে—এক মিনিট

৬০ মিনিটে— এক ঘণ্টা

২৪ ঘণ্টায়— একদিন

তখনকার দণ্ড পলের মাপ ছিল—

৬০ বিপলে—এক পল

৬০ পলে— এক দণ্ড

৬০ দণ্ডে— এক দিন

কাজেই— ২৥ বিপল = ১ সেকেণ্ড

২৥ পল = ১ মিনিট

২৥ দণ্ড = ১ ঘণ্টা

অথবা—

$\frac{2}{3}$  ঘণ্টা বা ২৪ মিনিট = ১ দণ্ড

$\frac{2}{3}$  মিনিট বা ২৪ সেকেণ্ড = ১ পল

$\frac{2}{3}$  সেকেণ্ড বা ২৪ খার্ড = ১ বিপল

উপরে লেখা শকাব্দের পরের অঙ্কগুলি মধ্যে আমরা পেয়েছি, সূর্যোদয়ের পর ২৪ দণ্ড ১৫ পল গতে জন্ম। ২৪ দণ্ড ১৫ পলকে, উপরের লেখা আখ্যা দিয়ে ঘণ্টা মিনিট করলে, হয় ৯ ঘণ্টা ৪২ মিনিট। অতএব, সূর্যোদয়ের পর ৯ ঘণ্টা ৪২ মিনিট গত হলে, জন্ম হয়েছিল। একে ঘড়ির সময় কোরে দেখতে হলে, আমাদের দেখতে হবে, সেদিন ক-টার সময় সূর্যোদয় হয়েছিল। সেদিন সূর্যোদয়ের সময় পাঁজিতে আছে ৬টা ৮ মি:। তার সঙ্গে ৯ ঘণ্টা ৪২ মিনিট যোগ করলে, হয় ১৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। অতএব, বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটের সময় ঐ ব্যক্তির জন্ম হয়েছে।

**জাতাহ**

ছকটির নীচে বাঁ-পাশে যে কতকগুলি অঙ্কের সারি এবং তার নীচে জাতাহ: লেখা হয়েছে—তার মানে কি? জাতাহ: মানে

জন্মদিন। অক্ষগুলি দিয়ে, জন্ম-দিনের দিন-পঞ্জিকা অর্থাৎ বার, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি জানানো হয়েছে। উপরেই যে ৩০। লেখা আছে, তার মানে, ঐ দিন দিনের স্থায়িত্ব ৩০ দণ্ড ০ পল ছিল। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সেদিন রাত্রির স্থায়িত্বও তাই ছিল। কেন না, দিনরাত্রি মিলিয়ে ৬০ দণ্ড—অতএব, দিন যদি হয় ৩০ দণ্ড, রাত্রিও হবে ৩০ দণ্ড। দিনের স্থায়িত্ব যত দণ্ড যত পল হয়, জ্যোতিষের ভাষায় তত দণ্ড তত পল সেই দিনের দিনমান। ৬০ দণ্ড থেকে দিনমান বাদ দিলে, হয় রাত্রিমান বা নিশামান। দিনমানের নীচে তিন সারি অক্ষপাত করা আছে। ঐ অক্ষগুলি সোজা না পড়ে, উপর থেকে নীচে পড়ে আসতে হবে। তিনটি সারিতে এই হিসাবে অক্ষপাত করা থাকে—

১ম সারি	২য় সারি	৩য় সারি
বারের সংখ্যা	নক্ষত্রের সংখ্যা	যোগের সংখ্যা
তিথির সংখ্যা	দণ্ড	দণ্ড
দণ্ড	পল	পল
পল	করণের সংখ্যা	তারিখ

এই তিনটি সারির অক্ষপাত-গুলি পড়তে হলে, বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগের নাম এবং সংখ্যা জানা চাই।

বার সাতটি—

- (১) রবি (২) সোম (৩) মঙ্গল (৪) বুধ (৫) বৃহস্পতি  
(৬) শুক্র (৭) শনি

আলোচ্য কোষ্ঠীটিতে জাতাহের উপরে বারের সংখ্যা আছে ৭।

অতএব বুঝতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিন শনিবার।

### তিথি তিরিশটি—

পনেরোটি শুরুপক্ষের এবং পনেরোটি কৃষ্ণপক্ষের। তিথিগুলির নাম ও সংখ্যা—

#### শুরুপক্ষ

(১) প্রতিপদ (২) দ্বিতীয়া (৩) তৃতীয়া (৪) চতুর্থী  
(৫) পঞ্চমী (৬) ষষ্ঠী (৭) সপ্তমী (৮) অষ্টমী (৯) নবমী  
(১০) দশমী (১১) একাদশী (১২) দ্বাদশী (১৩) ত্রয়োদশী  
(১৪) চতুর্দশী (১৫) পূর্ণিমা।

#### কৃষ্ণপক্ষ

(১৬) প্রতিপদ (১৭) দ্বিতীয়া (১৮) তৃতীয়া (১৯) চতুর্থী  
(২০) পঞ্চমী (২১) ষষ্ঠী (২২) সপ্তমী (২৩) অষ্টমী  
(২৪) নবমী (২৫) দশমী (২৬) একাদশী (২৭) দ্বাদশী  
(২৮) ত্রয়োদশী (২৯) চতুর্দশী (৩০) অমাবস্তা।

জাতাহের প্রথম সারিতে তিথির সংখ্যায় আছে ৯। কাজেই, বুঝতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিনে শুরুপক্ষের নবমী তিথি ছিল।

### নক্ষত্র সাতাশটি—

তাদের নাম ও সংখ্যা—

(১) অশ্বিনী (২) ভরণী (৩) কৃত্তিকা (৪) রোহিণী  
(৫) মুগশিরা (৬) আর্দ্রা (৭) পুনর্বসু (৮) পুষ্যা  
(৯) অশ্লেষা (১০) মঘা (১১) পূর্বফল্গুনী (১২) উত্তর ফল্গুনী  
(১৩) হস্তা (১৪) চিত্রা (১৫) স্বাতী (১৬) বিশাখা  
(১৭) অম্বরাধা (১৮) জ্যেষ্ঠা (১৯) মূলা (২০) পূর্বাষাঢ়া

(২১) উত্তরাষাঢ়া (২২) শ্রবণা (২৩) ধনিষ্ঠা (২৪) শতভিষা  
(২৫) পূর্ভাদ্রপদ (২৬) উত্তরভাদ্রপদ (২৭) রেবতী

দ্বিতীয় সারিতে, নক্ষত্রের সংখ্যায় জায়গায়, আছে ৬। অতএব, বুধতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিনে আর্দ্রা নক্ষত্র ছিল।

### করণ প্রপারটি—

তার মধ্যে সাতটিকে বলে চর করণ—সেগুলি সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়। বাকি চারটিকে বলা হয় ধ্রুব করণ—সেগুলি নামের আঙ্কুর দিয়ে নির্দেশ করা হয়।

চর করণ সাতটির নাম ও সংখ্যা—

(১) বব (২) বালব (৩) কোলব (৪) তৈতিলা  
(৫) গর (৬) বণিজ (৭) বিষ্টি।

ধ্রুব করণ চারটির নাম ও সাঙ্কেতিক অঙ্কুর—

(৮) শকুনি (৯) চতুষ্পদ (১০) নাগ (১১) কিস্তুর।

দ্বিতীয় সারিতে, করণের সংখ্যায় জায়গায়, আছে ২। অতএব, বুধতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিনে বালব করণ ছিল।

### যোগ সাতাশটি—

তাদের নাম ও সংখ্যা—

(১) বিষ্কুভ (২) প্রীতি (৩) আয়ুমান (৪) সৌভাগ্য  
(৫) শোভন (৬) অতিগণ্ড (৭) সুকর (৮) ধৃতি (৯) শূল  
(১০) গণ্ড (১১) বৃদ্ধি (১২) ধ্রুব (১৩) ব্যাঘাত  
(১৪) হর্ষণ (১৫) বজ্র (১৬) অম্বক (১৭) ব্যতীপাত

(১৮) বরীয়ান্ (১৯) পরিষ (২০) শিব (২১) সিদ্ধ (২২) সাধ্য  
(২৩) শুভ (২৪) শুক্র (২৫) ব্রহ্ম (২৬) ইন্দ্র (২৭) বৈধৃতি ।

আমাদের আলোচ্য কোষ্ঠীটির তৃতীয় সারিতে, যোগের সংখ্যা আছে ৫। অতএব, বুঝতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিনে শোভন যোগ ছিল।

তিথি, নক্ষত্র ও যোগের নীচে যে দণ্ড পল দেওয়া আছে, তা থেকে বুঝতে হবে—ঐ ঐ তিথি, নক্ষত্র এবং যোগ জন্মস্থানের সূর্য্যোদয় থেকে অত দণ্ড অত পল পর্য্যন্ত ছিল। ঐ সময়ের পরে, তার পরবর্তী তিথি নক্ষত্র ও যোগ আরম্ভ হয়েছে। \*

অতএব—

৩০।০

৭	৬	৫
৯	৮	৫০
৩৯	১৫	৪৩
২৫	২	৮

জাতাহ:

এটা স্পষ্ট কোরে ভাষায় লিখতে হলে, লিখতে হবে—

জন্মদিনে—দিনমান ৩০ দণ্ড। বার—শনি। শুক্রপক্ষের নবমী তিথি সূর্য্যোদয় থেকে ৩৯ দণ্ড ২৫ পল পর্য্যন্ত (তার পর শুক্রপক্ষের দশমী)।

\* আমাদের দেশে সাধারণ আচার্য্যেরা যে সকল কোষ্ঠী তৈরী কোরে থাকেন, তাতে যেখানেই জন্ম হোক—কলকাতার পাঁজি থেকে জাতাহট অবিকল নকল কোরে দেওয়া হয়—কিন্তু, তা বড়ই ভুল। কেননা, কলকাতার পাঁজিতে কলকাতার সূর্য্যোদয় থেকে দণ্ডাদি দেওয়া থাকে, আর কোষ্ঠীতে দেওয়া উচিত জন্মস্থানের সূর্য্যোদয় থেকে।



আর্দ্রা নক্ষত্র সূর্য্যোদয় থেকে ৮ দণ্ড ১৫ পল পর্য্যন্ত ( তার পর পুনর্ব্বস্ব নক্ষত্র )। সূর্য্যোদয়ের সময় করণ ছিল বালব। শোভন যোগ সূর্য্যোদয় থেকে ৫০ দণ্ড ৪৩ পল ( তার পর অতিগণ্ড যোগ )। তারিখ ৮ই।

কাজেই, জাতাহের উপরে যে সাস্কৈতিক অঙ্কপাত করা আছে, তা বুঝতে হলে, বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ এবং যোগ—এই পাঁচটি জিনিষের নাম ও সংখ্যা মুখস্থ থাকার দরকার—নইলে, তা বোঝা যাবে না। এই পাঁচটি জিনিষকে জ্যোতিষের ভাষায় বলে **শপ্তগোষ্ঠ**। পঞ্চাঙ্গ থেকেই পঞ্জিকা নাম হয়েছে। হিন্দী ভাষায় পঞ্জিকাকে এখনও পঞ্চাঙ্গই বলা হয়।

উপরের ছকটিতে খালি জাতাহ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন কোষ্ঠীতে জাতাহের সঙ্গে আবার পূর্ক্বাহ ও পরাহ অর্থাৎ জন্মের পূর্ক্বদিন ও পরদিনের পঞ্চাঙ্গও দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কোষ্ঠীতে যদি গ্রহস্ফুট লেখা হয়, তাহলে এই জাতাহ, পূর্ক্বাহ ও পরাহগুলি একেবারে নিশ্চয়োজন। এর মধ্যে দরকার শুধু বার আর দিনমান।

### ছক, জন্মকুণ্ডলী বা জন্মচক্র

গোড়াতেই যে ছকটি দেওয়া আছে, তাতে কোরে বোঝানো হয়েছে, জন্মসময়ে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে এবং কোন্ নক্ষত্রে ছিল। নক্ষত্রের নাম ও সংখ্যা আগেই বলা হয়েছে।

**রাশি বারটি**—মেঘ, বুধ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

এই রাশি বারটির নাম ছকে থাকে না—রাশিগুলি বোঝানো

হয় নির্দিষ্ট ঘর দিয়ে। অর্থাৎ, ঐ রকম একটি ছক পেলেই বুঝতে হবে— একেবারে উপরের চৌকো ঘরটি মেঘ, এবং তারপর থেকে বাঁ দিকে (ঘড়ির কাঁটা যে-ভাবে চলে তার উল্টোদিকে), পর পর ঘরগুলি বুধ, মিথুন, কর্কট ইত্যাদি হবে। সূবিধার জন্ত, ছকের কোন ঘরটি কি রাশি, তা লিখে দেখানো হল।

বুধ মিথুন	মেঘ	শনি কুম্ভ
কর্কট		মকর
সিংহ কন্যা	তুলা	ধনু বৃশ্চিক

যে রাশিতে যে গ্রহ আছে, এই ছকে সেই রাশির ঘরে সেই গ্রহের আঙুলের লিখতে হয়।

ফলিত জ্যোতিষের মতে গ্রহ প্রাপ্তি—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, প্রজাপতি ও বরুণ। প্রত্যেক গ্রহের গোড়ার অঙ্করটি দিয়ে সেই গ্রহকে বোঝানো হয়—যেমন র

লিখলেই বোঝায় রবি, কে লিখলে কেতু, বৃ লিখলে বৃহস্পতি, ব লিখলে বরুণ, ইত্যাদি।

কোন গ্রহ কোন নক্ষত্রে আছে, তা বোঝানো হয়ে থাকে, গ্রহের অক্ষরের পাশে নক্ষত্রের সংখ্যা লিখে। এখন দেখা যাক, গোড়াতে যে ছকটি দেওয়া হয়েছে, আমরা যা শিখেছি তা দিয়ে সেটি বোঝা যায় কি না।

সুবিধার জন্ত ছকটি আবার লেখা হল—


মেঘ রাশিতে আছে ব ২—তার মানে বরুণ ভরণী নক্ষত্রে মেঘ-রাশিতে আছেন; তেমনি মঙ্গল আছেন বৃষ রাশিতে ৫ নক্ষত্রে অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্রে; চন্দ্র আছেন মিথুনে ৭ অর্থাৎ পুনর্কর্কস্ব নক্ষত্রে; কেতু ঐ মিথুনেই ৬ অর্থাৎ আর্দ্রা নক্ষত্রে; কর্কটে কিছু নেই; সিংহে আছে গং

আর প্র ১১ বং—প্র মানে প্রজাপতি, ১১ মানে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র, কিন্তু বং মানে বোঝা যাচ্ছে না—এবং উপরে যে লং আছে তাও বোঝা গেল না; সে কথা পরে বলছি। তার পর কচ্ছা, তুলা, বৃশ্চিককে কিছুই নেই। ধনুতে আছে, রাহু ২০ অর্থাৎ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে; মকরে কিছু নেই; কুম্ভে, শুক্র ২৪ অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্রে; মীনে, রবি আর বৃহস্পতি আছেন ২৬ অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে আর শনি আছেন ২৭ অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রে, বুধও ঐ খানে আছেন ২৭ অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রে, কিন্তু তার পাশেও বং লেখা আছে।

এই বং অক্ষরটির মানে হচ্ছে বক্রী। বক্রী কথার মানে বক্রগতি অর্থাৎ উণ্টোদিকে গতি। সাধারণতঃ, গ্রহেরা মেঘের পর বুধ তার পর মিথুন এইভাবে, অর্থাৎ সোজাভাবে রাশিচক্রে সরে সরে গিয়ে, সমস্ত রাশি চক্রটা বেড় দিয়ে ঘুরে আসে। এইভাবে সমস্ত রাশিচক্র ঘুরে আসতে, কোন গ্রহের হয়ত সাতাশ দিন, আবার কোন গ্রহের হয়ত ১৬৮ বৎসর লাগে। কিন্তু রাহু ও কেতু এই দুই গ্রহের গতি উণ্টোদিকে—অর্থাৎ তারা মেঘের পর বুধ, তার পর মিথুন, এইভাবে না চলে—মেঘের পর মীন, তার পর কুম্ভ, তার পর মকর এই রকম উণ্টোভাবে চলে। রবি চন্দ্র ছাড়া অন্য সব গ্রহ, সোজা চলতে চলতে মাঝে মাঝে গিয়ে, দিনকতক উণ্টো চলে—তার পর আবার খেমে সোজা-পথে চলে। গ্রহ যখন সোজা চলে, তখন তাকে বলে স্মার্পী বা সরল-গতি, আর যখন উণ্টো চলে, তখন তাকে বলে স্বক্রী বা বক্র-গতি।

মনে রাখতে হবে—

রবি আর চন্দ্র সব সময়েই সরল-গতি বা স্মার্পী।

রাহু আর কেতু সব সময়েই বক্র-গতি বা স্বক্রী।

অন্ত সব গ্রহ কখনো মার্গী, কখনো বক্রী ।  
লং মানে লগ্ন । লগ্ন জিনিষটা কি, তা ভাবস্ফুট বোঝাবার সময় বলব ।

### গ্রহস্ফুট

গ্রহস্ফুট হেডিং দিয়ে তার নীচে যে, র ১১।৭।৫৭, চ ২।২৩।১১ প্রভৃতি লেখা হয়েছে, এইবার আমাদের বুঝতে হবে তার অর্থ কি । স্ফুট মানে স্পষ্ট—সেই জন্ত গ্রহস্ফুটকে গ্রহস্পষ্টও বলা হয় । ছকটিতে দেওয়া আছে, কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে এবং কোন্ নক্ষত্রে আছে—কিস্ত, সেই রাশি বা নক্ষত্রের ঠিক কোন্ জায়গায় আছে, ছক দেখে তা বোঝবার উপায় নেই । একটা রাশি অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে । একটা গ্রহ কোন্ রাশির কোন্ জায়গায় আছে, তা স্পষ্ট জানতে হলে, রাশিটিকে ভাগ কোরে নেওয়া দরকার । এইজন্ত, প্রত্যেক রাশিকে ত্রিশ অংশে ভাগ করা হয়েছে—এবং আরও সূক্ষ্মভাবে বোঝবার জন্ত, প্রত্যেক অংশকে ষাট কলায় এবং প্রত্যেক কলাকে ৬০ বিকলায় ভাগ করা হয়েছে । অর্থাৎ মেনে নেওয়া হয়েছে—

৬০ বিকলায়	১ কলা
৬০ কলায়	১ অংশ
৩০ অংশে	১ রাশি

গ্রহস্ফুট হেডিং দিয়ে তার নীচে যে অক্ষপাত করা আছে, তা দিয়ে গ্রহটীর সঠিক অবস্থান বুঝতে পারা যায় । অতএব, গ্রহস্ফুট মানে গ্রহের সঠিক বা স্পষ্ট অবস্থান ।

এখন দেখা যাক, অক্ষগুলি দিয়ে আমরা প্রত্যেক গ্রহের সঠিক অবস্থান বুঝতে পারি কি না । অক্ষগুলি এই রকম আছে—

## গণিত অংশ

র ১১।৭।৫৮ ; চ ২।২৩।১১ ; ম ১।২৫।২৯ ;  
 বু ১১।২১।২৪ ; বৃ ১১।৪।৩৩ ; শু ১০।৮।৪ ;  
 শ ১১।২৪।১০ ; রা ৮।১২।৩৪ ; কে ২।১২।৩৪ ;  
 প্র ৪।১৩।৪৪ ; ব ০।১৮।২ ,

আগে বলেছি যে, গ্রহগুলি পুরো না লিখে, অনেক সময় তাদের নামের আনুক্রম লেখা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে—র,চ, ম, প্রভৃতি দিয়ে, রবি চন্দ্র মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহকে বোঝানো হয়েছে, এবং তাদের এক একটির পাশের অক্ষগুলি সেই সেই গ্রহের অবস্থান নির্দেশ করছে। পাশে তিনটি কোরে সংখ্যা দেওয়া আছে। তার মধ্যে, প্রথম সংখ্যাটি রাশি, দ্বিতীয় সংখ্যাটি অংশ, তৃতীয় সংখ্যাটি কলা নির্দেশ করছে। অতএব র ১১।৭।৫৮ এই সাক্ষেতিক অক্ষপাতের মানে, রবি ১১ রাশি ৭ অংশ ৫৮ কলা, চ ২।২৩।১১ মানে, চন্দ্র ২ রাশি ২৩ অংশ ১১ কলা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন কোষ্ঠিতে, আরও একটি বেশী অক্ষ থাকে, সেখানে বুঝতে হবে, চতুর্থ অক্ষটি বিকলার।—যেমন, উপরে যদি থাকত, চ ২।২৩।১১।১৫, তাহলে বুঝতে হত, চন্দ্র ২ রাশি ২৩ অংশ ১১ কলা ১৫ বিকলা।

কিন্তু, রবি ১১ রাশি ৭ অংশ ৫৮ কলা, শুধু এইটুকু বললে, সঠিক কিছু বোঝা যায় না। এর আসল মানে হচ্ছে, রবি মেঘের গোড়া থেকে ১১ রাশি ৭ অংশ ৫৮ কলা দূরে আছে। অর্থাৎ মেঘের গোড়া থেকে ১১টা রাশি অতিক্রম কোরে দ্বাদশ রাশির ৭ অংশ ৫৮ কলায় রবি আছে। মেঘ থেকে আরম্ভ কোরে মীন পর্যন্ত বারটি রাশিকে, যথাক্রমে প্রথম রাশি, দ্বিতীয় রাশি, তৃতীয় রাশি প্রভৃতি বলা চলে। অতএব, দ্বাদশ রাশি মানে মীন রাশি। কাজেই, র ১১।৭।৫৮ এর মানে বুঝতে হবে, রবি মীন রাশির গোড়া থেকে ৭ অংশ ৫৮ কলা দূরে আছে। এই রকম

চ ২১২৩১১ মানে, চন্দ্র মেঘের গোড়া থেকে ২ রাশি অতিক্রম কোরে, তৃতীয় রাশির অর্থাৎ মিথুনের ২৩ অংশ ১৬ কলায় আছে। ম ১১২৫১২৯ মানে, মঙ্গল দ্বিতীয় রাশির অর্থাৎ বুধের ২৫ অংশ ২৯ কলায় আছে। ব ১১৮১২ মানে বরুণ মেঘের গোড়া থেকে একটা রাশিও অতিক্রম করেনি, অর্থাৎ মেঘ রাশিতেই আছে, এবং সে আছে মেঘের ১৮ অংশ ২ কলায়।

এই স্ফুটের ব্যাপারে, গোড়ায় কী অঙ্ক থাকলে কোন্ রাশিকে বোঝায়, তা ছ-চার দিন অভ্যাস করলেই, আপনা আপনি আয়ত্ত হয়ে যাবে। প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্ত, নীচে তা পরিষ্কার কোরে লেখা গেল—

০ মেঘ	১ বুধ	২ মিথুন	৩ কর্কট
৪ সিংহ	৫ কন্যা	৬ তুলা	৭ বৃশ্চিক
৮ ধনু	৯ মকর	১০ কুম্ভ	১১ মীন

অতএব—

র ১১   ৭   ৫৮	মানে	রবি	মীনের	৭	অংশ	৫৮	কলায়
চ ২   ২৩   ১১	”	চন্দ্র	মিথুনের	২৩	”	১১	”
ম ১   ২৫   ১২	”	মঙ্গল	বুধের	২৫	”	২৯	”
বু ১১   ২১   ২৪	”	বুধ	মীনের	২১	”	২৪	”
বৃ ১১   ৪   ৩৩	”	বৃহস্পতি	মীনের	৪	”	৩৩	”
শু ১০   ৮   ৪	”	শুক্ৰ	কুম্ভের	৮	”	৪	”
শ ১১   ২৪   ১০	”	শনি	মীনের	২৪	”	১০	”
রা ৮   ১২   ৩৪	”	রাহু	ধনুর	১২	”	৩৪	”
কে ২   ১২   ৩৪	”	কেতু	মিথুনের	১২	”	৩৪	”
প্র ৪   ১৩   ৪৪	”	প্রজাপতি	সিংহের	১৩	”	৪৪	”

ব ০।১৮। ২ মানে বক্রণ মেঘের ১৮ অংশ ২ কলায়

### ভাবক্ষুট

ভাবক্ষুট হেডিং দিয়ে তার নীচে যে কতকগুলি অঙ্কপাত করা আছে সেগুলিও পড়তে হবে ঠিক গ্রহক্ষুটের মতো।

**ভাব বারান্টি**। তাদের নাম যথাক্রমে—লগ্ন, দ্বিতীয় ভাব, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ ভাব, পঞ্চম ভাব, ষষ্ঠ ভাব, সপ্তম ভাব, অষ্টম ভাব, নবম ভাব, দশম ভাব, একাদশ ভাব ও দ্বাদশ ভাব।

জ্যোতিষীরা কোন ভাব সম্বন্ধে কিছু বলতে বা লিখতে গেলে, অনেক সময় ‘ভাব’ শব্দটির উল্লেখ করেন না, কেবল দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম প্রভৃতি বিশেষণগুলিরই ব্যবহার করেন। যথা “শনি তৃতীয় ভাবে আছে, বুধ একাদশ ভাবে আছে” না বলে, তাঁরা সংক্ষেপে বলবেন “শনি তৃতীয়ে, বুধ একাদশে”।

ভাবগুলি রাশিচক্রের মধ্যে কল্পিত বারটি বিন্দু। কাজেই, প্রত্যেক ভাব কোন না কোন রাশিতে পড়বেই। আগে বলেছি, ক্ষুট মানে স্পষ্ট বা সঠিক অবস্থান। সাধারণতঃ, কোণ্ডীর ছকে শুধু লগ্ন যে রাশিতে সেই রাশিটিতে লং লেখা হয়—অন্য ভাবগুলি ছকে লেখা থাকে না। যেমন, আমাদের আলোচ্য কোণ্ডীর ছকটিতে, সিংহে লং লেখা আছে—তার মানে, কোণ্ডীটির সিংহ লগ্ন। আমাদের দেশের সাধারণ জ্যোতিষীরা যে রাশিতে লং লেখা থাকে, সেইটিতে লগ্ন ধরে, তার পরের রাশিতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের পরের রাশিতে তৃতীয়, এইরকম কোয়েই শুধু বিচার কোরে যান। যেমন, কারো যদি লগ্ন মেঘে থাকে, তাহলে তাঁরা দ্বিতীয় ভাব ধরবেন বুধে, তৃতীয় মিথুনে, চতুর্থ কর্কটে, পঞ্চম সিংহে ইত্যাদি। এ রকম গুণ্টি হিসাবে ভাব ধরা ঠিক নয়—অন্ততঃ



এতে নির্ভুল বিচার হতে পারে না। যে সব ব্যক্তির আমাদের দেশে জন্ম, তাঁদের কোষ্ঠীতে অধিকাংশ স্থলেই এইরকম হয়ে থাকে বটে, কিন্তু, অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও হয়। কাজেই, ভাবক্ষুট বা প্রত্যেক ভাব-বিন্দুর সঠিক অবস্থান জানা দরকার।

আমাদের আলোচ্য কোষ্ঠীতে “ভাবক্ষুট” হেডিংএর নীচে, যে অঙ্কগুলি আছে, তার মানে এইরকম—

লং ৪।৫। ২৭ মানে লগ্ন সিংহের ৫ অংশ ২৭ কলায়

২য় ৫।৩। ২৭ „ দ্বিতীয় কন্টার ৩ ” ২৭ „

৩য় ৬।৪। ২৭ „ তৃতীয় তুলার ৪ „ ২৭ „

৪র্থ ৭।৫। ২৭ ” চতুর্থ বৃশ্চিকের ৫ „ ২৭ „

ইত্যাদি

ইত্যাদি

এই কোষ্ঠীটিতে ভাবগুলি ঠিক পর পর রাশিতেই পড়েছে।\*

তাহলে, এই ছকটির সঙ্গে যে সমস্ত অঙ্কপাত করা আছে, তার সবই প্রায় আমরা পড়তে শিখলুম—বাকি রইল শুধু জন্ম-স্থান এবং বিংশোত্তরী দশা ও অষ্টোত্তরী দশা।

### অক্ষাংশ ও দেশান্তর

প্রত্যেক কোষ্ঠীর সঙ্গে জন্মস্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তর দেওয়া দরকার। গ্রহক্ষুট, ভাবক্ষুট, সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, দিনমান প্রভৃতি কসতে হলে, এগুলি কাজে লাগে। এই অক্ষাংশ ও দেশান্তর দিয়ে, পৃথিবীর কোন্ জায়গায় জন্ম হয়েছে, তা বোঝানো হয়ে থাকে। যাঁরা ভূগোল

\* ভাবক্ষুট ও গ্রহক্ষুট কি কোরে কসতে হয়, তা মৎ-প্রণীত “সরল জ্যোতিষ” গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লেখা হবে।

পড়েছেন, তাঁদের একথা বলা বাহুল্য যে, অক্ষাংশ (Latitude) দিয়ে বোঝানো হয় যে, স্থানটি বিষুব-রেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কতদূরে, এবং দেশান্তর (Longitude) দিয়ে বোঝানো হয়, তা গ্রীনিচের মধ্য-রেখা থেকে পূবে বা পশ্চিমে কত দূরে। পৃথিবী গোল ব'লে, এই দূরত্বগুলি অংশ কলা দিয়ে বোঝানো হয়।

আলোচ্য কোণীটিতে আছে—

জন্মস্থান কলিকাতা

অক্ষাংশ ২২।৩৩ উ

দেশান্তর ৮৮।২৪ পূ

এর অর্থ, কলিকাতা বিষুব-রেখা (Equator) থেকে ২২ অংশ ৩৩ কলা উত্তরে এবং গ্রীনিচের মধ্য থেকে ৮৮ অংশ ২৪ কলা পূর্বে অবস্থিত।

উ মানে উত্তর

পূ মানে পূর্ব

দ মানে দক্ষিণ

প মানে পশ্চিম

### অষ্টোত্তরী দশা ও বিংশোত্তরী দশা

জ্যোতিষের মতে কোন্ সময় কি ঘটনা ঘটবে জানতে হলে, কোন্ সময় কোন্ গ্রহের দশা চলেছে, তা জানা দরকার। আমাদের দেশে সাধারণত ছ'রকম দশা গণনা করা হয়—

(১) অষ্টোত্তরী—অর্থাৎ যে মতে সমস্ত দশার সমষ্টি ১০৮ বৎসর

(২) বিংশোত্তরী—যে মতে সমস্ত দশার সমষ্টি ১২০ বৎসর।

অষ্টোত্তরী মতে আটটি মাত্র গ্রহের দশা ধরা হয়। তাদের ক্রম, এবং কোন্ গ্রহের দশা কত বৎসর, তা নীচে দেওয়া হল।

রবি—৬ বৎসর

চন্দ্র—১৫ বৎসর

মঙ্গল—৮ বৎসর

বুধ—১৭ বৎসর

শনি—১০ বৎসর

বৃহস্পতি—১২ বৎসর

রাহু—১২ বৎসর

শুক্র—২১ বৎসর

এই বৎসরগুলি যোগ করলে, ১০৮ বৎসর হবে।

সকলেরই যে একই দশায় জন্ম, তা নয়। চন্দ্র যে নক্ষত্রে থাকে, সেই নক্ষত্র থেকে দশা ঠিক করতে হয়। জন্ম-সময়ে যে গ্রহের দ-  
আরম্ভ হবেই সেটা কত বৎসর থাকবে তাই কোষ্ঠীতে লেখা হয়।  
আলোচ্য কোষ্ঠীতে আছে—

অষ্টোত্তরী দশা

ভোগ্য—৮ ১০।৩।১৫

ভোগ্য মানে জন্মের পর যতদিন ভোগ হবে বা থাকবে। অতএ-  
এর অর্থ, জন্মের পর অষ্টোত্তরী মতে চন্দ্রের দশা ১০ বৎসর ৩ মা-  
১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকবে। তার পর মঙ্গলের দশা থাকবে ৮ বৎসর পর্য্য-  
অর্থাৎ ১৮ বৎসর ৩ মাস ১৫ দিন পর্য্যন্ত। তার পর বুধের দশা ১৭ বৎস-  
অর্থাৎ ৩৫ বৎসর ৩ মাস ১৫ দিন পর্য্যন্ত। এই রকম বরাবর চলবে।

বিংশোত্তরী মতে ন'টি গ্রহের দশা ধরা হয়। তাদের ক্রম এ-  
দশার বৎসর—

- রবি—৬  
 চন্দ্র—১০  
 মঙ্গল—৭  
 রাহু—১৮  
 বৃহস্পতি—১৬  
 শনি—১৯  
 বুধ—১৭  
 কেতু—৭  
 শুক্র—২০

বৎসরগুলি বোগ করলে হবে ১২০ ।

আলোচ্য কোষ্ঠীটিতে আছে—

বিংশোত্তরী দশা

ভোগ্য—বৃ ১২।২।৫

অর্থাৎ, বিংশোত্তরী মতে, বৃহস্পতির দশা জন্ম থেকে ১২ বৎসর ২ মাস ৫ দিন পর্য্যন্ত থাকবে। তারপরে শনির দশা, তারপর বুধ ইত্যাদি।

যদি কারো শুক্রের দশায় জন্ম হয়, তাহলে শুক্রের পর ফিরে রবির দশা, তারপর চন্দ্র—এইরকম ধরে যেতে হবে।

এই গ্রহে দশা বিচার সম্বন্ধে কিছু বলব না। অতএব, কোন্ দশা ঠিক, অথবা কার কোন্ দশা ধরে বিচার করতে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিশ্চয়োজন। তা অত্র গ্রহের জ্ঞান মূলতুবি রইল।

## বিচার বা ফল বলা

কোষ্ঠীর সাস্কেতিক বর্ণ এবং অঙ্কপাতগুলি পড়তে শেখবার পর, প্রত্যেকের মনেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, কার জীবনে কী ব্যাপার ঘটবে, তা জানা যাবে কী কোরে। উপরে বতগুলি ব্যাপার বলা হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি জিনিষ কোষ্ঠী-বিচারের জন্ম একান্ত দরকার। সে তিনটি হচ্ছে রাশি, ভাব এবং গ্রহ। বারটি রাশি, বারটি ভাব এবং এগারটি গ্রহের পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, জীবনের বিচিত্র ফলাফল সৃচনা করে। এই তিনটি জিনিষের পরস্পরের মধ্যে কতরকম সম্বন্ধ হতে পারে, এবং সেই সব সম্বন্ধ ধরে, একজন বিশেষ ব্যক্তির কোষ্ঠী থেকে, তার জীবনের বিশেষ ফল কী কোরে বলা যায়, তা বর্তমান গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্ম স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিত হচ্ছে। \* কিন্তু, বিশেষ ফল না হলেও, সাধারণভাবে একজনের জীবনের যে কত ফল তাঁর কোষ্ঠী থেকে বলা সম্ভব, তা এই গ্রন্থ পড়ে যিনিই মেলাবেন তিনিই দেখতে পাবেন। সাধারণভাবে মেলার অর্থ হচ্ছে এই, যে, এই গ্রন্থে যে সব ফল দেওয়া হল, তার অধিকাংশই ঘটবে—কিন্তু, সেই সব ফলের মধ্যে কোন্টার গুরুত্ব কতখানি, তা নির্ভর করবে প্রত্যেক কোষ্ঠীর ব্যক্তিত্বের উপর। কোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করবার জন্ম, উপরে যা বলা হয়েছে, তা ছাড়া আরও অনেক কিছু জানা দরকার, এবং তা এখানে বলা

---

\* কোষ্ঠীর বিচার।

সম্ভব নয়। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে একটা কথা চলিত আছে, “লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং”—তার গল্পটা এই :—

এক রাজার ছেলে এবং এক জেলের ছেলে দু’জনের একই লগ্নে একই সময়ে জন্ম হয়। কাজেই, দু’জনের কোষ্ঠিতে একই সময়ে একই রকম গ্রহের প্রভাব পড়ে। কোন এক সময়ে, দু’জনের কোষ্ঠিতেই এমন গ্রহের প্রভাব পড়ে, যাতে চতুষ্পদ লাভ হতে পারে, রাজার ছেলে সেই সময়ে একটি ভাল ঘোড়া পেলেন; কিন্তু, জেলের ছেলে পুকুরের ধার থেকে কুড়িয়ে পেলে একটা ব্যাং!—আবার, আর এক সময়ে, দু’জনের কোষ্ঠিতেই অঙ্গহানি ও রক্ত-পাতের যোগ পড়ে। রাজার ছেলের তাতে পায়ের কড়ে আঙুলের নখটি উড়ে গিয়ে রক্তপাত হল; কিন্তু, জেলের ছেলের আন্ত ঠ্যাংটাই কাটা গেল।

এ গল্পটি যিনি রচনা করেছেন, তিনি বলতে চান যে, একই যোগের ফল পাত্রভেদে ভিন্ন রকম হয়ে থাকে—লাভের একই রকম যোগ পড়লেও, ধনীর পুত্রের প্রচুর লাভ এবং দরিদ্রের পুত্রের সামান্য লাভ হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, গল্পরচয়িতার জ্যোতিষে বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিলনা। একই লগ্ন এবং একই রকম গ্রহ সংস্থান হওয়া সত্ত্বেও যে, ফলের বহু তারতম্য হতে পারে, এ ধারণা তাঁর ছিল না। এই তারতম্য নির্ভর করে কোষ্ঠীর ব্যক্তিত্বের উপর। একই পিতার ঔরসে, একই মাতার গর্ভে জন্ম, একই পারিপার্শ্বিকে বর্দ্ধিত, দুই যমজ ভ্রাতা, যাদের জন্ম সময়ের ৮।১০ মিনিট মাত্র ব্যবধান (যাতে কোরে লগ্ন বা গ্রহ-সংস্থানের কোন পার্থক্য হয় নি), তাদের জীবনে আকাশ-পাতাল তফাৎ, এ উদাহরণ বিরল নয়। লগ্ন তফাৎ না হলেও, ১ মিনিট ২ মিনিট জন্ম সময়ের তফাতে যে ফলের অনেক তফাৎ হতে পারে, এবং এই তফাতের জন্মই যে লাভে ব্যাং এবং অপচয়ে

ঠ্যাণ্ডের ব্যাপার ঘটে, তা আমি আমার “কোষ্ঠীর বিচার” গ্রন্থে উদাহরণ এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব। এ গ্রন্থে, সাধারণ ভাবেই ফল লিখিত হবে এবং লাভটা ঘোড়া কি ব্যাং এবং লোকশানটা পায়ের কড়ে আঙুলের নখ কি একটা গোটা ঠ্যাং, তা যিনি নির্ণয় করতে চাইবেন, তাঁকে আরও পড়তে এবং শিখতে হবে।

এই গ্রন্থে, কেবল দুটিমাত্র ব্যাপার দিয়ে ফল বলবার উপায় লিপিবদ্ধ হবে—

- ( ১ ) গ্রহের রাশি-স্থিতি অর্থাৎ গ্রহ যে রাশিতে আছে
- ( ২ ) গ্রহের ভাব-স্থিতি গ্রহ যে ভাবের সঙ্গে যুক্ত।

কোন গ্রহ কোন রাশিতে আছে, তা আমরা শুধু ছক থেকেই ধরতে পারি। কিন্তু, কোন গ্রহ কোন ভাবে আছে, তা সব সময়ে ছক থেকে ধরা যায় না। তা ঠিক করতে হলে, গ্রহস্ফুট এবং ভাবস্ফুট দেখা দরকার। গ্রহ কোন ভাবে আছে তা জানতে হলে, প্রথমে দেখা দরকার, গ্রহটি যে রাশিতে আছে, সে রাশিতে কোন ভাব পড়েছে। যে ভাব সেই রাশিতে পড়েছে, ধরে নিতে হবে, গ্রহটি সেই ভাবের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, আমাদের আলোচ্য কুণ্ডলীতে, রবি আছে মীন রাশিতে এবং মীন রাশিতে আছে অষ্টম ভাব—কেননা, অষ্টম ভাবের স্ফুট ১১।৩।৩৭ অর্থাৎ মীন রাশির ৩ অংশ ৩৭ কলা—অতএব, এখানে বুঝতে হবে, রবি অষ্টমভাবে আছে। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, একই রাশিতে দুটো ভাব পড়েছে— সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, ঐ রাশিতে যে গ্রহ আছে, সে দুটো ভাবের সঙ্গেই যুক্ত। আবার, অনেক সময় এ-ও হয় যে, একটা রাশিতে কোন ভাবই পড়ে নি, সে ক্ষেত্রে ঐ রাশিতে যে গ্রহ আছে, সে ভাবস্থিতির ফল দেবে না—শুধু রাশিস্থিতির ফলই দেবে।

এ ছাড়া, আর এক রকমে ভাবের সঙ্গে গ্রহের যোগ হয়। একটা ভাবের যা স্ফুট তার আগে বা পরে আট অংশের মধ্যে যদি কোন গ্রহের স্ফুট থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ ভাব এবং গ্রহের যোগ হয়েছে—তারা এক রাশিতে না থাকলেও। যেমন, আলোচ্য কুণ্ডলীতে লগ্নস্ফুট ৪।৫।২৭—এখানে, যদি কোন গ্রহের স্ফুট ৩।২।২৭ থেকে ৪।১।৩২-এর মধ্যে ( অর্থাৎ আগে ৮ অংশ ও পরে ৮ অংশের মধ্যে ) থাকত, তাহলে তাকে লগ্নের সঙ্গে যুক্ত বলে ধরা হত। আবার, যদি কোন গ্রহের স্ফুট ৩।২।২৭ থেকে ৩।২।৫২-এর মধ্যে থাকত, তাহলে সে কর্কটে থাকার জন্তে যেমন দ্বাদশে থাকার ফল দিত, লগ্নস্ফুট থেকে ৮ অংশের মধ্যে থাকার জন্তে তেমনি লগ্নে থাকারও ফল দিত।

আমাদের আলোচ্য কুণ্ডলীতে রবি আছে অষ্টমে, চন্দ্র একাদশে, মঙ্গল দশমে, বুধ অষ্টমে, বৃহস্পতি অষ্টমে, শুক্র ষষ্ঠমে, শনি অষ্টমে, রাহু পঞ্চমে, কেতু একাদশে, প্রজাপতি লগ্নে এবং বক্রণ নবমে। কোনো গ্রহ দুটি ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়নি এবং এ কুণ্ডলীতে এমন কোন গ্রহ নেই, যে কোন ভাবেরই ফল দেবে না।

উপরে যা বলেছি, তা থেকে এ বোঝা শক্ত নয় যে, মাঝে মাঝে এ রকম স্থলও হতে পারে, যখন একই গ্রহ তিনটি ভাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফল দিতে পারে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

একটি কুণ্ডলীতে শনিস্ফুট ৭।২।১৬। ঐ কুণ্ডলীতে দশম স্ফুট ৭।৮।৩, একাদশ স্ফুট ৭।২।১৫ এবং দ্বাদশ স্ফুট ৮।৪।১৭।

এখানে শনি বৃশ্চিক রাশিতে, এবং দশম ও একাদশ দুইই বৃশ্চিক রাশিতে। অতএব, শনি দশম ও একাদশ দু' ভাবেরই ফল দেবে। এবং দ্বাদশ ভাবের স্ফুট ৮।৪।১৭ হওয়াতে, ৭।২।১৬



থেকে ৮।১২।১৭-এর মধ্যে যে গ্রহের স্ফুট থাকবে, সে দ্বাদশ ভাবের ফল দেবে। শনির স্ফুট ৭।২৯।১৬—অতএব, শনি দ্বাদশ ভাবের ফল দেবে। কাজেই, এখানে ধরতে হবে—শনি দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই তিন ভাবের সঙ্গেই যুক্ত।

কোন গ্রহ কোন রাশিতে বা কোন ভাবে থাকলে, কী ফল হয়, তা জানবার আগে, জ্যোতিষের আরও গোটাকতক কথা জেনে রাখা ভাল—কেন না, তাতে ফলাফলের কারণগুলি অনেকটা বোঝা যাবে।

### পাপগ্রহ, শুভগ্রহ ও সমগ্রহ

শনি, মঙ্গল, রাহু ও প্রজাপতি পাপগ্রহ

বৃহস্পতি, শুক্র ও বরুণ শুভগ্রহ

রবি, চন্দ্র, বুধ ও কেতু সমগ্রহ

পাপগ্রহ বা শুভগ্রহ কথাগুলির অর্থ কী, তা কোন জ্যোতিষের গ্রন্থেই স্পষ্ট উল্লেখ নেই, এবং কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, জ্যোতিষের প্রায় সব গ্রন্থেই, গ্রহগুলিকে শুভ এবং পাপ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অনেকেই ধারণা যে, শুভ শব্দের অর্থ যাতে মঙ্গল হয়, এবং পাপ শব্দের অর্থ যাতে অনিষ্ট হয়। কিন্তু, বাস্তবিক শুভ-পাপের অর্থ তা নয়। এ সম্বন্ধে, ‘বৃহজ্জ্যোতিষার্ণব’ রচয়িতা, হরিকৃষ্ণ শর্মা যা লিখেছেন, সেইটেই খুব বেশী যুক্তিসঙ্গত। তিনি বলেছেন—

ভৌমমন্দার্কফণীন্দ্রাঃ প্রকৃত্যা দুঃখদায়িনঃ ।

জগুরুশ্বেতকিরণশুক্ৰাঃ স্নুথকরাঃ সদা ॥”

অর্থাৎ, মঙ্গল, শনি, রবি ও রাহু দুঃখদায়ী এবং বুধ, বৃহস্পতি, চন্দ্র ও শুক্র স্নুথকর। হরিকৃষ্ণের বিভাগ যদিও ঠিক নয়—এবং তার

কারণ, আমি “ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র” গ্রন্থে, “গ্রহের ভাব” অধ্যায়ে দেখিয়েছি—তাহলেও, পাপগ্রহ মানে যে দুঃখদায়ক এবং শুভগ্রহ মানে যে সুখদায়ক, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পরিণামে মঙ্গল হবে কি অমঙ্গল হবে, শুভ-পাপের দ্বারা তা বোঝায় না। এতে শুধু বোঝায় যে, গ্রহটি সুখ দেবে কি দুঃখ দেবে। সুখের পরিণাম অমঙ্গল এবং দুঃখের পরিণাম মঙ্গল হওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, শুভগ্রহ শব্দের অর্থ, যে গ্রহ সুখদায়ক; পাপগ্রহ শব্দের অর্থ, যে গ্রহ দুঃখ দেয়; এবং সমগ্রহ বা উদাসীন-গ্রহ শব্দের অর্থ, যে গ্রহ সুখ বা দুঃখ কিছুই দেয় না।

### গ্রহদের শক্রতা ও মিত্রতা

- ১। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, বরুণ ও কেতু পরস্পরের মিত্র।
- ২। বুধ, শুক্র, শনি, প্রজাপতি ও রাহু পরস্পরের মিত্র।
- ৩। প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেকটির শত্রু।
- ৪। রবি শনি পরস্পরের ভয়ানক শত্রু। তেমনি চন্দ্র শনি, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি শুক্র, বৃহস্পতি রাহু, প্রজাপতি কেতু, এবং বরুণ বুধ, পরস্পরের ঘোরতর শত্রু।
- ৫। রবি ও বৃহস্পতি পরস্পরের অতিমিত্র। তেমনি চন্দ্র ও বৃহস্পতির মধ্যে, বুধ ও শনির মধ্যে, রাহু ও শুক্রের মধ্যে, বুধ ও শুক্রের মধ্যে, রবি ও কেতুর মধ্যে, এবং চন্দ্র ও বরুণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা আছে।

শক্রতা এবং মিত্রতা সম্বন্ধে, আর একটি মত প্রচলিত আছে—এবং আমাদের দেশের আধুনিক জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অনেকেই সেই মতটিকে গ্রহণ করেন—কিন্তু, উপরে শক্র-মিত্রের যে তালিকা দেওয়া

হল সেইটেই বেশী যুক্তি-সম্মত। কেন, তা অন্য গ্রহে বিস্তৃতরূপে যুক্তি-প্রমাণের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। বস্তুত, ষষ্ঠীদাস, হরিকৃষ্ণ প্রভৃতি এই মতেরই বেশী পোষকতা করেছেন।

### রাশির অধিপতি ও গ্রহের ক্ষেত্র

প্রত্যেক রাশির সঙ্গে একটি বা দু'টি গ্রহের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মেঘের সঙ্গে মঙ্গলের, বুধের সঙ্গে শুক্রের ও রাহুর, মিথুনের সঙ্গে বুধের, কর্কটের সঙ্গে চন্দ্রের, সিংহর সঙ্গে রবির, কন্যার সঙ্গে বুধের, তুলার সঙ্গে শুক্রের, বৃশ্চিকের সঙ্গে মঙ্গলের ও কেতুর, ধনুর সঙ্গে বৃহস্পতির, মকরের সঙ্গে শনির, কুম্ভের সঙ্গে শনির ও প্রজাপতির, মীনের সঙ্গে বৃহস্পতির ও বক্রণের এমনি সম্বন্ধ, যে, ঐ ঐ রাশিতে যখন ঐ ঐ গ্রহ থাকে তখন রাশি এবং গ্রহ দুটিরই 'স্বাভাবিক' গুণ খুব বেড়ে যায়। এই জন্য ঐ ঐ রাশি ঐ ঐ গ্রহের ক্ষেত্র বলে উল্লিখিত হয় এবং ঐ ঐ গ্রহ ঐ ঐ রাশির অধিপতি বলে ধরা হয়। যে সব রাশি দু'টি গ্রহের ক্ষেত্র, তাদের অধিপতি হয় সেই গ্রহ যার নাম আগে আছে। যেমন বৃষ শুক্র ও রাহু দু'টি গ্রহেরই ক্ষেত্র বটে, কিন্তু শুক্রকেই বৃষের অধিপতি বলা হবে রাহুকে নয়; তেমনি, বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল—কেতু নয়; কুম্ভের অধিপতি শনি—প্রজাপতি নয় এবং মীনের অধিপতি বৃহস্পতি—বক্রণ নয়।

এই মতটিই বেশী প্রচলিত—অর্থাৎ, বর্তমান জ্যোতির্বিদ্রা রাহু, কেতু, প্রজাপতি ও বক্রণের আধিপত্য স্বীকার করেন না। আমার নিজের মনে হয়—বৃষের সঙ্গে রাহুর, বৃশ্চিকের সঙ্গে কেতুর, কুম্ভের সঙ্গে প্রজাপতির এবং মীনের সঙ্গে বক্রণের সাদৃশ্য খুব বেশী। তাদেরই ঐ ঐ

রাশির অধিপতি বলা উচিত। কিন্তু এ প্রমাণ করতে হলে, এখনো অনেক গবেষণা দরকার।

গ্রহগুলি নিজের ক্ষেত্রে এবং মিত্রের ক্ষেত্রে থাকলে, নিজের নিজের গুণ যেমন ভাল কোরে প্রকাশ করতে পারে—শত্রুর ক্ষেত্রে থাকলে, তা পারে না।

নিজের ক্ষেত্রে কোনো গ্রহ থাকলে, তাকে স্বক্ষেত্রী বা স্বক্ষেত্রস্থ বলা হয়।

### উচ্চস্থান ও নীচস্থান

প্রত্যেক গ্রহের একটা কোরে উচ্চরাশি আছে। রবির উচ্চরাশি মেঘ—চন্দ্রের উচ্চরাশি বৃষ—মঙ্গলের উচ্চরাশি মকর—বুধের উচ্চরাশি কন্যা—বৃহস্পতির উচ্চরাশি কর্কট—শুক্রে উচ্চরাশি মীন—শনির উচ্চরাশি তুলা—রাহুর উচ্চরাশি মিথুন—কেতুর উচ্চরাশি ধনু—প্রজাপতির উচ্চরাশি বৃশ্চিক—বরুণের উচ্চরাশি সিংহ। উচ্চরাশিকে উচ্চস্থান বা তুঙ্গস্থানও বলা হয়, এবং কোন গ্রহ তার উচ্চরাশিতে থাকলে তাকে উচ্চস্থ বা তুঙ্গী বলা হয়।

প্রত্যেক গ্রহের উচ্চরাশি থেকে সপ্তম রাশি তার নীচরাশি।—সপ্তম রাশি মানে সেই উচ্চরাশিকে তার প্রথম রাশি ধরে, পর পর সপ্তম পর্য্যন্ত গুণে যেতে হবে। যেমন, রবির উচ্চরাশি মেঘ, তা থেকে সপ্তম রাশি রবির নীচরাশি হবে। গুণতে হবে—মেঘ এক, বৃষ দুই, মিথুন তিন, কর্কট চার, সিংহ পাঁচ, কন্যা ছয়, তুলা সাত—এই তুলা রাশিই রবির নীচ-রাশি। এইভাবে বৃশ্চিক চন্দ্রের, কর্কট মঙ্গলের, মীন বুধের, মকর বৃহস্পতির, কন্যা শুক্রের, মেঘ শনির, ধনু রাহুর, মিথুন কেতুর, বৃষ প্রজাপতির, কুস্ত বরুণের নীচ

ରାଶି । ନୀଚରାଶିକେ ନୀଚସ୍ଥାନଠ ବଳା ହୟ—ଏବଂ କୋନ ଗ୍ରହ ତାର ନୀଚରାଶିତେ ଥାକଲେ, ତାକେ ନୀଚସ୍ଥ ବଳା ହୟ ।

### ରାଶିର ଗୁଣ

କତକଂଶାଳ ରାଶି ଚର—କତକଂଶାଳି ହିର—କତକ ଂଶାଳ ଦ୍ଵି-ସ୍ଵଭାବ । ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା ଓ ମକର ଚରରାଶି ; ବୃଷ, ସିଂହ, ବୃଷିକ ଓ କୁମ୍ଭ ହିର-ରାଶି ; ଏବଂ ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ଧନୁ ଓ ମୌନ ଦ୍ଵି-ସ୍ଵଭାବ-ରାଶି ।

ରାଶିଂଶାଳିର ଆର ଏକରକମ ବିଭାଗ ଆଛେ । କତକଂଶାଳି ରାଶି ଅଗ୍ନି, କତକ ଂଶାଳି ପୃଥ୍ଵୀ, କତକଂଶାଳି ବାୟୁ, କତକଂଶାଳି ଜଳ । ମେଷ, ସିଂହ ଓ ଧନୁ ଅଗ୍ନିରାଶି ; ବୃଷ, କନ୍ୟା ଓ ମକର ପୃଥ୍ଵୀ ରାଶି ; ମିଥୁନ, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ବାୟୁ ରାଶି ; କର୍କଟ, ବୃଷିକ ଓ ମୌନ ଜଳରାଶି ।\*

କତକଂଶାଳି ରାଶି ବିଷୋଡ଼ ଏବଂ କତକଂଶାଳି ରାଶି ଷୋଡ଼ । ମେଷକେ ଯଦି ଏକ ଧରା ଯାୟ, ତାହଲେ ବୃଷ ହବେ ଦୁଇ, ମିଥୁନ ତିନି ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ହିସାବେ ମେଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ତୁଳା, ଧନୁ ଓ କୁମ୍ଭ ହବେ ବିଷୋଡ଼ ଏବଂ ବୃଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବୃଷିକ, ମକର ଓ ମୌନ ହବେ ଷୋଡ଼ । ବିଷୋଡ଼ ରାଶିଂଶାଳିରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଶି, ପଞ୍ଜିଟିଭ ରାଶି, ପୁରୁଷ ରାଶି, ଦିବାରାଶି ପ୍ରଭୃତି ନାମାନ୍ତରଂ ଆଛେ, ଏବଂ ଷୋଡ଼ ରାଶିଂଶାଳିକେ ପରୋକ୍ଷ ରାଶି, ନେଗେଟିଭ ଯାଶି, ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶି, ରାତ୍ରି ରାଶି ପ୍ରଭୃତି ସଂଜ୍ଞାଓ ଦେଂଘା ହୟେ ଥାକେ ।

### ଗ୍ରହେର ଦୃଷ୍ଟି

ରାଶିର ଉପର ଗ୍ରହେର ଦୃଷ୍ଟି ପଢ଼େ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଯେ ରାଶିତେ ଥାକେ ସେହି ରାଶି ଥେକେ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଶିତେ

---

\* ରାଶିଂଶାଳିର ଏହି ନାମେର ଅର୍ଥ କି ଏବଂ କେନ ଏକରକମ ବିଭାଗ କରା ହୟେଛେ, ତା ମଂଘ୍ରୀତ “କଳିତ ଗ୍ୟୋତିଷେର ମୂଳହତ୍ରେ” ବିଶଦ ଓ ବିସ୍ତାରିତଭାବେ ଆଲୋଚିତ ହୟେଛେ ।

দৃষ্টি দেয়। • কোন গ্রহ যদি মেঘে থাকে, তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে তুলায়—যদি বুশ্চিকে থাকে তার দৃষ্টি পড়বে বুঘে, যদি মকরে থাকে তার দৃষ্টি পড়বে কর্কটে। সপ্তমে প্রত্যেক গ্রহেরই দৃষ্টি পড়ে।

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রাহু এই চারটি গ্রহের দৃষ্টি সপ্তম রাশি ছাড়াও অন্ত রাশিতে পড়ে। মঙ্গলের দৃষ্টি, সে যে রাশিতে থাকে, তা থেকে সপ্তম রাশিতে ত পড়েই, তা ছাড়া চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতেও পড়ে—বৃহস্পতির এই রকম সপ্তম রাশি ছাড়াও পঞ্চম এবং নবম রাশিতে—শনির তৃতীয় এবং দশম রাশিতে, আর রাহুর পঞ্চম, নবম ও দ্বাদশ রাশিতে দৃষ্টি পড়ে। মঙ্গল যদি মেঘে থাকে, ত তুলায় ত তার দৃষ্টি পড়বেই, তা ছাড়াও কর্কট এবং বুশ্চিকেও তার দৃষ্টি থাকবে। বৃহস্পতি মেঘে থাকলে, যেমন তুলায় দৃষ্টি থাকবে, তেমনি সিংহ এবং ধনুতেও দৃষ্টি থাকবে। মেঘ রাশিতে থেকে শনি তুলায় দৃষ্টি ত দেবেই, তার উপর মিথুন এবং মকরকেও দেখবে। মেঘের রাহু তেমনি তুলা, সিংহ, ধনু এবং মীন এই চারটি রাশিকেই দেখবে।

কেতুর দৃষ্টি নেই এবং প্রজাপতি, বরুণের সপ্তম দৃষ্টি ছাড়া অন্ত কোথাও দৃষ্টি আছে কি না, তা গবেষণার বিষয়; খুব সম্ভব, আছে—কেন না, প্রজাপতি ও বরুণ ঠিক মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনির মতই major planet, স্ততরাং সপ্তম ছাড়াও, তাদের আর ছোটো কোরে দৃষ্টি থাকা উচিত। সে দৃষ্টি কোন্ কোন্ রাশিতে হবে, তা বহু পরীক্ষার পর তবে নির্ণীত হতে পারে।

এইখানে একটা কথা বোঝা দরকার। গ্রহের দৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে পড়ে রাশির উপর—কোন ভাব বা কোন গ্রহের উপর নয়। মেঘে যদি বৃহস্পতি থাকে, তা সে মেঘের ১ অংশেই হোক, আর ৩০ অংশেই হোক

অংশকে কনজাংশন প্রেক্ষার দীপ্তাংশ বলে। যখন কোনও গ্রহ এবং কোনও ভাবের মধ্যে কনজাংশন হয়, তখন তার দীপ্তাংশ ৮ অংশ ধরতে হয়।

### ৪৫ অংশ প্রেক্ষা বা সেমি-স্কোয়ার

দুটি গ্রহের মধ্যে যদি ৪৫ অংশ ব্যবধান থাকে, অর্থাৎ দুটির স্কুটের অন্তর যদি ১ রাশি ১৫ অংশ হয়, তাহলে সেই দুটি গ্রহের মধ্যে সেমি-স্কোয়ার প্রেক্ষা হয়েছে ধরে নিতে হবে। এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৪ অংশ। অর্থাৎ দুটি গ্রহের মধ্যে ব্যবধান ৪১ অংশ থেকে ৪৯ অংশ হলেই, তাদের সেমি-স্কোয়ার হয়েছে বলা যাবে। অবশ্য পূর্ণ সেমি-স্কোয়ার হবে ৪৫ অংশ ব্যবধানে।

### ৬০ অংশ প্রেক্ষা বা সেক্সটাইল

এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৭ অংশ। দুটি গ্রহের মধ্যে ৬০ অংশ ব্যবধান হলে, পূর্ণ সেক্সটাইল হবে; কিন্তু, ৫৩ অংশ থেকে ৬৭ অংশের মধ্যে যত অংশ হোক ব্যবধান থাকলেই, সেক্সটাইলের ফল পাওয়া যাবে।

### ৯০ অংশ প্রেক্ষা বা স্কোয়ার

এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৮ অংশ। সুতরাং, দুটি গ্রহের মধ্যে ৮২ অংশ থেকে ৯৮ অংশ পর্যন্ত বা হোক ব্যবধান থাকলেই, স্কোয়ারের ফল হবে। পূর্ণ স্কোয়ার ৯০ অংশ ব্যবধানে।

### ১২০ অংশ প্রেক্ষা বা ট্রাইন

এই প্রেক্ষারও দীপ্তাংশ ৮ অংশ। দুটি গ্রহের মধ্যে ১১২ অংশ

পেকে ১২৬ অংশ ব্যবধান হলেই ট্রাইন হবে—বন্দিও পূর্ণ ট্রাইনের ফল পাওয়া যাবে ১২০ অংশে।

### ১৩৯ অংশ প্রেক্ষা বা সেক্সুই-কোয়াড্রেট

এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৪ অংশ। দুটি গ্রহের মধ্যে ১৩১ অংশ থেকে ১৩৯ অংশ ব্যবধান হলেই সেক্সুই-কোয়াড্রেট হবে—অবশ্য ১৩৫ অংশ ব্যবধান হলেই, প্রেক্ষার পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে।

### ১৮০ অংশ প্রেক্ষা বা অপোজিশন

এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৯ অংশ। দুটি গ্রহের মধ্যে ১৭১ থেকে ১৮৯ অংশ পর্যন্ত ব্যবধান হলেই অপোজিশন হবে—যদিও পূর্ণ প্রেক্ষা হবে ১৮০ অংশে। এই প্রেক্ষা এবং অন্য সব প্রেক্ষাতেই কোনো ভাবের উপর গ্রহের প্রেক্ষা নির্ণয় করবার সময় সেই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ১ অংশ কম ধরতে হবে।

### মিত্রপ্রেক্ষা ও শত্রুপ্রেক্ষা

এই প্রেক্ষার মধ্যে সেক্সটাইল (৬০ অংশ) এবং ট্রাইন (১২০ অংশ) এই দুটি মিত্র প্রেক্ষা। কন্জাংশন ও অপোজিশন সম প্রেক্ষা। বাকি সবগুলি শত্রু প্রেক্ষা। মিত্র প্রেক্ষায় দুটি গ্রহের কাজ নির্বাঙ্ঘাতে হয়। দুটি গ্রহের মধ্যে মিত্র প্রেক্ষা হলে তারা পরস্পরের সহযোগিতা করে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে কাজের একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য থাকে। শত্রু প্রেক্ষায় গ্রহ দুটির গুণ প্রকাশে বহু বাধাবিঘ্ন ঘটে এবং পরস্পরের কাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অসঙ্গতি অনেক থাকে। সম প্রেক্ষায় গ্রহদুটি



উদাসীন থাকে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে নৈসর্গিক সম্বন্ধ বা, সেই হিসাবে কাজ হয়ে থাকে।

এইখানে একটা কথা আর একবার বলতে চাই এই যে, প্রেক্ষার সঙ্গে রাশির কোনও সম্বন্ধ নেই। দুটি গ্রহ যদি পাশাপাশি দুটি রাশিতে থাকে, এবং তাদের মধ্যে স্ফুটের ব্যবধান যদি ৯ অংশের কম হয়, তাহলেও তাদের মধ্যে কন্জাংশন প্রেক্ষা হবে।

### দুটি গ্রহের মধ্যে সম্বন্ধ

দুটি গ্রহের মধ্যে সম্বন্ধ চার রকমের হয়।

**প্রথম সম্বন্ধ**—দুটি গ্রহ যদি পরস্পরের ক্ষেত্রে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয় তাকে ক্ষেত্র-বিনিময় বা বিনিময় সম্বন্ধ বলে। যদি মঙ্গল তুলায় এবং শুক্র বৃশ্চিকে থাকে, তাহলে মঙ্গল শুক্রের ক্ষেত্রে এবং শুক্র মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকায়, মঙ্গল শুক্রে বিনিময় বা প্রথম সম্বন্ধ হবে।

**দ্বিতীয় সম্বন্ধ**—দুটি গ্রহ যদি পরস্পরকে দৃষ্টি করে, তাহলে যে সম্বন্ধ হয় তাকে অন্তোক্ত দৃষ্টি সম্বন্ধ বা দ্বিতীয় সম্বন্ধ বলে। এই সম্বন্ধ হতে হলে, গ্রহ দুটি পরস্পরের সপ্তম রাশিতে থাকা চাই—কেবল শনি যদি মঙ্গলের চতুর্থ রাশিতে থাকে তাহলে শনি থেকে মঙ্গল দশম রাশিতে থাকায় পরস্পরকে পূর্ব দৃষ্টিতে দেখবে এবং শনি ও মঙ্গলে দ্বিতীয় সম্বন্ধ হতে পারে।

**তৃতীয় সম্বন্ধ**—দুটি গ্রহের মধ্যে একটির উপর আর একটির দৃষ্টি আছে কিন্তু শেষোক্তটি প্রথমোক্তটিকে দেখছে না।—যেমন, বুধ ধনুতে এবং বৃহস্পতি সিংহে। এখানে, বুধকে বৃহস্পতি দেখছে কিন্তু বৃহস্পতিকে

বৃষ দেখছে না। রবি, চন্দ্র, বুধ, শুক্র এই চারটি গ্রহের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ হতে পারে না—এবং এই চারটি গ্রহ অগ্নি কোন গ্রাহব উপব দৃষ্টি কোরে এই সম্বন্ধ করতে পারে না—কেন না, এদের সপ্তম-রাশিতে না হলে, কোন গ্রহকে এরা দেখতে পারে না এবং পরস্পরের সপ্তম রাশিতে থাকলেই দুটি গ্রহের মধ্যে দ্বিতীয় সম্বন্ধ হয়ে যায়। (এই সম্বন্ধ মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি অথবা রাহুর সঙ্গে যে কোন গ্রহের হতে পারে। অনেকে বলেন যে, যে দুটি গ্রহের মধ্যে তৃতীয় সম্বন্ধ হচে তাদের মধ্যে কোন একটি অপবটির ক্ষেত্রে থাকা চাই। অর্থাৎ বৃহস্পতির যদি বুধের উপর দৃষ্টি থাকে, তাহলে হয় বৃষ বৃহস্পতির ক্ষেত্রে থাকবে, না হয় বৃহস্পতি বুধের ক্ষেত্রে থাকবে—নতুবা তৃতীয় সম্বন্ধ হবে না। অবশ্য একটি গ্রহ অপরের ক্ষেত্রে থাকলে সম্বন্ধটি বলবান হতে পারে, কিন্তু তা না হলে যে সম্বন্ধ হবে না, এটা ঠিক যুক্তিবুদ্ধ নয়। দৃষ্টি থাকলেই দুটি গ্রহের মধ্যে সম্বন্ধ হবে। এই সম্বন্ধকে যেমন তৃতীয় সম্বন্ধ বলে হেমনি একেতর দৃষ্টি সম্বন্ধও বলে।

**চতুর্থ সম্বন্ধ**—দুটি গ্রহ যদি একই রাশিতে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয় তাকে চতুর্থ সম্বন্ধ বা সহাবস্থান সম্বন্ধ বলে। অনেকে সহাবস্থান সম্বন্ধ এবং কনজাংশন প্রেক্ষা এই দুটিতে গোলগাল কোরে থাকেন। কিন্তু এই দুটিতে প্রভেদ অনেক। সহাবস্থান নির্ভর করে রাশির উপর—স্কুটের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই—কনজাংশন নির্ভর করে স্কুটের উপর—রাশির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তিনটি উদাহরণ দিলেই জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১ম—ধরা যাক বৃহস্পতি আছে মেঘের ১ অংশে, শুক্র আছে মেঘের ২৮ অংশে।

২য়—বৃহস্পতি আছে মেঘের ১ অংশে, শুক্র আছে মেঘের ৮ অংশে।

৩য়—বৃহস্পতি আছে মেঘের ১ অংশে, শুক্র আছে মীনের ২৮ অংশে ।

১ম উদাহরণটিতে, বৃহস্পতি শুক্র দুইই মেঘ রাশিতে থাকায় সহাবস্থান সম্বন্ধ হয়েছে, কিন্তু দুটির স্ফুটের অন্তর ২৭ অংশ হওয়াতে কনজাংশন হয় নি ।

২য় উদাহরণটিতে, বৃহস্পতি শুক্র দুইই মেঘরাশিতে থাকায়, যেমন সহাবস্থান সম্বন্ধ হয়েছে. তেমনি দুটির মধ্যে ব্যবধান ৭ অংশ হওয়ায় কনজাংশনও হয়েছে ।

৩য় উদাহরণটিতে, বৃহস্পতি মেঘে এবং শুক্র মীনে থাকায় সহাবস্থান সম্বন্ধ হয় নি, কিন্তু দুটির মধ্যে ব্যবধান ৩ অংশ মাত্র হওয়ায়, কনজাংশন হয়েছে ।

সহাবস্থান সম্বন্ধ এবং কনজাংশন প্রেক্ষা নিয়ে অনেকে যেমন গোলমাল করেন, দ্বিতীয় সম্বন্ধ বা অস্তোন্ন-দৃষ্টি সম্বন্ধ এবং অপোজিশন প্রেক্ষা এই দুটির বিষয়েও অনেকের মনে তেমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, দুটি একই ব্যাপার । কিন্তু বাস্তবিক সহাবস্থান এবং কনজাংশনে যে প্রভেদ, অস্তোন্ন-দৃষ্টি এবং অপোজিশনেও তাই । অস্তোন্ন দৃষ্টি নির্ভর করে রাশির উপর এবং অপোজিশন নির্ভর করে স্ফুটের উপর । উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, বৃহস্পতি আছে মেঘের ১ অংশে এবং শুক্র আছে তুলার ২৮ অংশে । এখানে, গ্রহদুটির মধ্যে অস্তোন্নদৃষ্টি সম্বন্ধ হয়েছে, কেন না, একটি আর একটির সপ্তম রাশিতে আছে ; কিন্তু অপোজিশন হয় নি, কেন না, একটির সঙ্গে আর একটির স্ফুটের তফাৎ ১৫৩ অংশ । কিন্তু, বৃহস্পতি যদি থাকে মেঘের ১ অংশে এবং শুক্র তুলার ৬ অংশে—তাহলে একটি আর একটির সপ্তম রাশিতে থাকায়, যেমন অস্তোন্ন-দৃষ্টি সম্বন্ধ হবে, তেমনি দুটি গ্রহের স্ফুটের অন্তর ১৮৫ অংশ হওয়ায়, অপোজিশনও হবে । আবার-বৃহস্পতি মেঘের ১ অংশে এবং শুক্র কন্তার ২৯ অংশে থাকলে,

পরস্পরের উপর দৃষ্টি না থাকায় অন্তোন্ত-দৃষ্টি সম্বন্ধ হবে না, কিন্তু দুটির স্ফুটের অন্তর ১৭৮ অংশ হওয়ায়, অপোজিশন প্রেক্ষা হবে।

এ বিষয়গুলি এত সহজ যে, অনেকে মনে করতে পারেন, এ সম্বন্ধে এত বিস্তার কোরে বলা অনাবশ্যক। কিন্তু, এ সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষার্থীর মনে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং লক্ষপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ব'লে যাদের লোকে জানে, তাঁদের অনেকের মনেও এ সম্বন্ধে বেশ সূক্ষ্ম ধারণা নেই। কাজেই, এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা মার্জ্জনীয় হবে ব'লে আশা করতে পারি।

## রাশিগ্ৰহফল

কোন রাশিতে কোন গ্রহ থাকলে কী ফল হয় তা আমাদের সংস্কৃত অনেক গ্রন্থে দেওয়া আছে, বিশেষতঃ সারাবলীতে বেশ বিস্তৃতভাবেই দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে যে ভাবে ফল দেওয়া আছে তার আসল মর্ম বোঝা অনেক স্থলেই কষ্টকর এবং ফলগুলি সব ঠিক মেলেও না। উদাহরণ-স্বরূপ, মেঘে রবির ফল সারাবলীতে লেখা আছে “শাস্ত্রার্থ-কর্মবিহিতো ব্যাধপ্রিয়ঃ প্রচণ্ডশ্চ। উদযুক্তো ভ্রমণরুচি দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধঃ ক্রিয়াশ্রেষ্ঠঃ।” এর মানে হচ্ছে—“মেঘ রাশিতে রবি থাকলে, জাতক শাস্ত্রার্থ-কর্মবিহিত, ব্যাধপ্রিয়, প্রচণ্ড, উদযোগী, ভ্রমণপ্রিয়, দৃঢ়মুষ্টি-বদ্ধ এবং ক্রিয়াশ্রেষ্ঠ হয়”। এখন, এই শ্লোকের মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা দুষ্কর। শাস্ত্রার্থকর্মবিহিত—ব্যাধ-প্রিয়—প্রচণ্ড—দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ—ক্রিয়াশ্রেষ্ঠ এই পাঁচটি কথার অনেক অর্থ করা যায় এবং তার মধ্যে আসল অর্থ কি, তা সাধারণ লোকে সহজে ধরতে পারে না। মেঘে রবি মানে বৈশাখ মাসে জন্ম—এর কী ফল তা মৎপ্রণীত “মাসফল” গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়েছে। তাতে এইটে বোঝা যায় যে রবি মেঘে থাকার প্রধান ফল এই যে জাতক তেজী, জেদী, চঞ্চল, প্রভুত্বপ্রিয় প্রভৃতি হয়। এর কারণ এই যে, মেঘ রাশি অগ্নি রাশি, তা চররাশি, তার অধিপতি মঙ্গল, প্রভৃতি। এই ভাবে প্রত্যেক গ্রহ এবং রাশির ভাব বিশ্লেষণে কোরে, কোন রাশিতে কোন গ্রহ থাকলে কী ফল হবে তা যদি ঠিক করা যায়, তাহলে সে ফলের অধিকাংশ

মিলবে। কৃতকগুলি ইংরাজি গ্রহে, রাশিস্থ গ্রহের যা ফল দেওয়া আছে তা অনেক স্থলে মেলে। কিন্তু, সেগুলিতেও রাশি এবং গ্রহের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা থাকায়, অনেক ভুল হয়ে গেছে। এই গ্রহে, আমি যতদূর সম্ভব সাবধান হয়ে ফলগুলি লেখবার চেষ্টা করেছি, এবং সমস্ত ফলগুলিই আমার নিজের বিচার-গ্রহিত। ইংরাজি বা সংস্কৃত গ্রহ থেকে সেইগুলি মাত্র গ্রহণ করেছি যে ফলগুলি আমার বিচারের সঙ্গে মিলেছে। অন্তগুলি ত্যাগ করেছি। ফলগুলি কেন সাধারণ ভাবে লেখা হয়েছে, তার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু, এই ফলগুলির যদি শতকরা পঞ্চাশটিও মেলে—এবং আমি আশা করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী মিলবে—তাহলে তা জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতাত্মা প্রমাণ করবে।

## মেঘ রাশি

### রবি মেঘ\*

স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি এবং আয়ুর পক্ষে শুভ। হঠকারী, অসহিষ্ণু, তেজস্বী, কন্দর্ভ এবং স্বাধীন-প্রকৃতি। নেতা বা দলপতি হবার যোগ্য। রাজনীতিতে এবং বড় বড় ব্যাপারের পরিচালনায় দক্ষতা। উদার, স্পষ্টবক্তা কিন্তু অতিরঞ্জন-প্রিয়। উচ্চাভিলাষী, আত্মাভিমানী, সর্বকর্মে উদ্যোগী। জ্ঞানের দিকে ঝোঁক। অর্থ-প্রাপ্তিতে রাজপক্ষ থেকে অথবা গুরুজনের পক্ষ থেকে বাধা। রবি যদি পাপ গ্রহের শত্রুপ্রেক্ষা পায়, তাহলে রাজদণ্ডে অর্থক্ষয়। ধনী ও পদস্থ আত্মীয়বর্গের সঙ্গে সম্প্রীতি এবং তাঁদের সাহায্য লাভ। গৃহস্থালীর ব্যাপারে কর্তৃত্ব। অল্প সন্তান। সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ। সন্তানের প্রবাস এবং প্রবাসে সন্তানের উন্নতি। রক্তপাতাদি অথবা পতনাদি দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অর্শাদি গুহ ব্যাধি এবং রক্তচূষি-জনিত জ্বর বা মস্তিষ্ক-পীড়া। বিবাহে বাধা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিবাহিত জীবনে অর্শান্ত। গুরুজনের জন্ম বিবাহে বা বিবাহিত জীবনে ঝগাট। বৈদান্তিক ধর্মের দিকে ঝোঁক—ধর্মের উচ্চ আদর্শ, যা প্রচলিত মতের

\* রবি কোন্ রাশিতে থাকলে কী ফল হয়, তা আমার লেখা “মাসফল” গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে। চন্দ্র কোন্ রাশিতে থাকলে কী ফল হয়, তা আমার লেখা “জগৎফল” গ্রন্থে আছে।

বিরোধী হতে পারে। কর্মের দ্বারা শেষ জীবনে গৌরব ও খ্যাতি। উচ্চপদস্থ বন্ধুর সঙ্গে কুটুম্বিতা। প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ব্যক্তির সংশ্রব। কোন জনহিতকর কার্যে অর্থদানের ইচ্ছা এবং জনহিতকর কাজের জন্ত অর্থ-সংগ্রহ। কোন গুপ্ত ব্যাপার অথবা বৈদেশিক কোন ব্যাপার থেকে অর্থ-প্রাপ্তি কিন্তু তাতে বাধা-বিঘ্ন।

### চন্দ্র মেঘে

হঠকারী ও স্বাধীনতাপ্রিয় কিন্তু তরলমতি। পরিবর্তনশীল। বন্ধুবান্ধবের পরামর্শের বিরুদ্ধে নিজের মতে কাজ করবার ইচ্ছা। সহজে জুড় সহজে প্রসন্ন। আহ্বারের ব্যাপারে তিক্ত ও রুক্ষ দ্রব্য—শুষ্ক ও ভর্জিত—ভালবাসেন। খেয়ালী ও চঞ্চল, ভ্রমণ এবং পরিবর্তন তাঁর প্রিয়। বন্ধনের বিরোধী—কটিন মারফিক কাজে বিতৃষ্ণ। চন্দ্রের উপর শুভ বা পাপ গ্রহের দৃষ্টি অল্পসারে সূখ্যাতি বা অখ্যাতি। প্রভুত্বপ্রিয় সমাজে এবং পরিবারে কর্তৃত্বলাভ কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। রক্তপিভ, অল্পপীড়া বা রক্তমাশয়াদির প্রবণতা। জাতকের উপর তাঁর মাতা এবং গৃহস্থালীর ব্যাপারের প্রভাব খুব বেশী কিন্তু তার ফল প্রায়ই ভাল হয় না। পিতামাতার সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কিম্বা পিতামাতার মধ্যে একজনের অল্প বয়সে মৃত্যু। কর্মে গোপনীয়তা বা কোন রকম রহস্য জড়িত থাকা সম্ভব। গুপ্ত উপায়ে অর্থাগম, যদিও তা তাঁর প্রকৃতির প্রতিকূল। উন্নতি হয়ে ফিরে অবনতি। মিথ্যা লোকনিন্দা ও অপবাদ।

### মঙ্গল মেঘে

উচ্চভিলাষী, গর্বিত, উৎসাহী, সাহসী, ক্রম্বপ্রিয় ও হঠকারী। সংযম এবং ধীরতার অভাব। অপব্যয়ী। অর্থোপার্জনে বাধাবিঘ্ন, অথবা অসহুপায়ে অর্থাগম। বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির



জন্ম আত্মীয়-বিরোধ ও মানসিক অশান্তি। অতিরঞ্জন-প্রিয়। উচ্চাভিলাষের জন্ম পারিবারিক অশান্তি। কর্মের জন্ম গৃহস্বথের অভাব। জীবনের শেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা। ধর্মে অবিশ্বাস অথবা ধর্মের অত্যধিক গোঁড়ামি। বিদেশে কর্ম-তৎপরতা। রক্তপাত, অজ্ঞাঘাত বা অন্ত্রোপচারের আশঙ্কা। জ্বর সঙ্গে বিচ্ছেদ অথবা বিবাদ (অথবা জীবিরোগের সম্ভাবনা)। হঠকারিতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে—অপঘাতের আশঙ্কা। সহসা ভ্রমণ। পারিবারিক জীবনে বা সমাজে হঠকারিতা বা দুঃসাহসের জন্ম অথ্যাতি। নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। নিজের হঠকারিতার জন্ম অসাক্ষ্য ও অবনতি। বহু ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদ। অপ্রিয় বাক্যের জন্ম শত্রুবৃদ্ধি।

### বুদ্ধ মেধে

অত্যধিক চঞ্চল ও অব্যবস্থিত চিত্ত। বহু বিষয়ে মন ব্যাপ্ত। বহু-মুখীন প্রকৃতি। চতুর ও ইঙ্গিতজ্ঞ। তর্ক-বিতর্কে পটু। সামান্য অবস্থা থেকেও উন্নতি করবার ক্ষমতা। কলাবিদ ও সাহিত্য-রসিক বন্ধু। জীবনের শেষে বহু পরিবর্তন ও ভ্রমণ। বিদেশে নিজের আদর্শায়তনীয় বন্ধু লাভ। রক্তহৃষ্টি-জনিত পীড়া বা শরীরে বিষ-প্রবেশের আশঙ্কা। প্রতিযোগিতার জন্ম অশান্তি এবং প্রতিযোগিতায় অপবাদ। কোন গুপ্ত কারণে অত্যন্ত মানসিক অশান্তি এবং নাড়ী-মণ্ডলের অবসাদ। প্রবাসে সন্তানাদির জন্ম চিন্তা। পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদ অথবা ঝগড়াটের জন্ম উন্নতির বাধা। কর্মোপলক্ষে বহু বাসপরিবর্তন। বিচার বিষয়ে বা কলা ও শিল্পের ব্যাপারে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অর্থলাভ। লেখা পড়ার ব্যাপারে ব্যয়।

### ব্রহ্মপতি মেঘে

স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শ। বিজ্ঞান ও দর্শনের দিকে ঝোঁক। সৌভাগ্যশালী। সুস্থ দেহ। উত্তরাধিকার হৃত্রে অথবা গুপ্ত উপায়ে লাভ। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থলাভ। প্রকৃত বজুর সাহচর্যে মানসিক উন্নতি। জীবনের শেষে সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ। প্রেম ও ভক্তির ব্যাপার বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মেহ ও প্রীতির ব্যাপার সহজ জ্ঞানের দ্বারা বোঝবার শক্তি সজ্ঞানে মৃত্যু। যকৃতের পীড়া বা রক্তপিত্তের আশঙ্কা। বিবাহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঝগড়া। শেষ বয়স পর্যন্ত সবল ইন্দ্রিয়। বিদেশে ফাটকা অথবা speculationএর ব্যাপারে লাভ। জল ভ্রমণে বা দূর ভ্রমণে আনন্দ। সুচ্ছল পারিবারিক অবস্থার জন্ম কর্মোন্নতি। নিজের বুদ্ধি ও কৃতিত্বের জন্ম বহু বন্ধু ও মুকুব্বী লাভ। ত্যাগের দ্বারা সাফল্য ও খ্যাতি।

### শুক্র মেঘে

সামাজিক সম্বন্ধের ব্যাপারে স্বাধীনতাবাদী। উচ্চ সামাজিক আদর্শ। কলা ও শিল্পের দিকে ঝোঁক। শিষ্টাচার ও সামাজিকতা প্রিয়। গুপ্ত প্রেমের জন্ম অর্থনাশ ও সাফল্যে বাধা। বহু ব্যক্তির সংশ্রব জনিত অভিজ্ঞতার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি। আর্ট-সংশ্লিষ্ট কর্মে অথবা প্রোফেশনের দ্বারা সমাজে ও পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠা। বিদেশ ভ্রমণে অথবা বিদেশে প্রেম ও প্রীতির ব্যাপারের অভিজ্ঞতা। মূত্র যন্ত্রের অথবা জননেত্রিয়ের পীড়ার আশঙ্কা। বাধাবিল্লের পর বিবাহ এবং বিবাহে বিশেষ সুখ। শেষ বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষম ও কর্মতৎপর। সৌন্দর্য্য ও আনন্দমূলক কর্মের পক্ষপাতী। বংশগত সামাজিক প্রতিষ্ঠার সাহায্যে নিজের বশ ও খ্যাতি লাভ। নিজের সামাজিকতা ও শিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা বহু বন্ধু লাভ। ভোগের জন্ম বহু ব্যয়।

## শনি মেসে

বৈধাণীল, পরিশ্রমী, সাবধানী ও হিসাবী। প্রত্যেক জিনিষের বাস্তবিক উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য। উচ্চ আদর্শ বোঝবার ক্ষমতার অভাব। মিতব্যয়ী। সামাজিক কারণে অথবা নিজের শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যের জন্ত সাক্ষ্যে বাধা। গুপ্ত উপায়ে এবং অতি পরিশ্রমে অর্থপ্রাপ্তি। অপরের বিপদ থেকে নিজের প্রাপ্তি। নিরুজ্জ্বল-বাসে মানসিক উন্নতি। বন্ধু-সংসর্গে সুখের অভাব। আত্মীয়ের সঙ্গে অসন্তোষ। জীবনের শেষে ক্ষতি ও অপবাদ। বৈষয়িক কার্যে আনন্দ। সম্ভ্রান্ত জনিত অশান্তি। গৃহ দেশের অথবা নিম্নাঙ্গের পীড়া। বিবাহের ব্যাপারে অথবা স্ত্রীর জন্ত অশান্তি। স্ত্রীর সঙ্গে আন্তরিক প্রীতির অভাব। স্বাস্থ্যের জন্ত আহার-বিহারে সংযম। আধ্যাত্মিকতার অভাব বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বিরক্তি। কর্ম ও প্রতিষ্ঠার জন্ত পারিবারিক সুখের অভাব। বন্ধুর জন্ত মনোকষ্ট। অর্থ্য ভাবে উন্নতির বাধা।

## রাত্রি মেসে

ভ্রমণবিলাসী। ভোগের দিকে লক্ষ্য। সমস্ত নিজে আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা। দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—সর্বত্র নিজের সুখের দিকে লক্ষ্য। প্রত্যেক বস্তুকে ইন্দ্রিয়জ অগ্রভূতির মধ্যে পাবার ইচ্ছা। গুপ্ত-উপায়ে বা অশ্রমভাবে অর্থলাভ। নিজের ভোগের জন্ত বহু ব্যয়। নিজের অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্ত সাক্ষ্যে বিঘ্ন। উচ্চাভিলাষের জন্ত এবং স্বার্থপরতার জন্ত আত্মীয়বিরোধ—অসংসঙ্গে ভ্রমণ। নীচব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্ত আত্মীয়বিচ্ছেদ। শেষ বয়সে বহু পরিবর্তন। পারিবারিক কারণে কর্ম পরিবর্তন। স্বার্থপর প্রীতি—নিজের ভোগ ছাড়া প্রীতি অস্ত্র কোন উদ্দেশ্য নেই। স্বপ্নের জন্ত দুশ্চিন্তা। নিজের ভোগবাসনায় জন্ত বিবাহিত জীবনে অশান্তি। অত্যাচারজনিত স্বাস্থ্যহীনতা মৃত্যু-

কারণ হতে পারে। ভোগবিলাসের জন্য বিদেশভ্রমণ। বিদেশে গুপ্ত বা প্রকাশ্য প্রণয়ের ব্যাপার। কর্মের জন্য দুর্গমস্থানে বা পরগৃহে বাস। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আত্মীয়ের দ্বারা বাধা। ভোগের জন্য ও আসবাবপত্রের জন্য বহু ব্যয়। অত্যাচারের জন্য অপবাদ।

### কেতু মেঘে

নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সংযত রাখবার শক্তি। মনের আবেগ গোপনে পটু। বিপদে অবিচলিত। সংযত ভাব। সময়ে সময়ে অহুত্বের অভাব। গুপ্ত উপায়ে অর্থলাভ। চোর বা প্রতারকের দ্বারা অর্থহানি। বিদেশী বন্ধুর সাহচর্যে ভ্রমণ। বিদেশী বা বিধর্মী বন্ধুর সঙ্গে কুটুম্বতা। পারিবারিক ব্যাপারে অপবাদ। একটু একগুঁয়ে প্রকৃতি। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে অহুত্ব একনিষ্ঠা অথবা স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। রক্তপাতাদি, দন্তরোগ, অস্থিভঙ্গ প্রভৃতির আশঙ্কা। বিবাহের ব্যাপারে বহু বাধা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের আশঙ্কা। উপবাসাদি ক্রেশ সহ্য করিবার শক্তির অভাব। উপবাসাদি জনিত কষ্ট মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অসুস্থ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য পারিবারিক অশান্তি বা গৃহস্থের অভাব। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে জ্ঞানবোগের পক্ষপাতী—ভক্তি-মূলক ধর্মে বিরাগ। বন্ধুদের সঙ্গে নিলিপ্ত ব্যবহার। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অভাব। নিজের বিষয়ে খুব সচেতন। সঞ্চিত অর্থহানির জন্য দুঃখ।

### প্রজ্ঞাপতি মেঘে

অত্যন্ত কন্মশীল ও উদমী। আচরণের মধ্যে কোনরকম অদ্ভুতভাব থাকতে পারে। পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক জিনিষ স্পষ্টভাবে জানবার ইচ্ছা। নিজে উন্নতি করবার ও অগ্রসর হবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। ধর্মের ব্যাপার থেকে অথবা অসাধারণ কাজ

থেকে অর্থাগম। সাফল্যে অকস্মাৎ বিদ্ব। অদ্ভুত বা অসাধারণ বন্ধুর  
 জন্ম আত্মীয় বিচ্ছেদ। অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের দিকে আকর্ষণ। কস্মে  
 অস্থিরতার জন্ম অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করবার জন্ম পরিবারের  
 সঙ্গে বিচ্ছেদ। ব্লেহপ্রীতির সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অভিনব বা সমাজ-বিরুদ্ধ  
 ধারণা। কোনরকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্বাস্থ্য-হানি। বিবাহে বহু  
 বিবাদ-বিসম্বাদ এবং স্ত্রীর সঙ্গে বারবার মিলন ও বিচ্ছেদ। বায়ু-  
 রোগ বা দুশ্চিকিৎশ ও অদ্ভুত রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা। সহজ  
 ধর্মের দিকে ঝোঁক। প্রেম সম্বন্ধে স্বাধীনতাবাদী। বিদেশে  
 সমাজবিরুদ্ধ প্রেমের অভিজ্ঞতা। জীবনের শেষের দিকে আধ্যাত্মিকতার  
 জন্ম খ্যাতি বা অখ্যাতি। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার জন্ম কস্ম-বিপর্যয়।  
 প্রতিভাশালী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। অনিশ্চিত অর্থাগমের জন্ম উন্নতিতে  
 বাধা।

### স্বল্পে মেঘে

অদ্ভুত খেলালী; আচরণে অসাধারণত্ব; অত্যন্ত আবেগপূর্ণ।  
 অদ্ভুত উপায়ে অর্থলাভ। অদ্ভুত সংসর্গে ভ্রমণ। পারিবারিক ব্যাপারে  
 অপবাদ। হঠযোগ, mysticism প্রভৃতির দিকে সহজ আকর্ষণ—স্বপ্নে  
 অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অদ্ভুত ও চিকিৎসকের অসাধ্য পীড়ায় মৃত্যুর  
 আশঙ্কা। বিদেশে প্রণয়ের ব্যাপার। কস্মোপলক্ষে পরগৃহে বাস।  
 অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের সঙ্গ। নিন্দিত ও গুপ্ত উপায়ে অর্থপ্রাপ্তি।

## স্বয়ং রাশি

### রূপে

ধীর, স্থির ও অবিচলিত। অপরিসীম সহ-শক্তি। দৈর্ঘ্যশীলতা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা কর্মসিদ্ধি। দায়িত্বপূর্ণ কাজের যোগ্য। পছন্দ-না-পছন্দ পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট। ভোজন-বিলাসী। সব ব্যাপারে নিজের জেদ বা গোঁ বজায় রাখতে চান। রাজকর্মে লাভ। রাজপক্ষ অথবা পিতৃপক্ষ থেকে অর্থপ্রাপ্তি। স্ত্রীলোক হলে, স্বামীপক্ষ থেকে প্রাপ্তি। ভোগী। জ্ঞাতির সঙ্গে অথবা গুরুতর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সঙ্গে বিরোধ এবং সেজন্য অপবাদ। শেষ বয়সে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সঙ্গে অথবা কোন শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্রব। আতিথেয়তা অথবা উদারতার জন্য রাজা বা পদস্থ ব্যক্তিদের কাছে যশ। কর্মের জন্য এবং স্বাস্থ্যলাভের জন্য ভ্রমণ। শিরঃপিড়ার আশঙ্কা। উত্তরাধিকার নিয়ে বিসম্বাদ। পিতার জন্য দুশ্চিন্তা। অংশীর মৃত্যুতে লাভ। মনোমত কর্ম প্রাপ্তিতে আনন্দ। পরিবারের উন্নতির জন্য ইচ্ছা ও চেষ্টা।

### চরিত্রে

গভীর অম্লভূতি। উচ্চাভিলাষী। রক্ষণশীল। সহনশীলতা খুব বেশী। জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর, চাষ-বাস, বাগ-বাগিচার কাজ অথবা সাধারণের সংশ্রবে অর্থাগম। অনিশ্চিত আয়। অর্থাগমের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। ভ্রমণে বাধাবিঘ্ন বা বিপত্তি। সাংসারিক কার্যে বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে অম্বরক্ত। শেষ বয়সে বহু বঙ্কুলাভ। সহদয়তার

জ্ঞান সাধারণের নিকট খ্যাতি। বিদেশে বা ভ্রমণের সময় অস্বাস্থ্য, অথবা স্বাস্থ্যের জ্ঞান ভ্রমণ। উত্তরাধিকার হৃত্রে এজমালি সম্পত্তি প্রাপ্তি। সম্ভাবনের খ্যাতি (সুখ্যাতিও হতে পারে অখ্যাতিও হতে পারে)।

### মঙ্গল রশ্মি

তেজস্বী, স্পষ্টবক্তা, অহঙ্কারী এবং ক্রোধী। সাহসিক কৰ্ম্মদ্বারা অর্থাগম। হঠকারিতার জ্ঞান সাফল্যে বাধা। ভ্রাতৃবর্গের দ্বারা গুণশক্তি—মামলা-মোকদ্দমায় ক্ষতি বা অপবাদ। অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ এবং তার জ্ঞান কৰ্ম্মস্থলে ঝগড়া। গৃহভূমির ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ ও বিরোধ। স্বাধীন পেশার দিকে ঝোঁক। নাস্তিকতার সমর্থনকারী। নাড়ীমণ্ডল খুব উত্তেজিত অবস্থায় থাকা সম্ভব। বিবাদে অর্থহানি ও ক্ষতি। ঋণের জ্ঞান বিবাদ। অত্যধিক উত্তেজনায় জ্ঞান শারীরিক অস্বাস্থ্য। নিজের মনের মত কাজে প্রবৃত্তি এবং সে বিষয়ে অস্ত্রের পরামর্শে উপেক্ষা প্রদর্শন। ফাটকা বা দ্যুত-ক্রীড়ায় লিপ্ত। জায়গা-জমি প্রভৃতি স্থায়ী সম্পত্তি করবার চেষ্টা। সত্ব্যে অনিচ্ছা এবং অসত্ব্যে প্রবৃত্তি। নিজের সাহস ও ক্রিয়ালীলতা দ্বারা কার্যসিদ্ধি ও অর্থাগম।

### বুধ রশ্মি

চপল, বহুভাষী, বাইরে বিনয়ীর ভাব কিন্তু একটু উপর-চালাক। নিজের বুদ্ধিকৌশল বা চালাকি দ্বারা অর্থাগম। অতি-বুদ্ধির জ্ঞান দুঃখ। শিল্পকলার দিকে ঝোঁক, কিন্তু তা থেকে দুঃখ। লেখাপড়ার ব্যাপারে শত্রুদ্বারা অপবাদ প্রচার। সাংসারিক ব্যাপারে আত্মীয়ের দ্বারা সাহায্য। লেখাপড়ার কাজে প্রশংসা ও খ্যাতি লাভের চেষ্টা। জ্ঞানিবর্গের সঙ্গে বিবাদ। মানসিক ব্যাধির আশঙ্কা। অংশীর দ্বারা বা অংশীর জ্ঞান ক্ষতি। নষ্ট সম্পত্তির জ্ঞান বিবাদ। অনর্থক

হুশিস্তার ক্লান্ত শিরঃপীড়া। সামান্য ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন। নিজের বুদ্ধি দ্বারা প্রতিষ্ঠা। বিপদে বন্ধুর সাহায্যলাভ। আত্মীয়ের জল্প অপবাদ ও কষ্ট। লেখাপড়ার ব্যাপারে বা পুস্তকাদির জল্প ব্যয়। বিখ্যাত সম্ভান। বিতাজনিত যশ।

### বহুসম্পত্তি রশ্মে

গভীর, অল্পভাবী, মধুর-প্রকৃতি, সৌম্য ও প্রশান্ত ভাব। ভিতরকার প্রকৃতির বেষীর ভাগই বাইরে প্রকাশ পায় না। বহু ধর্ম্মাহুরাগী আত্মীয়। আত্মীয়ের দ্বারা শক্রতা কিন্তু তাতে নিজের উন্নতি। মনের মত গৃহে বাস। উন্নতিশীল ও খ্যাতিমান পুত্র। ধর্ম্মের সাধনা। ভ্রমণের দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি। মামলা-মোকদ্দমা থেকে লাভ।

- বিবাদ কোরে সম্পত্তি উদ্ধার। বহু তীর্থাদি ভ্রমণ। সহজজ্ঞান বা অস্ত-দৃষ্টির জল্প খ্যাতি। নিজের বিত্যাবলে উন্নতি। জীবনের শেষে বন্ধুর সাহচর্যে আনন্দ। সন্ধ্যায় মতি। জ্ঞানলাভের জল্প ত্যাগ স্বীকার।

### শুক্র রশ্মে

সামাজিক প্রকৃতি, শিষ্ট আলাপে পটু, মধুর ব্যবহার। নানাবিষয়ে দক্ষতা। বিষয়কর্মে পটুত্ব। নিজের পটুত্ব দ্বারা অতি সহজে অর্থাগম। আত্মীয়ের জল্প অর্থনাশ ও অপবাদ। বিলাসিতার দ্রব্যাদি এবং যান বাহনাদি প্রাপ্তির জল্প আন্তরিক চেষ্টা। প্রণয়ের বা স্নেহপ্রীতির ব্যাপার থেকে খ্যাতি। কর্মে আনন্দ। মানসিক শক্তি দ্বারা এবং প্রফুল্লতা দ্বারা স্বাস্থ্য ভাল রাখবার ক্ষমতা। বার্ক্ক্যেও যৌবনের ভাব। বিবাহের ব্যাপারে নৈরাশ। বিবাদে অর্থহানি ও পরাজয়। ভ্রমণে স্বাস্থ্যলাভ ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি। আনন্দজনক কর্ম। পরিবার মধ্যে এবং প্রতিবেশীর মধ্যে বহু ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্য। গোপনীয় ব্যাপারের সংশ্রবে দক্ষতা।



## শনি রহস্য

মিতব্যয়ী, সংযমী ও সাবধানী। নিজেকে গোপন রাখবার ইচ্ছা। নির্জনতাপ্রিয়, অসামাজিক। পরিশ্রমের দ্বারা ও ধৈর্যের দ্বারা অর্থলাভ। অর্থাগমে বিলম্ব ও বিঘ্ন। নিজেকে নিঃসঙ্গ ব'লে অনুভব। আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে বিচ্ছেদ। সমাজে বা বাসস্থানে প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা অত্যন্ত কম। সন্তানের অসামান্য। অনর্থক দুশ্চিন্তা। বায়ুরোগ ও বিষাদবিঘ্নতার আশঙ্কা। অত্নের সংশ্রবে অর্থহানি। দরিদ্র অঙ্গী। বিবাহের ব্যাপারে দুঃখ। উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তিতে বাধা। ভ্রমণে শারীরিক অস্বাস্থ্য। কর্মে সুযোগের অভাবের জন্য দুঃখ। পারিবারিক সহানুভূতির অভাবে আশাভঙ্গ ও উত্তমহানি। নৈরাশ্র ও প্রফুল্লতার অভাবের জন্য অথবা অতিরিক্ত গৌড়ামির জন্য কর্মসিদ্ধিতে বাধা।

## ব্রাহ্ম রহস্য

অত্যন্ত জেদী প্রকৃতি। প্রচণ্ড স্বভাব। সমস্ত বস্তু নিয়ে আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা। অত্যন্ত অশোভনভাবে নিজেকে জাহির করবার প্রবৃত্তি। অস্থির আয়। বহু উপার্জন ও বহু ব্যয়। অসহায়ের প্রবণতা। অর্থোপার্জনের জন্য বহু ভ্রমণ। ভ্রাতা-ভগ্নী দ্বারা অপবাদ প্রচার। আত্মীয়ের জন্য অশান্তি ও অপবাদ। সঙ্গীর জন্য পারিবারিক বিশৃঙ্খলা। নিজের অথবা উচ্চাভিলাষের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা। জীবনের শেষভাগে বহু অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের সংসর্গ। প্রণয়ের ব্যাপারে বা জীবিত ব্যাপারে ঝগড়া ও অপবাদ। দ্যুতক্রীড়ার দিকে ঝোঁক। বহু ভ্রমণের জন্য স্বাস্থ্যহানি। বিবাহে অথবা দাম্পত্য জীবনে কোন রহস্য থাকা সম্ভব। জীবনিত দোষে মৃত্যুর আশঙ্কা। প্রবাসে অবহেলা, অনিয়ম বা অত্যাচারে স্বাস্থ্য-

হানি। আমোদপ্রিয়তার জন্ম অপযশ বা কর্মহানি। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার জন্ম আশা বা উত্তম ভঙ্গ। আত্মীয়-বিরোধের জন্ম প্রবাস। অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্ম অবনতি।

### কেতু রশ্মে

অল্পভাষী, নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে থাকবার ইচ্ছা। আহার-বিহারে বাহুল্যের অভাব। পূর্ণসাফল্যে বাধা। সঙ্গভীরুতার (shyness) জন্ম অসাফল্য। আত্মীয়-কুটুম্বের জন্ম নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত। গৃহে অদ্ভুত ব্যক্তির সংশ্রবে বাস ও তার জন্ম দুঃখ। অসাফল্যের জন্ম মনোকষ্ট এবং কর্মহানির জন্ম প্রীতির পাত্রের সঙ্গে অকৌশল। মস্তিষ্কের পীড়ার আশঙ্কা। পিতার জন্ম দুঃখ। নিজের অক্ষমতার জন্ম বিবাহিত জীবনে দুঃখ। অংশীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। জীবনের শেষে পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা। প্রবাসে আহারাদির কষ্ট। অপ্রিয় কর্মে নিযুক্ত। পারিবারিক দুঃখ ও অশান্তির জন্ম অপরের সংশ্রব। নিজের অবিবেচনার জন্ম অথবা অহমিকার জন্ম অবনতি।

### প্রজ্ঞাপতি রশ্মে

ভাবভঙ্গী কথাবার্তা প্রভৃতিতে সাধারণ ব্যক্তি হতে একটু স্বাতন্ত্র্য থাকা সম্ভব। আহার-বিহারে বিশেষত্ব। নিজের শক্তি দ্বারা সাফল্য-লাভ—কিন্তু সাফল্যের পথে বহু বাধা-বিঘ্ন। জ্ঞানলাভের জন্ম ভ্রমণ বা প্রবাস। উচ্চাভিলাষ বা উচ্চ আদর্শের জন্ম প্রতিবেশীর সঙ্গে বা পরিবারস্থ লোকের সঙ্গে মনোমালিন্য। প্রীতি-পাত্রের জন্ম মিথ্যা অপযশ। অক্ষম সন্তান। অদ্ভুত চিন্তাধারা। নাত্নী-মণ্ডলের উত্তেজিত অবস্থা। স্ত্রীর সহসা মৃত্যু। বিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিজের মৃত্যুর কারণ হতে পারে—যুদ্ধে মৃত্যুও অসম্ভব নয়। প্রবাসে অস্বাস্থ্য অথবা ভ্রমণকালে বিপদ। মৌলিক কল্পনা বা চিন্তাধারার জন্ম

খ্যাতি বা অখ্যাতি। প্রবাসী বন্ধু। বিপদকালে আত্মীয়ের দ্বারা শক্রতা।

### বরুণ রশ্মে

অপ্রত্যাশিত সাফল্য বা অসাফল্য। অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্ম সাফল্যে বাধা। আত্মীয়ের শক্রতায় স্থানত্যাগ বা প্রবাস। নীচজাতীয় বা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্রব। অবাঞ্ছনীয় প্রতিবেশী। প্রণয়ের ব্যাপারে অদ্ভুতভাবে অপবশ প্রচার। সন্তান জনিত দুঃখ। স্বাস্থ্যের জন্ম বহু ভ্রমণ। স্ত্রীর মনোকষ্ট। প্রাপ্য সম্পত্তি প্রাপ্তিতে অপ্রত্যাশিত বাধা। চুরি বা প্রতারণার দ্বারা হানি। বিদেশে বহু ভোগসুখ। উন্নতি সম্বন্ধে বিচিত্র কল্পনা। বহু বিচিত্র ব্যক্তির সাহচর্য। কোন গুহ্য ব্যাপারে বহু ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব। অদ্ভুত মানসিকতার জন্ম নিন্দিত।

## মিথুন রাশি

### ব্রহ্মি মিথুনে

প্রকৃতিতে দ্বন্দ্বভাব। সাধারণত, জ্ঞানের দিকে ঝোঁক। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পের দিকে স্বাভাবিক অমুরাগ। যাতে লেখাপড়ার সংশ্রব আছে এরকম কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বুদ্ধি ও জ্ঞানের জোরে উন্নতি। উচ্চাভিলাষী। ছ-রকম কাজে লিপ্ত। শিক্ষা-ব্যাপারের সঙ্গে বা দেশের আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভ্রাতা-ভগ্নীর উন্নতি। অল্প প্রতিকূল যোগ না থাকলে বহু ভ্রাতাভগ্নী। কোন সভা, সংসদ, পরিষদ্ অথবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ। শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গ। বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব—কিন্তু মনোমালিগ্ন হোক আর না-ই হোক, পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব। সাহিত্যিক বা শিল্পী বন্ধু। নিজের কৃতিত্বের জন্ম খ্যাতি। বিদেশীর সহকারিতা। দেহে বিষ প্রবেশের আশঙ্কা। ফুস্ফুস্ অথবা নাড়ী-মণ্ডলের ব্যাধির প্রবণতা। প্রতিষ্ঠার জন্ম মস্তিষ্ক-চালনা।

### চন্দ্র মিথুনে

অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও নমনীয় প্রকৃতি। সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির দিকে ঝোঁক। ভ্রমণশীল ও চঞ্চলস্বভাব। চঞ্চল প্রকৃতির জন্ম এক কাজে লিপ্ত থাকতে অনিচ্ছুক। অস্থির আয়। এজেন্সি, সেক্রেটারির কাজ, অথবা যে কাজের সঙ্গে ভ্রমণ জড়িত আছে এমন সব কাজ থেকে অর্থাগম। মাতৃস্থানীয়া আত্মীয়াদের প্রিয়পাত্র।

আত্মীয়বর্গের প্রতি সহানুভূতিশীল। ঘন ঘন বাস-পরিবর্তনের সম্ভাবনা। জন-সাধারণের সঙ্গ। সাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বন্ধুর সাহচর্যে আনন্দ। স্বাস্থ্যের জ্ঞান কর্ম পরিবর্তন। পারিবারিক ব্যাপার থেকে দুঃখ। পরগৃহে বাসের আশঙ্কা। বিদেশে শক্রতা। দুর্বল দেহ বা জীবনীশক্তির ক্ষয়। দু'টি স্বতন্ত্র বাসস্থান থাকা সম্ভব। সাধারণের উপকার আছে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্রব। পারিবারিক ব্যাপারের জ্ঞান উন্নতিতে বাধা।

### অক্ষয়ল নিখুনে

হঠকারী ও গর্বিত। হাতের কাজের দিকে ঝোঁক। উৎসাহী ও তেজস্বী। অর্থোপার্জনের শক্তি কিন্তু সঞ্চয়-শীলতার অভাব। যত্র আয় তত্র ব্যয়। আত্মীয় বিরোধ। পারিবারিক ব্যাপারে দুঃখ। বন্ধুর সঙ্গে বিরোধ—প্রকৃত বন্ধুর অভাব। বন্ধুত্বের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। কর্মশীলতার জ্ঞান খ্যাতি বা অখ্যাতি। চর্মরোগের প্রবণতা—রক্ত সংক্রান্ত পীড়ার আশঙ্কা। অংশঘটিত কোন ব্যাপারে শক্রতা ও মামলা মোকদ্দমা। অভিঘাতের আশঙ্কা। আকস্মিক মৃত্যু। বিদেশে শত্রুপীড়া। হঠকারিতার জ্ঞান কর্মহানি। শেষজীবনে অর্থকষ্ট।

### সুখ নিখুনে

অমুকের-প্রিয়, দৃঢ়তার অভাব, বালক-স্বভাব। লেখাপড়ার কাজ বা শিল্পাদির দ্বারা অর্থাগম। চটুল ও চপল বাক্য। খুব বেশী ধোলাখুলি ভাব। পেটে কথা থাকে না। পারিবারিক ব্যাপারে পটুত্বের অভাব। সাংসারিক ব্যাপারের কর্তৃত্ব অক্ষমতা। শিল্পী ও সাহিত্যিক বন্ধু। কর্মক্ষেত্রে সুরোগের অভাব। শরীরে বিষক্রিয়া-জনিত অস্বাস্থ্য। ব্যবসায়াদির জ্ঞান ভ্রমণ। বিদেশে লেখা-

পড়ার ব্যাপারে বাধা। লেখাপড়ার ব্যাপারে আশা ভঙ্গ। অস্থিরতা বা চাঞ্চল্যের জন্ম কর্মস্থানে বিশৃঙ্খলা। মানসিক অবস্থার জন্ম অবনতি।

### বৃহস্পতি মিথুনে

দার্শনিক মনোভাব। প্রবৃত্তি এবং আকাঙ্ক্ষা উচ্চ। সব বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করবার ক্ষমতা। সহজে প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। সহজে উপার্জন করবার শক্তি, কিন্তু ব্যয়-বাহুল্য। নিজের উদারতার জন্ম কুটুম্বের সঙ্গে সৌহার্দ্য। জীবনের শেষে বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি। উদার এবং উচ্চ-বংশীয় বন্ধু। সাধারণ কাজে খ্যাতিলাভ। উত্তম স্বাস্থ্য। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে স্ত্রীর দ্বারা সাহায্য। কুটুম্ব মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা। সজ্ঞানে মৃত্যু। ধর্মকর্মে প্রতিযোগিতা বা বাধা। কর্মশীলতার দ্বারা উন্নতি। অনেক সময় পরের জন্ম বাজে কাজে লিপ্ত। মনের মত বন্ধু। সম্ভানের দ্বারা স্নেহ। পরিবারের মধ্যে ধর্মের প্রভাব।

### শুক্র মিথুনে

চতুর ও কৌশলী। সামাজিক ব্যাপারে পটু। প্রফুল্ল ও সপ্রতিভ ভাব। নিজের পটুতা ও শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা সাফল্য। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব। বহু অহুচর ও বন্ধু। কোন অদ্ভুত গুপ্ত-প্রেমের ব্যাপার—যা পারিবারিক কোন ব্যাপারের সংশ্রবে এসে উপস্থিত হবে। অহুগত বা অধীনস্থ লোকের জন্ম খ্যাতি বা অখ্যাতি। জীবনে দুটি প্রেমের ব্যাপার। বিদেশে বা দূরদেশে বিবাহ। একাধিক বিবাহের সম্ভাবনা। চিকিৎসাদি দ্বারা ও সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা রোগমুক্তি। বন্ধুর সাহায্যে দূত-ক্রীড়া বা Speculationএ লাভ। আনন্দের জন্ম বা অপরের সহযোগে ভ্রমণ। কর্মশীলতার জন্ম খ্যাতি। বন্ধুর সঙ্গে প্রণয়। জীবনের শেষে মনোকষ্ট বা শোক।

## শনি মিথুনে

দৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয় মন। সংস্কারের বশবর্তী। কূট এবং বিষয়ী। নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি। মিতভাবী, অল্পব্যয়ী ও সঞ্চয়ী। আত্মপরায়ণতার জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে বিচ্ছেদ। ভূমির ব্যাপারে গুপ্ত শত্রুতা এবং ফৌজদারীর আশঙ্কা। সন্তানের ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ—সন্তানের সঙ্গে মনোমালিন্য। কুচিকিংসায় স্বাস্থ্যহানি। মামলা-মোকদ্দমা বা প্রতিদ্বন্দিতার ব্যাপারে ভাগ্য ভাল নয়। আইনজ্ঞের দ্বারা ক্ষতি। জীবনের শেষে দুর্ভাগ্য। দীর্ঘকাল-স্থায়ী রোগ। কর্ম্মারম্ভে বিঘ্ন। অধীনস্থ ব্যক্তির দোষে কর্ম্মহানি। অল্প বন্ধু। বন্ধুর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা। গুপ্ত শত্রু অথবা কোন আত্মীয় মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

## রাত্রি মিথুনে

দুরাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ এবং লোভী। ভোগের বাসনা অতি প্রবল। সমস্ত নিজে আত্মনাং করবার প্রবৃত্তি। প্রচণ্ড ভাব। অস্থির আয়—অপরিমিত ব্যয়। কেবল নিজের জন্য ব্যস্ত। ভ্রমণ এবং অস্থিরতার জন্য পারিবারিক বিশৃঙ্খলা। পরিবার মধ্যে গুপ্ত শত্রু। প্রণয়ের ব্যাপারে একনিষ্ঠতার অভাব। নীচ বন্ধু। প্রণয়ের ব্যাপারে বন্ধু-বিচ্ছেদ। কর্ম্মস্থানে ঝগড়া। অমিতাচার বা অনিয়মের জন্য স্বাস্থ্যহানি। প্রতিদ্বন্দিতার জন্য দূর ভ্রমণ। অত্যাচারের ফলে জীবনী-শক্তির হ্রাস। বিদেশে বহু শত্রু। কর্ম্মে অবহেলা বা অনিয়মের জন্য কর্ম্মহানি। সন্তানের জন্য অশান্তি। প্রণয়ের ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ।

## কেতু মিথুনে

যুক্তিহীন সংস্কার-বদ্ধ মন। উচ্চ মানসিকতার অভাব। স্বদয়ের অভাব। নিজের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য অপরের ক্ষতিতে আপত্তি নেই।

অন্ধ্যায় ভাবে অর্থ সংগ্রহ। বৃথা গর্ভ, বড়াই এবং ভড়ং দেখিয়ে লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার চেষ্টা। স্বার্থের জন্য আত্মীয়-বিরোধ। পরিবার মধ্যে নানারকম অশান্তি। নীচ ব্যক্তি বা বিদেশীর সাহচর্য। প্রণয়ের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। নীচ কর্মের জন্য অখ্যাতি। অস্বাধাত বা অস্বোপচারের আশঙ্কা। শত্রুর দ্বারা মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়িত। সহসা মৃত্যু—অপবাতের ভয়। বিবাহে বাধাবিঘ্ন। স্ত্রীর কোন আত্মীয়ের জন্য বিবাহিত জীবনে অশান্তি। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। পরগৃহে বাসের জন্য উন্নতির বাধা।

### প্রজ্ঞাপতি মিথুনে

সব বিষয়ে সংস্কারের পক্ষপাতী। কোন কাজে সন্তুষ্ট নয়—কেবল অগ্রসর হবার ইচ্ছা। সংস্কার-মুক্ত ও বন্ধন-হীন। সাধারণের চোখে একটু খামখেয়ালী বা অদ্ভুত-প্রকৃতি। মৌলিক বুদ্ধি। উদ্ভাবনীশক্তি প্রবল। অর্থভাগ্য এবং সাফল্য অনিশ্চিত। খামখেয়ালের জন্য বা অসাধারণত্বের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে বিচ্ছেদ। জীবনের শেষে নির্জন বাস। অল্পসংখ্যক বন্ধু। উচ্চ মানসিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তির সংসর্গ। অস্থির কর্ম। নানা কাজে ব্যাপৃত। সাধারণের সংশ্রবে খ্যাতি ও অখ্যাতি। মৌলিকতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অসম্পূর্ণ দাম্পত্যজীবন। সহসা অদ্ভুতভাবে মৃত্যু। বিদেশে শক্তিশালী শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা অনিষ্ট চেষ্টা। অসাধারণ কর্মক্ষমতা। বহুমুখী দক্ষতা। সন্তানের ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা।

### বরুণ মিথুনে

মনে যুক্তির চেয়ে প্রেরণা প্রবল। বেশীর ভাগ কাজই প্রেরণাবশে হয়। সৌন্দর্যের উপাসক। অসাধারণ প্রকৃতি। অসাধারণ সাফল্য বা বিফলতা। অনিশ্চিত আয়। অপ্রত্যাশিত লাভ—অপ্রত্যাশিত



ক্ষতি। পরিবার মধ্যে গুপ্তরহস্য। পারিবারিক কারণে স্থানত্যাগ।  
 অদ্ভুত ব্যক্তির সংসর্গ। প্রেম সম্বন্ধে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বন্ধুর দ্বারা  
 ক্ষতি। কর্মের জন্ম বা অধীনস্থ ব্যক্তির জন্ম নিন্দা বা অপযশ।  
 বিবাহের জন্ম বা স্ত্রীর জন্ম দূর ভ্রমণ। অদ্ভুত স্বপ্ন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে  
 অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ভ্রমণকালে বিবাদ। সাধনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।  
 কর্মে অবহেলা বা অক্ষমতার জন্ম কর্মহানি। প্রেম সম্বন্ধে অদ্ভুত  
 ধারণা কাজে পরিণত করবার ইচ্ছা। জীবনের শেষে পারিবারিক  
 কারণে বিদেশবাস। সন্ন্যাসের দিকে ঝাঁক।

## ককট রাশি

### স্ববি কৰ্কটে

মেহশীল প্রকৃতি । স্ত্রীপুত্রের দিকে প্রবল আকর্ষণ । রোম্যান্টিক মনোভাব । ভ্রমণের ইচ্ছা কিন্তু বাড়ীর দিকে টান । অভিমাত্রী এবং প্রশংসালোভী । গৃহভূমির ব্যাপারে অথবা কৃষিকর্মে সৌভাগ্য । আত্মীয়ের দ্বারা বা গুরুজনের দ্বারা সাফল্যে সাহায্য । মানসিক অস্বস্থার উপর সাফল্য নির্ভর করে । অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা—সঞ্চয়ীর ভাব । পরিবারের সুখের জন্ত উন্নতির চেষ্টা । বহু সন্তানের সন্তানবনা, কিন্তু সন্তানের জন্ত অশান্তি । প্রণয়ের ব্যাপার, আমোদ প্রমোদ বা Speculationএ অর্থব্যয় বা ক্ষতি । অত্যন্ত কর্মপ্রিয়তা—কর্মে উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তির সাহায্য লাভ । ব্যবসায় উন্নতি । প্রতিদ্বন্দিতায় যশ । বিদেশে যুত্ব । আধ্যাত্মিক শক্তিবাহুর যোগ্যতা । কর্মস্থানে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী । আশা পূর্ণ করবার জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম । গৃহপ্রিয়তার জন্ত উন্নতিতে বাধা ।

### চন্দ্র কৰ্কটে

আরাম-প্রিয় । গার্হস্থ্য এবং পারিবারিক ব্যাপারে আকৃষ্ট । প্রথর স্মরণশক্তি, প্রবল অম্লকরণ-স্পৃহা । মাতার দ্বারা প্রভাবিত । মাতৃপক্ষ থেকে অথবা ভূমির ব্যাপার থেকে লাভ ও আনন্দ । অর্থের জন্ত ভ্রমণ । অর্থশালী আত্মীয় কুটুম্ব । ভ্রমণশীল—বহু প্রবাসী । ভ্রমণশীল সন্তান । পুত্রকন্টার সঙ্গে বিচ্ছেদ । অপরের

সহযোগিতায় বা অপরের অধীনে কর্ম। স্ত্রীর সাহচর্যে প্রতিষ্ঠা।  
 আধ্যাত্মিক শক্তির ক্ষুরণ। বিদেশে মৃত্যু। ভাবপ্রবণতার জন্ম উন্নতিতে  
 বাধা অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ। অধীনস্থ ব্যক্তি বা  
 জনসাধারণের প্রীতिलाভ।—তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। প্রবাসে  
 আনন্দলাভ। শেষ বয়সে ধর্মচর্চা।

### অসংযত কর্কটে

অসংযত প্রবৃত্তি। যুক্তির চেয়ে বাসনা প্রবল। ঝোঁকের মাথায়  
 কাজ। পারিবারিক অশান্তি। নিজের হঠকারিতার জন্ম অশান্তি।  
 অর্থ ও যশের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক। বাচাগতার জন্ম সাফল্যে  
 বাধা। বিফলতার জন্ম উদ্বেগ। প্রেমের ব্যাপারে অপবাদ।  
 সম্ভানের জন্ম দুঃখ। নীচ সংসর্গের জন্ম ক্ষতি। কর্মজীবনে বাধাবিহ্ন।  
 সহসা মৃত্যুর আশঙ্কা। গৃহভূমির ব্যাপারে অত্যন্ত ঝঞ্জাট। আকস্মিক  
 দুর্ঘটনায় গৃহহানির আশঙ্কা। উদ্ধত শত্রুর দ্বারা অপবাদ প্রচার।  
 নিজের হঠকারিতা বা অমিতাচারের জন্ম স্বাস্থ্যহানি, আশাভঙ্গ ও বন্ধু-  
 বিরোধ। হঠকারিতা এবং সংযমের অভাবের জন্ম অবনতি।

### বুধ কর্কটে

প্রথম স্মৃতিশক্তি—কথা মনে রাখবার শক্তি খুব বেশী। অল্পকরণ  
 করবার এবং অভিনয় করবার যোগ্যতা। বালকের মত মনোভাব।  
 কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবার শক্তির অভাব। কোন  
 শিল্পের দ্বারা অথবা লেখাপড়ার কাজের দ্বারা অর্থাগম। আত্মীয়-  
 কুটুম্বের সঙ্গে সৌহার্দ্য। জীবনের শেষে আধ্যাত্মিক অল্পভূতির সূচনা।  
 সম্ভানের ব্যাপারে এবং পারিবারিক ব্যাপারে হুঁশ্চিন্তা। লঘুতর সম্পর্কের  
 আত্মীয়ের সঙ্গে সম্ভাব। কর্মক্ষেত্রে বহু শিল্পী, সাহিত্যিক অথবা ব্যবসায়ী  
 বন্ধুর সাহায্য-লাভ। কর্ম বা বৈষয়িক ব্যাপারে অংশীর জন্ম বিভ্রাট।

নাড়ীমণ্ডলের পীড়া বা সান্নিপাত মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ভ্রমণের দ্বারা বা উপদেশের দ্বারা আধ্যাত্মিক ব্যাপারের অভিজ্ঞতা। কর্মস্থানে অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা শত্রুতা। অংশীর দ্বারা প্রতিষ্ঠার বাধা। বহু আশ্রিত ও প্রতিপাল্য। আশ্রিত-প্রতিপাল্যের জন্ম অর্থব্যয়। সম্ভানাদির জন্ম বিশেষ চিন্তা। Speculationএ ক্ষতি।

### ব্রহ্মপতি কর্কটে

সহৃদয়, বিবেচক, জ্ঞানী। পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠা। বিবেচনা ও চিন্তাশীলতা দ্বারা সাফল্য। অর্থশালী আত্মীয়। অপরের সংসর্গে আনন্দ। পুত্রের জন্ম অপবাদ। আমোদ-প্রমোদে ব্যয়। বহুব্যয়ী। সঞ্চয়ে অক্ষম। কর্মস্থানে উদার বন্ধু বা মুরুব্বীর সাহায্যলাভ। স্ত্রীর জন্ম খ্যাতি ও অখ্যাতি। নিজের মধুর ব্যবহারে শত্রুজয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপার থেকে আনন্দ। সাধারণের কাজে আনন্দ। কর্মস্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ। নিজের মনোমত কর্ম। মস্তিষ্ক-চালনা দ্বারা এবং বুদ্ধিমত্তার দ্বারা উন্নতি। বিদেশে বা তীর্থে স্নেহে ও সজ্ঞানে মৃত্যু।

### গুহ্র কর্কটে

গৃহে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষপাতী। পোষাক-পরিচ্ছদে এবং আহার-বিহারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভাল লাগে। পরিবার মধ্যে ও সমাজে শিষ্ট ও মধুর ব্যবহার। বুদ্ধিকৌশলে উপার্জন। মধুর ব্যবহারে আত্মীয়তা করতে পটু। পারিবারিক বা গৃহস্থালীর ব্যাপারগুলি নিজের মনোমত কোরে নেবার শক্তি। গুপ্তপ্রণয়ে আনন্দ। মনোমত ভূত্যালাভ। বিবাহের দ্বারা উন্নতির সাহায্য। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বিভূতিলাভের ইচ্ছা—কোনরকম বিভূতি অসম্ভব নয়। দেনা-পাওনার ব্যাপারে সৌভাগ্যশালী। মৃত্যুকালে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। পারিবারিক

ব্যাপার বা স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে কৰ্মে বাধা। কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সহযোগিতা। মনোমত কৰ্মের দ্বারা আশাপূর্ণ। আমোদ প্রমোদ বা বিলাসিতার জন্ত ব্যয়।

### শনি কৰ্কটে

অসন্তুষ্ট ও খিটখিটে স্বভাব। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অশক্ত। গতানুশোচনা এবং বিষাদধিমত্তা। পরিবার মধ্যে অশান্তি, ঝগড়াট, এবং বিবাদ-বিসম্বাদ। মিতব্যয়িতার দ্বারা সঞ্চয়। সাধারণ কৰ্মে এবং কৃষি, ভূমি প্রভৃতি থেকে লাভ। আত্মীয়-বিয়োগে দুঃখ। লেখাপড়ার ব্যাপারে সাবধানী ও হিসাবী। মুহূৰ্কি। জীবনের শেষে নিৰ্জনবাস এবং সংযম ও কঠোরতা অভ্যাস। সন্তানের ব্যাপারে এবং ব্ৰহ্ম-প্রীতির ব্যাপারে দুঃখ। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্ত অশান্তি ও উদ্বেগ। আশাভঙ্গের জন্ত দৈহিক পীড়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিবাদ বিসম্বাদ। সাধারণের মধ্যে অখ্যাতি। স্নেহ বা নীচের সংসর্গে দুঃখ। অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যু। দুর্বল মস্তিষ্ক। বিদেশে জলভীতি। কৰ্মস্থানে কোন নীচ বা বৃদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা শত্রুতা। কোন স্থায়ী পীড়ার জন্ত অত্যন্ত উদ্বেগ। ধৰ্মকৰ্মে চিরাচরিত প্রথার পক্ষপাতী। বন্ধুর জন্ত ঝগড়াট ও অশান্তি।

### ব্রাহ্ম কৰ্কটে

ভ্রমণশীল। উত্তেজনাপূর্ণ ও চঞ্চল। কোন কাজ মনের মত হয় না। এক জায়গায় বেশীদিন থাকিতে অনিচ্ছুক। অনর্থক পারিবারিক ঝগড়াট এবং বিশৃঙ্খলা। অপব্যয়ী। বৃথা ব্যয়ের জন্ত অনুশোচনা ও মনোকষ্ট। অগ্রায় উপায়ে অর্থলাভের চেষ্টা। অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্ত পারিবারিক দুঃখ এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ। দ্যুত-ক্রীড়ায় ক্ষতি—অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারে অপবাদ।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্ম দুঃখ ও অবনতি। অনিয়ম বা অমিতাচারের জন্ম স্বাস্থ্যহানি। অসংসদে কষ্ট। স্ত্রীর জন্ম অশান্তি বা ঝগড়া। বিবাহের দ্বারা অবনতি বা নীচকূলে বিবাহ। ভ্রমণকালে অদ্ভুত দুর্ঘটনা। শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্ম অথবা কোন অদ্ভুত দুর্ঘটনার জন্ম ভ্রমণে বাধা। কোন স্ত্রীলোকের জন্ম উন্নতিতে বাধা। অনিয়ম, অত্যাচার বা কাজে অবহেলার জন্ম আশাভঙ্গ।

### কেতু কর্কটে

সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন। মমতা-শূন্য। পরগৃহে বাসের জন্ম দুঃখ। কর্মে বিরক্ত। ফাঁকি দিয়ে উপার্জনের ইচ্ছা। অর্থের জন্ম আত্মীয় বিরোধ বা আত্মীয়-বিচ্ছেদ। নিজের আত্মপরায়ণতার জন্ম পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ। সন্তানের জন্ম অপবাদ। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে দুঃখ। নাচ ব্যক্তির সংসর্গ। বিবাহে অদ্ভুতভাবে বাধা। দুঃখের সময় মৃত্যু। শোক বা নৈরাশ্যের জন্ম ভাগ্যহানি। নীচ শত্রুর দ্বারা কাজকর্মের বাধা। অলস বা নীচ ব্যক্তির সংসর্গে দুঃখ। সন্ন্যাসের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

### শ্রুতপতি কর্কটে

একা থাকতে ইচ্ছুক। গৃহস্থালীর ব্যাপারে উদাসীন। পরিবারের সকলের সঙ্গে অবনিবনাও। নিজের যোগ্যতা এবং মৌলিকতার দ্বারা উপার্জন। আত্মীয়ের বিরোধিতায় অর্থাগমে বাধা। নিজের খামখেয়াল বা তেজস্বিতার জন্ম পারিবারিক বিচ্ছেদ। ভ্রমণশীল। প্রীতির পাত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ। নির্জন বাস। সাধারণের কাজে পরিশ্রম—নিজের কাজে অবহেলা। অদ্ভুত বিবাহ। খ্যাতিযুক্ত অংশী বা সহকর্মী। বিখ্যাত কাজে লিপ্ত। আধ্যাত্মিক ব্যাপার থেকে ভাগ্য-পরিবর্তন। মৃত্যুকালে সম্পূর্ণ

জ্ঞান। অকস্মাৎ কৰ্ম পরিবর্তন। নিজের গুণপণায়, বন্ধুলাভ।  
মৌলিকতা বা সংস্কার প্রিয়তার জন্ত বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ। দশের কাজে  
সংসার-ত্যাগ।

### বরুণ কৰ্কটে

আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের দিকে অত্যন্ত ঝোক। এবং  
সে সম্বন্ধে কোনরূপ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সংসারে এবং পরিবারে  
অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সংসারে বিশৃঙ্খলা। পরগৃহে বাসের ইচ্ছা।  
অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থাগম ও অর্থনাশ। আত্মীয়ের দ্বারা  
সাফল্যে বাধা। নিজের অদ্ভুত ব্যবহারে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা।  
প্রণয়ের ব্যাপারে দুঃখ ও অপবাদ। প্রচলিত নিয়মে কাজ করতে  
অনিচ্ছা। কাজকর্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত আদর্শ। অদ্ভুতভাবে বিবাহ। যোগ  
বা সাধনায় উন্নতি। অজ্ঞাতবাসের সম্ভাবনা। অদ্ভুত দুর্ঘটনায়  
অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যবিপর্যয়। বন্ধুর জন্ত অদ্ভুত কাজে লিপ্ত।  
আধ্যাত্মিকতায় ও আত্মত্যাগে আনন্দ।

## সিংহ রাশি

### রবি সিংহে

উদার ও উচ্চ-প্রকৃতি। গভীর অহুভূতি। একটু গর্বিত। আত্মসম্মান জ্ঞান খুব প্রবল—তথাপি মেহশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ। দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদের যোগ্য। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যলাভ। পিতা-মাতার পক্ষ থেকে লাভ। উচ্চপদস্থ আত্মীয়-কুটুম্ব। উত্তমবংশে বিবাহ। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্ত অশান্তি। রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ। অপরের মৃত্যুতে উন্নতি। শিল্পকলার দিকে ঝোক। বিদেশে বা বৈদেশিক ব্যাপারের সংশ্রবে ভাগ্যবৃদ্ধি। কোন গুরুজনের মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠা বা সম্মান। জীর সঙ্গে সদ্ভাব। শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্ত ক্ষতি। অহমিকার জন্ত অপবাদ।

### চন্দ্র সিংহে

উদার, বদাঙ্গ ও উচ্চ মনোভাব। সাধারণের নিকট সম্মান পাবার আকাঙ্ক্ষা। গভীর হৃদয়বেগ। জীলোকের প্রিয়পাত্র। দ্যুতক্রৌড়ার দিকে ঝোক। সৌন্দর্যের দিকে আকর্ষণ। বহুবায়ী। বিলাসিতা-প্রিয়। গৃহভূমির ব্যাপার, কৃষিকর্ম অথবা সাধারণ-সংগঠন কোন কর্ম থেকে লাভ। পিতা, মাতা অথবা মাতৃস্থানীয় কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রাপ্তি। উদর-রোগ, দস্তুরোগ অথবা কোন মানসিক ব্যাধির আশঙ্কা। বহু বন্ধুর সংশ্রব। বন্ধুর সংশ্রবে কর্ম। আধ্যাত্মিক ব্যাপার অথবা কোন গুপ্ত ব্যাপারের জন্ত কর্মহানি। লম্বে -



আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। ঝাঁকের মাথায় ভ্রমণ। মৃত্যু দ্বারা খ্যাতি কিংবা বহু লোকের সামনে বা বহু লোকের মৃত্যু সময়ে মৃত্যু। কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যু অসম্ভব নয়। অংশীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। জনসাধারণের জন্তু নিজের দুঃখ।

### অশ্লীল সিংহে

সাহসী, হঠকারী। তীব্র অমূল্যভূতি। গৃহভূমির ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনায় অর্থহানি। সম্পত্তির ব্যাপারে বিবাদ। লেখাপড়ার ব্যাপারে বা হিসাবের ব্যাপারে পটু। তীক্ষ্ণ বাক্যের জন্তু পরিবারিক স্মৃতির হানি। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্তু স্বাস্থ্যহানি। কর্মোপলক্ষে দুর্গম স্থানে গমন অথবা বিপজ্জনক কর্ম। জীবনের শেষ পর্যন্ত কার্যকারিতা। দায়িত্বপূর্ণ কর্মে লাভ। অংশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রণয়ের ব্যাপারে তীব্র আবেগ। প্রণয়শালিনী স্ত্রী। স্ত্রীর জন্তু বন্ধু-বিরোধ। সাধারণ সংশ্লিষ্ট কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং খ্যাতি। প্রদাহ-যুক্ত কোন অদ্ভুত রোগ। অতিরিক্ত পরিশ্রম মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

### সুন্দর সিংহে

কলা, শিল্প প্রভৃতির ব্যাপারে কুশাগ্র বুদ্ধি। তীক্ষ্ণ উদ্ভাবনী শক্তি। মানসিক ব্যাপারের দিকে ঝাঁকের জন্তু কর্তব্য কাজে অবহেলা। শিশুদের সঙ্গ ভাল লাগে। অস্থির আয়। পারিবারিক চিন্তার জন্তু উপার্জনে বাধা। বহু আত্মীয়-কুটুম্ব। নানা বিষয়ে পটুত্ব। লেখাপড়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক পটুত্ব। হৃদয়ঙ্গমে বা উদরের পীড়ার আশঙ্কা। বন্ধুর সহযোগিতায় কর্ম। নেশার বশীভূত হলে, শরীরে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হতে পারে। উপরওয়ালার অসন্তোষ। অধীনস্থ ব্যক্তির

দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা বা অপবাদ প্রচার। স্ত্রীর জন্ম অশাস্তি। বাতে তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধির পরিচয় দিতে হয় সেই কাজের যোগ্য।

### বৃহস্পতি সিংহ

শক্তি-প্রিয়। আড়ম্বর এবং জাঁকজমক ভাল লাগে। উচ্চাভিলাষী কিন্তু উদার ও ক্ষমাশীল। বড় বড় কাজের যোগ্য। নাটকীয় প্রতিভাবিশিষ্ট। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ। উচ্চ ধর্ম-প্রবৃত্তি। সাধুতা ও আন্তরিকতার দ্বারা সাফল্যলাভ। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। জীবনের শেষে সাফল্য ও সচ্ছলতা। জ্ঞানের দ্বারা সব বাণ্যার থেকে আনন্দ লাভ করবার ক্ষমতা। বিবাহের দ্বারা মুগ্ধতা লাভ। সন্তান প্রাপ্তি। ধর্মের সাধনায় সাফল্য বা খ্যাতি। ভ্রমণে অনিচ্ছা—কার্যোপলক্ষে ভ্রমণ। প্রবল জীবনীশক্তি। বাঙালীয় মৃত্যু। শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা। উদারতা দিয়ে শত্রুজয় করার আনন্দ। সাধারণের হিতজনক কাজে ত্যাগবীকার।

### শুক্র সিংহ

আশাপূর্ণ সতেজ মন। আনন্দবাদী। উৎসবে আনন্দে যোগ দিতে সব সময়ে ইচ্ছুক। সঙ্গপ্রিয়—একা থাকা অসম্ভব। সামাজিকতা ও শিষ্টাচার দিয়ে সাফল্য ও গৌরব লাভ। কোন কলা বা শিল্প থেকেও অর্থ্যাগম হতে পারে। মুখের কথায় লোককে মোহিত করবার ক্ষমতা। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা উপকৃত। বন্ধুর সঙ্গে সহযোগিতা। অর্থশালী বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি। আমোদ প্রিয়তার জন্ম কর্মের ক্ষতি। বিবাহে বন্ধুর সাহায্য। কোন নীচ ব্যক্তির সঙ্গে গুপ্তপ্রণয়। উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ বা কোন স্ত্রীলোকের সম্পত্তি

প্রাপ্তি। বহুবায়ী। সম্মান রাখবার জন্ত মৃত্যু সম্ভব। স্বাধীন প্রণয়ে  
লিপ্ত হবার সাহস। কোন স্থায়ী স্নেহ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকবে।

### শানি সিংহে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্তব্যের জন্ত দুঃখস্বীকারে প্রস্তুত। উচ্চাভিলাষী।  
সব রকম বাধাবিহ্ন দৃঢ় অধ্যবসায় দিয়ে দূর করতে সক্ষম।  
সঞ্চয়শীলতা ও মিতব্যয়িতা দ্বারা সঞ্চয়। পিতামাতার জন্ত বা  
পারিবারিক কারণে সাফল্যে বাধা। সঙ্গ-ভীক। পরিশ্রমের দ্বারা  
অর্থাগম। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শ্রমশীল। অংশীর দ্বারা ক্ষতি।  
সহযোগী বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা। সন্তানের ব্যাপারে দুঃখ। কর্তব্যপরায়ণা  
স্ত্রী। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা বা অধীনস্থ ব্যক্তির জন্ত উদ্বেগ  
ও অশান্তি। অতিরিক্ত দায়িত্ব বা পরিশ্রম মৃত্যুর কারণ হতে পারে।  
ধর্মের গোঁড়ামি, স্থির মতবাদ। গোপনীয় কাজে যশ। কাজের জন্ত  
বিশ্রামের অভাব। শেষ বয়সে সংযমী।

### হাল্ল সিংহে

অত্যন্ত ভোগী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। আমোদ-প্রমোদের জন্ত  
কর্তব্যে অবহেলা। দ্যুতক্রীড়ার দিকে ঝোক। গুপ্ত বা অসঙ্গত  
উপায়ে অর্থাগম। আত্মীয়ের সঙ্গে অদ্ভুত সখন্ধ। অনিশ্চিত  
আয়। আর্থিক কারণে পারিবারিক ঝগড়া। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা  
অপবাদ প্রচার। স্থায়ী পীড়ার জন্ত অবনতি। স্ত্রীর জন্ত মানসিক  
কষ্ট। শেষ বয়সে নিজের দোষে অবস্থা বিপর্যায়। ধর্মের ব্যাপারে  
অদ্ভুত মত—কখনো আস্তিক কখনো নাস্তিক। গোপনীয় কারণে  
কর্মহানি বা গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতায়

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অনিয়ম, অবহেলা অমিতাচার প্রভৃতি কারণে দুর্দশা।

### কেতু সিংহে

নির্জনতাপ্রিয়। হৃদয়ের ব্যাপারে উদাসীন। আবেগপরিশূন্য, অবিচলিত। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সহশ্র যুক্তির বিরুদ্ধেও নিজের মত স্থাপন করতে ইচ্ছুক। একনিষ্ঠ। ঐকান্তিক চিন্তা ও চেষ্টা দ্বারা সাফল্যলাভ। পারিবারিক কারণে সাফল্যে বাধা। আত্মীয়-সঙ্গ-বিমুখ। আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ঝোঁক ও সাধনায় খ্যাতি লাভ। নিজের উন্নতির জ্ঞান পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ। নীচ সঙ্গের জ্ঞান নিন্দা। ইতর ব্যক্তির দ্বারা গুপ্তশক্রতা। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। উচ্চ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য—ধর্মের জ্ঞান ভ্রমণ। অদ্ভুত মৃত্যু। সাধারণের কাজে অনেক নীচব্যক্তির সঙ্গ। জীবনের শেষে বৈরাগ্য।

### শ্রভঙ্গাশক্তি সিংহে

সংস্কারের উচ্চ আদর্শ। ক্রমাগত অগ্রসর হবার ইচ্ছা। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। স্বাধীন প্রেমের পক্ষপাতী। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অর্থাগম। উপার্জননের জ্ঞান ভ্রমণ। অনিশ্চিত আয়ের জ্ঞান পারিবারিক অশান্তি। আত্মীয়ের জ্ঞান দুঃখ। হৃদবোগের প্রবণতা। কর্মের জ্ঞান উদ্বেগ। অদ্ভুত ব্যক্তির সংসর্গ। অপরের মৃত্যুতে লাভ ও ক্ষতি। ধর্ম সঙ্ঘে গোড়ামির অভাব। অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন। ত্যক্ত সম্পত্তি অথবা দেনা-পাওনার ব্যাপারে ঝগড়া। জীবনের শেষে দুশ্চিকিৎসিত ব্যাধি।

### বরুণ সিংহে

অত্যন্ত ভাব-প্রবণ। সৌন্দর্যের উপাসক। হৃদয়ের ব্যাপারে নানারকম অভিজ্ঞতা। উপার্জন বা কর্মসিদ্ধির জন্ত প্রবাস বা পরগৃহে বাস। গুপ্ত বা রহস্যময় কর্ম থেকে অর্থপ্রাপ্তি। খামখেয়ালী—বিচিত্র ধারণা। জীবনের শেষে আর্থিক ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত লাভ বা ক্ষতি। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্ত অপবাদ। স্বাস্থ্যহীনতার জন্ত বা অত্যাচার অনিয়ম প্রভৃতির জন্ত ক্ষতি। বিবাহের ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। অদ্ভুত মৃত্যু—কোন দুর্ঘটনায়, অথবা যুদ্ধ, দাঙ্গাহাঙ্গামা বিষমপ্রবেশ প্রভৃতিতে মৃত্যু অসম্ভব নয়। ধর্মের ব্যাপারে দূর যাত্রা। ধর্মে অসাধারণ অভিজ্ঞতা—আধ্যাত্মিকতার জন্ত সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য। ধর্মের জন্ত দুর্গমদেশে ভ্রমণ। বন্ধুর সঙ্গে অদ্ভুত ধরণের বন্ধন। অনিয়ম, অত্যাচার, অবহেলা প্রভৃতি কারণ অথবা নেশার বশীভূত হওয়ার জন্ত পঙ্গুত্ব। আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ঝোঁক দিলে সমাধিও হতে পারে।

## କନ୍ୟା ରାଶି

### ରବି କନ୍ୟା

ସବ କାଞ୍ଜେ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗିତାର ଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ । କୃଟବୁଦ୍ଧି । ନିଜେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ । ବୁଦ୍ଧିକୋଶଳେ କାଞ୍ଜ ସିଦ୍ଧ କରବାର କ୍ଷମତା । ହିଞ୍ଜିତଜ୍ଞ । ବିଚାରବୁଦ୍ଧି ସ୍ଵପିଣ୍ଣତ । ମନୋମତ କାଞ୍ଜେ ଅର୍ଥାଗମ । ବୁଦ୍ଧିକୋଶଳେ ଏବଂ ପଟୁତ୍ଵର ଦ୍ଵାରା ସିଦ୍ଧିଲାଭ । ଆଭିଜାତ୍ୟେର ଗର୍ବ । ଅପରେର ସହଯୋଗିତାର କର୍ମ । ମନୋଭାବ ଗୋପନେ ପଟୁ । ଲେଖାପଢ଼ାର କ୍ଷଞ୍ଜ, ପ୍ରକାଶକେର କାଞ୍ଜ, ବୈଜ୍ଞାନିକେର କାଞ୍ଜ, ଟିକିଂସା ପ୍ରଭୃତିତେ ପଟୁତା— ଗର୍ଭଗଣ୍ଡେର କାଞ୍ଜେ ଯୋଗ୍ୟତା । ଶେଷ ବୟସେ ଧ୍ରମଣ ବା ଲେଖାପଢ଼ାର କାଞ୍ଜେ ଲିପ୍ତ । ଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିଶ୍ରମେର ଦ୍ଵାରା କର୍ମସିଦ୍ଧିତେ ଆନନ୍ଦ । ସହସ୍ର ବାଧାବିଧେ ଓ ଅଟଳ । ଜ୍ଞୀଜନିତ ଅଶାନ୍ତି । ଅଦ୍ଭୁତ ବିବାହ । ବନ୍ଧୁବିଯୋଗେ ଦୁଃଖ । ବିଦେଶେ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଲାଭ । ଉଚ୍ଚ ମାନସିକତାର ଜୋରେ ଉନ୍ନତି । ଆଶାଭଞ୍ଜେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହୟେ ମୃତ୍ୟୁ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଵ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଞ୍ଜେ ବିରୋଧେର ଫଳେ ଅବନତି ଓ ଦୁଃଖ ।

### ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା

ଶିଖିଳ ପ୍ରକୃତି । ଶାରୀରିକ ଅପଟୁତା ଅଥବା ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅନିଚ୍ଛା । କୋନ ହ୍ୟାୟୀ ରାଗେର ଆଶଙ୍କା । ପ୍ରଥର ସ୍ଵତିଶକ୍ତି । ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ । କୋନ ଜ୍ଞୀଲୋକେବ କାଞ୍ଜ ଥେକେ ଦାନସ୍ଵରୂପ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରସୂତ୍ରେ ଲାଭ । ପରେର ଅଧୀନେ କାଞ୍ଜ କରତେ ପଟୁ । ମାତୃହୀନୀୟା ଜ୍ଞୀଲୋକେର ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ରତା । ପାରିବାରିକ ଜୀବନେ ଝଞ୍ଜାଟ ।

ভ্রমণশীল বা প্রবাসী। Speculationএ ক্ষতি। কোন গোপনীয় ব্যাপারের সংশ্রবে অনেক নিয়ন্ত্রেণীয় ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্রব। কৰ্ম্মোপলক্ষে অনেক ভ্রমণ। কৰ্ম্মের ব্যাপারে অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্ত হুশ্চিন্তা। পায়ে কোন রকম আঘাত বা অস্ত্রাবাতের আশঙ্কা। সামান্য ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতার জন্ত অপবাদ। শেষ বয়সেও বিশ্বাসের অভাব।

### অঙ্গুল কন্যায়

সাহসী, তেজস্বী ও হঠকারী। সব রকম ছুর কাজে প্রবৃত্তি। বিবাদ-প্রিয়। রক্তসংক্রান্ত ব্যাধি অথবা উদর-রোগে পীড়িত। সাহসিক কৰ্ম্ম, দ্যুত-ক্রীড়া প্রভৃতিতে লাভ। আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। পরিবারে কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছা। অর্থোপার্জননের যোগ্যতা। প্রত্যেক জিনিসকে লাভের ব্যাপারে পরিণত করবার শক্তি। ক্রোধপ্রবণতা এবং অহমিকার জন্ত অধীনস্থ ব্যক্তির অপ্ৰিয়-ভাজন। স্ত্রীর অস্বাস্থ্যের জন্ত অশান্তি—অকস্মাৎ গুপ্তভাবে বিবাহের সম্ভাবনা। বন্ধুর দ্বারা অর্থহানি ও ক্ষতি। কোন গোপনীয় ব্যাপারে বন্ধুবিচ্ছেদ বা বন্ধুহানি। ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধি। কোন এক্সিকিউটিভ কাজে নিযুক্ত। কোন মুকব্বীর যুত্বতে ক্ষতি। গর্ভিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বিবাদে ক্ষতি বা অবনতি।

### বুধ কন্যায়

লেখা-পড়ার দিকে অদম্য অহুরাগ। পুঁথির জ্ঞানকে বাস্তব কাজে লাগাবার শক্তি। মুখস্থ করবার খুব বেশী ক্ষমতা। পরোপকারী। প্রত্যেক কাজের ব্যবহারিক সার্থকতার দিকে লক্ষ্য। বিদ্যা বা জ্ঞানের সাহায্যে অর্থোপার্জন। ভ্রাতা, ভগ্নী বা আত্মীয়দের ব্যাপারে হুশ্চিন্তা। পারিবারিক কারণে অথবা অস্বাস্থ্যের জন্ত

ভ্রমণ। বুদ্ধির কাজে আনন্দ। উদর-রোগ অথবা নাড়ীমণ্ডলের পীড়ার আশঙ্কা। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য এবং সন্তানের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা অপরের জামিন হয়ে বা বন্ধুর জন্ত দায়িত্ব নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। দেনা পাওনার ব্যাপারে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য। খ্যাতিলাভের ইচ্ছা কিন্তু সুযোগের অভাব। বাবসায়ের ক্ষতি। অংশীর দ্বারা অপবাদ প্রচার।

### বৃহস্পতি কন্যায়

ধার্মিক ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ প্রকৃতি। বৃত্তিমূলক ধর্ম অথবা যে ধর্মে সাধারণের উপকার আছে সেইরকম ধর্মের দিকে ঝোঁক। ভক্তি-বিশ্বাসের চেয়ে সত্যজ্ঞানের বেশী পক্ষপাতী। রক্তসংক্রান্ত পীড়া বা উদররোগের প্রবণতা। ব্যায়ামের অভাবে স্বাস্থ্যহানি। কর্মচারীর সঙ্গে সৌহার্দ্য। আনন্দজনক কাজ থেকে অর্থোপার্জন। গৃহস্থালীর ব্যাপারে নৈপুণ্য। জীবনের শেষে আত্মীয়-সাম্মিলনে আনন্দ উৎসর্গ শক্র। সময় সময় কাজে অবহেলা বা ওদাসীত্ব। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত। ধর্মজীবনে সাফল্য। জ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতার দ্বারা উন্নতি। অনেক দার্শনিক বা ধার্মিক বন্ধু। অংশীর দ্বারা উপকৃত। সন্তানের দ্বারা আর্থিক উন্নতি।

### শুক্র কন্যায়

কর্মশীল। বিষয়-কর্মে দক্ষতা। সহজে অর্থাগম। পরিশ্রমে কাতরতা নেই। বিলাসিতার দ্রব্যাদির দিকে ঝোঁক। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সুখস্বচ্ছন্দ্য বিধানে তৎপর। কৃত্তী সন্তান। মৃত্যুস্তরের বা জননেত্রিয়ের রোগ। স্ত্রী-জনিত অশান্তি। কোন গুপ্তপ্রণয়ের জন্ত বিবাহে অস্বীকার বা বিবাহে বাধা। বান্ধবীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়। বিদেশে সৌভাগ্য ও উন্নতি। ভ্রমণে খ্যাতি। বন্ধুর বা মুকুবির সাহায্যে আর্থিক উন্নতি। বিপদের সময় অংশীর সাহায্যলাভ। স্ত্রীলোকের জন্ত ক্ষতি ও ব্যয়।



## শানি কন্ঠার

সাবধানী, সতর্ক ও হিসাবী। ধীরে স্নেহে কাজ করার পক্ষপাতী। গভীর প্রকৃতি। আহার-বিহারে সংযমী। মিতব্যয়ী। আর্থিক ব্যাপারে দুর্ভাগ্য। বাধ্য হয়ে পরের অধীনে কাজ করতে হয়। ভ্রমণে অনিচ্ছা— দ্বায়ে পড়ে বা কাজের খাতিরে ভ্রমণ। কোন স্থায়ী রোগের জন্ম অশাস্তি। স্বার্থের দিকে ঝাঁক। আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিঙ্গ। সাংসারিক ব্যাপারে নৈরাশ্র বা দুশ্চিন্তা। অংশীর জন্ম দুর্ভাগ্য। কোন গুরুজনের মৃত্যুতে আশাভঙ্গ। সঙ্গীর মৃত্যুতে নিঃসঙ্গতার দুঃখ। বেশীদিন কারো সঙ্গে বনে না। কর্মসম্বন্ধে বহু বাধাবিঘ্ন। বন্ধুর জন্ম বিপদ। অপরের প্রতিকূলতায় দুর্ভাগ্য।

## স্নাহ কন্ঠার

অসাবধানী ও বেহিসাবী। কাজে কর্মে শৃঙ্খলার অভাব। অনিয়ম বা অবহেলার জন্ম কার্যসিদ্ধিতে বাধা। অব্যবহিত চিন্ত। আহার-বিহারে অমিতাচারী। অত্যাচার ও অবহেলার জন্ম স্বাস্থ্যহানি। দূত-ক্রীড়ার দিকে ঝাঁক। নিন্দিত উপায়ে অর্থাগম। কর্মস্থানে বহু পরিবর্তন। সাংসারিক বিশৃঙ্খলার জন্ম মানসিক অশাস্তি। অদ্ভুত প্রকৃতির জন্ম কারো সঙ্গে বনে না। আমোদ-প্রমোদের জন্ম অর্থহানি এবং কাজে অবহেলা। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্ম দুঃখ। স্ত্রীর জন্ম বা অংশীর জন্ম অবনতি ও কষ্ট। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। স্ত্রীলোক-ঘটিত অপবাদ। নীচ স্ত্রীলোকের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়। কর্মোপলক্ষে বহু ভ্রমণ। কর্মে স্নযোগের অভাব। অর্থের অভাবে উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয় না। বন্ধুর জন্ম বিপত্তি ও অর্থকষ্ট। নীচ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানহানি।

### কেতু কন্ঠায়

অত্যন্ত কূট বুদ্ধি। নিজের স্বার্থের দিকে অতি সতর্ক দৃষ্টি। দৃষ্টি-কুপণ। অপরের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি কম। ভৃত্য, কর্মচারী প্রভৃতির জন্ম কষ্ট। কূটবুদ্ধি দ্বারা উপার্জন। নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকবার ইচ্ছা। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের উপর দয়ামায়া কম। বাহ্যিক ব্যবহার ভিতরের ভাবের সঙ্গে মেলে না। যে কোন রকমে অর্থোপার্জনে আপত্তি নেই। বিবাহে বাধা বিঘ্ন এ অবাস্তবীয় বিবাহ। নীচসংসর্গে কষ্ট। কোন গোপনীয় ব্যাপারে ইতর লোকের সাহায্যলাভ। বিদেশে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা। কাজ-কর্মে বিবেক বুদ্ধির অভাব। কোন গুপ্ত কারণে আশাভঙ্গ। নীচ শত্রুর দ্বারা ক্ষতি। অংশীর অন্ঠায় ব্যবহারে অবনতি।

### শ্রদ্ধাপাতি কন্ঠায়

অসাধারণ ষোগ্যতা থাকলেও, কাজে নানা বাধা বিঘ্ন। স্বাধীনতাপ্রিয় এবং নিজের মতে কাজ করবার পক্ষপাতী। মৌলিকতার জন্ম উপার্জনে বাধা। অনিশ্চিত আয়। অকস্মাৎ অর্থগম এবং তেমনি অকস্মাৎ অর্থগমে বাধা। পারিবারিক গোলযোগের জন্ম বুদ্ধি চাঞ্চল্য। স্থায়ী বাসে বাধা। মৌলিকতার জন্ম অথবা খামখেয়ালের জন্ম সাফল্যে বাধা। দাম্পত্য জীবন সুখের নয়। স্ত্রীর জন্ম বা অংশীর জন্ম অসাধারণ দুঃখ। বিবাহে বিরাগ। ধর্মের সাধনার প্রতিভাশালী বহুলাভ। বৌগিক সাধনার দিকে ঝোঁক। স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং সংস্কারপ্রিয়তার জন্ম কর্মস্থানে অশান্তি। মৌলিকতার জন্ম খ্যাতি বা অখ্যাতি। ধর্মোন্নতির উচ্চাভিলাষ। অপ্রত্যাশিত বাধাবিঘ্ন বা প্রতিদ্বন্দিতার জন্ম কর্মবিমুখতা।

### বরণ কন্ঠায়

কর্মে অনিচ্ছা। নেশার দিকে ঝোঁক। অদ্ভুত শারীরিক ব্যাধি। অধীনস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা দারুণ শত্রুতা। বিচিত্র কর্মের দ্বারা উপার্জন। জুয়াখেলা বা আমোদ প্রমোদের ব্যাপারে অর্থলাভ ও অর্থহানি। অপ্রত্যাশিত পারিবারিক অশান্তির জন্ম ভ্রমণ। রহস্যময় ব্যাপারের দিকে আকর্ষণ। নীচ সংসর্গের জন্ম সাফল্যে বাধা। খামখেয়ালের জন্ম কিম্বা আলস্যের জন্ম ক্ষতি। বিবাহের ব্যাপারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বিবাহে অপবাদ বা বাধা। দাম্পত্য জীবনে অদ্ভুত দুর্ঘটনা। নীচ সংসর্গ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অদ্ভুত মৃত্যু। কোন গোপনীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্ম ক্ষতিগ্রস্ত। দূর ভ্রমণে খ্যাতি বা অখ্যাতি। কর্মের জন্ম বহু ভ্রমণ। বন্ধুবিচ্ছেদে দুঃখ। নীচ ব্যক্তির দ্বারা ভয়ানক শত্রুতা এবং তার জন্ম ক্ষতি বা অবনতি।

## তুলা রাশি

### রবি তুলায়

সামাজিক ও সদালাপী। সঙ্গপ্রিয়—সবার সঙ্গে মিশতে পটু। সব জিনিষের খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য। উত্তম সমালোচক। আমোদ-প্রিয় ও শান্তিপ্রিয়। অর্থোপার্জননের জন্য পরিশ্রমশীল। অর্থ উপার্জনে পটু, কিন্তু সঙ্কয়ে অক্ষম। সন্তানের জন্য চিন্তা। প্রণয়ের ব্যাপারে মনোকষ্ট। পারিবারিক ব্যাপারে পিতৃপক্ষ থেকে অশান্তি। শিল্পকলার দিকে ঝোঁক এবং তা থেকে আনন্দলাভ করবার ক্ষমতা। চক্ষুরোগ বা মস্তিষ্কের পীড়া। কৃষিসিদ্ধির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম। সহসা বিবাহের সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। প্রবাসে মৃত্যু। অবনতি বা অপবাদ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। রাজ্যদেশে বা বন্ধন অবস্থায় মৃত্যুও অসম্ভব নয়, বিশেষতঃ রবি যদি পাপ-পীড়িত হয়। বিদেশে বহু উচ্চপদস্থ বন্ধু বা মুকুব্বী। কর্মে কৃতিত্ব ও প্রীতিষ্ঠা, কিন্তু কর্মবিপর্যয়ের আশঙ্কা। বিখ্যাত বিদেশীর সাহচর্য। পিতার জন্য দুঃখ বা উন্নতিতে বাধা।

### চন্দ্র তুলায়

বন্ধু-বৎসল, পরোপকারী, সহৃদয় ও সহানুভূতি-সম্পন্ন। অপরের সহযোগে কাজ করবার ইচ্ছা। অপরের সাহচর্যে অর্থাগম। অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা। নিজের প্রকৃতির দুর্বলতার জন্য অর্থসঙ্কয়ে বাধা। ব্যবসায় পটু। কেনাবেচার কাজে অশিক্ষিত-পটুত্ব। কলাবিচার দিকে ঝোঁক এবং তাতে কতকটা কৃতিত্ব। পারিবারিক কারণে ভ্রমণ।

দন্তরোগের বা উদররোগের প্রবণতা। জীবনে স্ত্রীর এবং পরিবারের প্রভাব খুব বেশী। কর্মজীবনে বিবাহের প্রভাব। তীর্থে মৃত্যু। কোনরকম ক্ষতি বা শোক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সম্ভানের জন্ম বিশেষ চিন্তা। বিদেশে বহু বন্ধু। বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি। বহুবিধ কর্ম অথবা কর্মে বহু পরিবর্তন। বিদেশ থেকে লাভ। মাতা বা মাতৃতুল্য কোন স্ত্রীলোকের জন্ম ক্ষতি। সঙ্গী দ্বারা অপবাদ প্রচার বা শত্রুতা।

### মহল ভুলান

ভর্ক-বিতর্কে পটু। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে গর্ব। নিজের মতবাদ ত্যাগ করতে নারাজ। আজীবন বান্দাবসম্বাদে রত। বহু শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী। সাফল্যের জন্ম অতিরিক্ত পরিশ্রম। সাহস এবং উৎসাহের দ্বারা কর্মসিদ্ধি। বহু উপার্জন করবার যোগ্যতা, কিন্তু হঠকারিতার জন্ম অর্থনাশ। অত্যধিক ভাবপ্রবণতার জন্ম আত্মায়-বিরোধ। প্রণয়ের ব্যাপারে বিবেচনার অভাব ও অত্যাগ মর্ক। জীবনের শেষে পারিবারিক অশান্তি। হঠকারিতার জন্ম স্বাস্থ্যহানি। শক্তিশালী শত্রু। শক্তি-শালী শত্রু দ্বারা পীড়িত—শত্রু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ। বিদেশী বন্ধুর দ্বারা ভয়ানক শত্রুতা। সাহসিক কর্ম এবং নেতৃত্ব করবার ক্ষমতার জন্ম বিখ্যাত। বিদেশে বা ভ্রমণকালে বন্ধুর জন্ম বিপদ। দেয় বা প্রাপ্য অর্থের ব্যাপারে অপবাদ।

### বুধ ভুলান

সহযোগী, প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনের জন্ম চিন্তাবৃত্ত। বুদ্ধি দ্বারা অপরের সুখ-দুঃখ বোধবার ক্ষমতা। প্রত্যেক বিষয়ের হৃদিক চিন্তা করবার শক্তি। যুক্তিপূর্ণ মানসিকতা। সহকর্মী বা অধীনস্থ ব্যক্তিদেয়

সাহায্য-লাভ। নিজের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা এবং এজেন্ট দালাল প্রভৃতির সাহায্যে অর্থ-প্রাপ্তি। তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি। কেনা-বেচায় ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতা। সন্তানের জন্ম অত্যন্ত উদ্বেগ। জীবনের শেষে বাস-পরিবর্তন বা প্রবাস। শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রভৃতির দিকে ঝোঁক এবং তাতে কৃতিত্ব। আর্থিক ব্যাপারে উদ্বেগ ও হুশিস্তা। নিজের বুদ্ধি-কৌশল দ্বারা অপরের প্রীতি অর্জন। কোন বিপজ্জনক বা গোপনীয় ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার জন্ম দুর্ঘটনা এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে। বিদেশে বহু পরিচিত ব্যক্তির সাহায্য-লাভ। বহুমুখী দক্ষতার জন্ম এবং কৃটবুদ্ধির জন্ম খ্যাতি। সাহিত্যিক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বন্ধু। অংশীর বা সহযোগীর মৃত্যুতে দুর্ভাগ্য।

### বৃহস্পতি তুলান্ন

সদ্বিবেচক, অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। শ্রায় ও সত্যের পক্ষপাতী। শ্রায়সম্বন্ধে অথচ মধুর ব্যবহার। অল্প পরিশ্রমে অধিক উপার্জন। আত্মীয় স্বজনের প্রিয়পাত্র। কোন দক্ষ অথবা অর্থশালী ব্যক্তির সহায়তার সাফল্যলাভ। ভ্রমণে আনন্দ। শেষ বয়সে স্বাচ্ছল্য এবং পারিবারিক সুখ। পুত্রের ব্যাপারে সুখ। দাম্পত্য জীবনে আনন্দ। সুন্দর মৃত্যু—আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক দিলে, মুক্তিও হতে পারে। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ কাজে পরিণত করবার চেষ্টা। অন্ত্রের সহযোগিতায় কোন মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার খ্যাতি। ধার্মিক বন্ধু। আইনজ্ঞ বা ধর্মযাজকের সহযোগিতা। মৃত্যুতে সদগতি।

### শুক্র তুলান্ন

প্রবল যৌন-আকর্ষণ। আমোদে প্রমোদে, উৎসবে আনন্দে, অপরের সাহায্য। ব্যবহারে শিষ্ট ও সামাজিক। জীবনে স্ত্রীলোকের প্রভাব

খুব বেশী—ভালোর জন্তাই হোক বা মন্দের জন্তাই হোক। অল্প পরিশ্রমে উপার্জন। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে বা বিলাসিতায় অর্থহানি। শিল্প, কলা, কবিতা প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ। প্রশ্নের ব্যাপারে মানসিক চাঞ্চল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আদর্শ প্রশ্নের পক্ষপাতী। জীবনের শেষে শোকপ্রিয়তা। অধীনস্থ ব্যক্তির সাহায্যে লাভ। গুপ্তপ্রণয়ে একনিষ্ঠতা। স্ত্রীঘটিত ব্যাপার বা স্ত্রীলোকের শত্রুতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনার বিভূত্বিলাভের আকাঙ্ক্ষা। ধর্মের ব্যাপারে বহু বদ্ধ। প্রোফেশনে সাফল্যের জন্তু বিখ্যাত। ভাগ্যবান্ বদ্ধ। স্ত্রীলোকের ব্যাপারে বহু ব্যয় ও ক্ষতি।

### শনি ভুলার

সঙ্গ-বিমুখ। নিজের সহক্ষে অত্যন্ত সজাগ। দেনা-পাওনার ব্যাপারে সাধারণত বেশ খারা ব্যবহার। সংঘমের শক্তি। পরিশ্রম এবং মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থ-সঞ্চয়। প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা। জীবনের শেষে নির্জনবাস। মেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে মনোকষ্ট। পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা উপার্জন। স্ত্রীলোকের দ্বারা শত্রুতা। বিবাহে বাধাবিল্ল বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বৈচিত্র্যময় মৃত্যু—মৃত্যুতে খ্যাতি বা অখ্যাতি। কর্ম-জীবনের উপর বিবাহ বা স্ত্রীর প্রভাব। কর্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা খ্যাতি বা অখ্যাতি। ধার্মিক বা দার্শনিক বন্ধুর সহযোগিতা। বিদেশে কর্মক্ষেত্রে বন্ধুর সাহায্য। আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যুতে দুঃখ।

### শুক্র ভুলার

সঙ্গপ্রিয় কিন্তু কোন সঙ্গ বৈশাদিন ভাল লাগে না। খামখেয়ালী ব্যবহার। অত্যাগ বা অদ্ভুত কর্ম দ্বারা উপার্জন। নীচ সংসর্গে অর্থহানি। জুয়া খেলা বা speculationএর দিকে প্রবল ঝোঁক।

প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠতার অভাব। জীবনের শেষে স্থানচ্যুতি বা গৃহে বিশৃঙ্খলা। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্ত সাকল্যে বাধা—অনিশ্চিত আয়। দাম্পত্যজীবনে অদ্ভুত অধিক্ততা। দূর বিদেশে মৃত্যু। নির্বাসন বা শত্রুর ষড়যন্ত্র মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে অসং সংসর্গে ধর্মহানি। নীচ কর্মের জন্ত বা বিচিত্র কর্মের জন্ত অখ্যাতি। মিথ্যা অপবাদে কর্মহানি। বিদেশী বন্ধুর সংসর্গে ভ্রমণ। কোন গোপনীয় কারণে বিদেশ-যাত্রা।

### কেতু ভুলান্ন

অতি মাত্রায় আত্মপরায়ণ। পরসংসর্গ-বিমুখ। বিবাহে অনিচ্ছা, বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ। নীচ ব্যক্তির সহযোগিতায় অর্থোপার্জন। পরিশ্রমে বাধার জন্ত অসাকল্য। স্নেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে ঔদাসীন্য। জীবনের শেষে দুর্গম স্থানে বাস। স্নেহ-প্ৰীতি সশব্দে অদ্ভুত ধারণা। হিসাবী এবং কূটবুদ্ধি। প্রতারকের দ্বারা অর্থহানি। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ বা মনোমালিণ্য। কোন গুপ্ত বা রহস্যময় ব্যাপারে জড়িত হওয়ার জন্ত বন্ধন-ভয়। আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপারে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যক্তির সাহচর্য। বন্ধু সংসর্গে অদ্ভুত ভাবে ভ্রমণ। অদ্ভুত কর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্ত বিশেষ খ্যাতি বা বিশেষ অখ্যাতি। বিপদগ্রস্ত হয়ে সহসা মৃত্যু। রাজদণ্ডে বা শত্রুর পীড়নে সহসা মৃত্যুও অসম্ভব নয়।

### প্রজ্ঞাপতি ভুলান্ন

সামাজিক বন্ধনের বিরোধী। নিজের অদ্ভুত আচরণের বা অদ্ভুত মতবাদের জন্ত অপরের সঙ্গে বিরোধ। সামাজিকতায় বা শিষ্ট ব্যবহারে অপটু। সাধারণত, কর্মে বিশৃঙ্খলার জন্ত সাকল্যে বাধা। কষ্টকর বা অপ্ৰীতিকর কর্মের দ্বারা উপার্জন। স্নেহ, প্ৰীতি, প্রেম, প্রভৃতি সশব্দে



অদ্ভুত বা মৌলিক ধারণা। পারিবারিক ব্যাপারে বহু পরিবর্তন প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধের জন্ম অথবা কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্ম স্থানচ্যুতি। শিল্প, কলা, সাহিত্যের ব্যাপারে অদ্ভুত বা মৌলিক মতবাদ। শক্তির অল্পপাতে সফলতা কম। নিজের অসাধারণত্বের জন্ম অপরের সঙ্গে খাপ খায় না। অদ্ভুতভাবে বিবাহ। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিঙ্গ বা বিচ্ছেদ, যদি না স্ত্রী অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হন। পরগৃহে অথবা কোন ধর্মশালা, হাঁসপাতাল, বা সাধারণের আশ্রয়স্থানে মৃত্যুর আশঙ্কা। আধ্যাত্মিক সাধনা করতে পারলে যোগে দেহত্যাগ হতে পারে। দীর্ঘকালব্যাপী হুরারোগ্য ব্যাধিও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ধর্মের ব্যাপারে বা জ্ঞানের চর্চায় প্রতিভাশালী বন্ধুর সংসর্গ। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বন্ধুর সাহায্য লাভ। কর্মস্থানে পরিবর্তনের জন্ম উন্নতিতে বাধা।

### বরুণ তুলসী

দ্বৈত-স্বীতির আকাজকা। অপরের সঙ্গে সহজে মিশতে পটু। সাধারণত লোকপ্রিয়। যৌন-আকর্ষণ প্রবল। স্ত্রীলোকের প্রিয়পাত্র। আলস্য বা অবহেলার জন্ম বিফলতার দুঃখ। শৃঙ্খলার অভাবের জন্ম অর্থহানি। সহসা প্রাপ্তি। খুব তীব্র রসবোধ। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সব জিনিষ বোঝবার শক্তি। মনোভাব সুন্দর কোরে প্রকাশ করবার ক্ষমতা। শিল্প-কলা থেকে আনন্দ-লাভ। শেষ বয়সে তীর্থস্থানে বা অদ্ভুত আবেষ্টনের মধ্যে বাস। কোন বিচিত্র কাজে লিপ্ত হয়ে অর্থক্ৰান্তি। অসাধারণ মৃত্যু। সাধু-সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি। অসাধারণ কর্মের জন্ম ধ্যাতি বা অধ্যাতি। ভ্রমণের দ্বারা লোকপ্রিয়তা। কোন গুপ্ত কর্মের জন্ম শত্রু দ্বারা নিন্দা-প্রচার।

## রশ্চক রাশি

### রবি রশ্চকে

একগুঁয়ে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উচ্চাভিলাষী। পছন্দ না-পছন্দ পরিষ্কার-ভাবে নিদিষ্ট। নিজের সম্বন্ধে গর্ব ও বিশ্বাস। সাধারণত রক্ষণশীল, কিন্তু নিজের অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্ত বড় পরিবর্তনেও রাজী। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু, অথবা পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ। উত্তরাধিকারহুত্রে সম্পত্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অপব্যয়ের দ্বারা বা নানারকম ঝগাটে সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। অর্থপ্রাপ্তিতে ও সাফল্যে বাধাবিহ্ন। মস্তিষ্কপীড়া বা মানসিক ব্যাধি। শেষ বয়সে মনোকষ্ট বা শোক। রহস্যময় ব্যাপারের দিকে আকর্ষণ। নিজের সম্মানরাখবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা। অর্থের জন্ত অপরের সহযোগিতা। অংশীর বা স্ত্রীর মৃত্যুতে প্রাপ্তি। আত্মহত্যার ইচ্ছা। বিকলতার নৈরাশ্য মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির গুপ্ত শত্রুতায় ক্ষতি। পদস্থ মুকব্বীর সাহায্যে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা। উচ্চপদস্থ ও বিখ্যাত ব্যক্তির সাহচর্য। ধর্মের ব্যাপারে গুরুদ্রোহিতা। কোন সংসদ, পরিষদ ইত্যাদির ব্যাপারে উচ্চপদ বা খ্যাতি।

### চন্দ্র রশ্চকে

গোপনতা-প্রিয়, লোকের সামনে আসতে নারাজ। নিজের মনোভাব গোপনে পটু। ভোগী, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ঝোঁক। প্রতিহিংসা-পরায়ণ—মনে প্রতিশোধের বাসনা অনেক দিন ধরে থাকে। প্রবৃত্তির প্রাবল্য। পারিবারিক সুখের অভাব। অনর্থক ব্যয়, বা

অপব্যয়। গৃহভূমির ব্যাপারে বিবাদ ও ক্ষতি। গুহুদেশের বা জননেন্দ্রিয়ের পীড়ার প্রবণতা। বহু পুত্রকন্ঠা। শেষ বয়সে পুত্রকন্ঠার জন্ম পারিবারিক অশান্তি। বাল্যকালে রোগী। পিতামাতার পক্ষ থেকে দুঃখ। প্রবল যৌন-আকর্ষণ, কিন্তু স্ত্রীপক্ষ থেকে স্মুখের অভাব। নীচ ব্যক্তির সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়। কোন অংশীদারী ব্যাপারে ক্ষতি। নীতিবিরুদ্ধ কাজের জন্ম অপবাদ। কর্মক্ষেত্রে অনেক নীচ জাতীয় ব্যক্তির সংশ্রব। স্ত্রীলোকের দ্বারা শত্রুতার জন্ম উন্নতিতে বাধা ও মানহানি। কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা চালিত। তীর্থভ্রমণে বা সাধারণ ধর্মকর্মে ব্যয়।

### মঙ্গল স্বশিচকে

অত্যন্ত গর্কিত। নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস। পরমত-অসহিষ্ণু। নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হওয়া সম্ভব। বিবাহের দ্বারা আর্থিক সুবিধা। আর্থিক ব্যাপারে বিবাদ-বিসম্বাদ। দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্তি। শেষ বয়সে দ্যুতক্রীড়ায় লাভ বা লোকসান। বিবাহের ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। জ্ঞানলাভের জন্ম পরিশ্রম। অপরের ক্ষতিতে লাভ। সহসা মৃত্যু। বৃথা ভ্রমণে বহু ব্যয় বা ক্ষতি। কর্মস্থলে প্রতাপশালী ব্যক্তি বা উচ্চ রাজকর্মচারীর সাহায্য লাভ। গভর্নমেন্টের অথবা জন-সাধারণের সংশ্রবে পদপ্রাপ্তি। অধীনস্থ ব্যক্তি বা বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে খ্যাতিলাভ। ধর্মের ব্যাপারে অদ্ভুত ঝোঁক বা গোঁড়ামি। গোঁড়ামির খাতিরে বহু ব্যয়।

### বুধ স্বশিচকে

একগুঁয়ে—মত পরিবর্তন করানো শক্ত। গভীর একাগ্রতা। রহস্য-ভেদে পটু। তর্ক-বিতর্কে নিজের জেদ বজায় রাখতে সক্ষম। শ্লেষণপূর্ণ

কথাবার্তা বা হাশুপরিচাসে পটু। ভ্রাতাভগ্নীর বিরোগ বা বিচ্ছেদজনিত দুঃখ। কোন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের জন্ম পরিশ্রম। শেষ বয়সে সন্তানাদির জন্ম অত্যন্ত উদ্বেগ। কোন গুপ্ত বা গোপনীয় ব্যাপারে অংশীর সহযোগিতায় লাভ। সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ। দেয় ও প্রাপ্য অর্থের জন্ম বিবাদ। ভ্রমণে বিপত্তি বা দুর্ঘটনা। শিক্ষিত বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি। অধীনস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য। কোন সভা বা সংসদের কর্মে খ্যাতি। সাধারণের সংশ্রবে কোন ব্যাপারে জড়িত হয়ে দুর্গাম।

### বৃহস্পতি বৃশ্চিকে

অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ, প্রথর আত্মসম্মান জ্ঞান। প্রবল আত্মাভিমান। মনে মনে নিজের সম্বন্ধে গর্ভ। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য। মামলা-মোকদ্দমা বা আইনসংক্রান্ত ব্যাপার থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভ। আধ্যাত্মিক সাধনায় সাফল্য। একাগ্র পরিশ্রম দ্বারা মানসিক শক্তি লাভ। জীবনের শেষে সন্তানের ব্যাপার থেকে বিশেষ সুখ বা বিশেষ দুঃখ। পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম উৎসুক। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বা দেহের উন্নতি সাধনে মনোযোগী। জীবনের শেষে মনোকষ্ট বা হৃদ্রোগ। অর্থশালী ব্যক্তির সহযোগিতা। ধনীগৃহে বিবাহের সম্ভাবনা অথবা স্ত্রীর সাহায্যে উন্নতি। গোপনীয় ব্যাপারের দায়িত্ব গ্রহণ। ধনী বা জ্ঞানী ব্যক্তির সাহায্যে খ্যাতি লাভ। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠা লাভ। কোন গোপনীয় কর্মের ভার নিয়ে বিদেশ গমন। রাজনীতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হয়ে অশুভ পরিণাম।

### শুক্রে বৃশ্চিকে

কৌশলী। মধুর ব্যবহারের দ্বারা কাজ উদ্ধার কোরে নিতে পটু। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে খুব লক্ষ্য। গুপ্ত উপায়ে লাভ। স্ত্রীপক্ষ

থেকে অথবা কোন স্ত্রীলোকের সম্পত্তি থেকে লাভ। লাভজনক কর্ম সম্বন্ধে চিন্তা। বিলাসিতার দ্রব্যাদির স্খ। আহার-বিহারে আড়ম্বরের পক্ষপাতী। গুপ্ত প্রেমের দিকে ঝাঁক। শেষ বয়সে সচ্ছলতা। অধীনস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্য। ভাগ্যবতী স্ত্রী, কিন্তু জীবনে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রভাব খুব কম। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গুপ্ত প্রেমের ব্যাপারে বিবাদ। বৈদেশিক কোন ব্যাপারে অর্থহানি ও ক্ষতি। স্ত্রীলোকের দ্বারা অপবাদ প্রচার—কর্মস্থলে বহু ধনশালী বা ভদ্রবংশীয় ব্যক্তির সংশ্রব। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে অর্থপ্রাপ্তি ও অর্থনাশ এবং তার জন্ম প্রতিষ্ঠা অথবা সম্মানহানি। বিদেশে বা বিদেশীর সংশ্রবে বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

### শনি রুশিচকে

স্বার্থের দিকে অতিমাত্রায় ঝাঁক। সাবধানী ও চতুর, কিন্তু উচ্চ আদর্শপূর্ণ মানসিকতা নেই। সংযমী ও সঞ্চয়ী। দেহ স্খ রাখবার দিকে খুব বেশী লক্ষ্য। অপরের ক্ষতি কোরে উপার্জন, কিম্বা অপরের ক্ষতিতে পরোক্ষভাবে লাভ। ধর্মের বাহু অলুষ্ঠানের পক্ষপাতী, প্রকৃত ধর্মভাব কম। দেহ স্খ রাখবার উদ্দেশ্যে সব বিষয়ে মিতাচার। শেষ জীবনে আত্মীয়-বিয়োগ বা আত্মীয়-বিচ্ছেদের জন্ম দুঃখ। নির্জনবাসের প্রবল ইচ্ছা। মামুলী কাজে রত। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্ম অশান্তি। অংশী বা সহকর্মীর জন্ম অর্থক্ষয়। শক্তিশালী শত্রুর প্রতিদ্বন্দিতায় সাফল্যে বাধা। বিদেশে বা তীর্থস্থানে নির্জনবাস। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রে বন্ধনের আশঙ্কা। নেতা হবার যোগ্যতা। কর্মস্থলে চিন্তাশীল ব্যক্তির সাহায্য। প্রতিষ্ঠাশালী ও বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। কর্মোপলক্ষে বহু ভ্রমণ। দরিদ্র বা নগণ্য আত্মীয়। নির্জনে রহস্যময় মৃত্যু।

### ব্রাহ্ম বৃশ্চিকে

গুপ্ত ও রহস্যময় ব্যাপারের দিকে খুব বেশী ঝোঁক। ঈর্ষ্যাপরায়ণ। বহু ভোগী, কিন্তু স্নেহচির অভাব। কোন গুপ্ত যড়যন্ত্রের ব্যাপারে ক্ষতি। অসৎ-সংসর্গে ব্যয়। পরধন-প্রাপ্তি। আহার-বিহারে লোভ। গোপনীয় ব্যাপার এবং সব রকম আড়ার দিকে অদ্ভুত আকর্ষণ। বাজে speculationএ সম্পত্তিনাশ। শেষ বয়সে স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আত্মীয় স্ত্রীলোকের জন্ম অশান্তি। অপব্যয়ী বা বেহিসাবী স্ত্রী। বহু ভ্রমণ—জলযাত্রা—দুর্গম প্রদেশে প্রবাস। কর্মস্থলে বহু নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির সংসর্গ। কোন সংসদ-পরিষদে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্ম কর্মহানি। বন্ধুর জন্ম বিপদগ্রস্ত। ভ্রমণ সময়ে মৃত্যু। জীবনের শেষে বহু পর্যটন।

### কেতু বৃশ্চিকে

সব বিষয়ে অত্যন্ত আত্মপরায়ণ। সব বিষয় গোপন করবার অত্যন্ত ইচ্ছা। নিজের মনোভাব কাউকে জানতে দিতে অনিচ্ছা। সব বিষয়ে কৌশল অবলম্বন। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে থাকবার ইচ্ছা। বহুলোকের মাঝে থাকলেও কারো সঙ্গে হৃদয়ের যোগ নেই। পরের অনিষ্ট দ্বারা নিজের অর্থলাভ। কোন গোপনীয় ব্যাপারে অন্তরে সঙ্গে জড়িত হয়ে অর্থনাশ। কোন দৈব দুর্ঘটনায় সাফল্যে বাধা। অদ্ভুত মনোভাব—কর্মের অনিচ্ছা। জীবনের শেষে সঙ্গবিহীন। পরগৃহে বাসের জন্ম অথবা পারিবারিক বিভ্রাটের জন্ম কষ্ট। মানসিক রোগে পীড়িত। কটুভাষী স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্ম বিফলতা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যু। নিজের হঠকারিতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ঝোঁক দিলে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা। কর্মের ব্যাপারে

সাহায্যকারীর সংখ্যা খুব কম। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা। ধর্মের জন্য আত্মত্যাগ বা সন্ন্যাস।

### প্রজ্ঞাপ্রতি হুশিচকে

অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ। ধ্বংসকারী মনোবৃত্তি। সব রকম বন্ধন ছিন্ন করবার পক্ষপাতী। সব বিষয়ে স্বাধীনতা-প্রিয়। নূতন ধরণে বা কোন নূতন পদ্ধতি অবলম্বন কোরে উপার্জন। খামখেয়ালি বা মৌলিক মনের ভাব। পারিবারিক ব্যাপারে অমনোযোগ। শেষ বয়সে স্নেহ-স্ট্রীতির ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাংসারিক বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। অদ্ভুত কর্মচারী বা দাসদাসী। স্ত্রীব জন্তু বা অংশীর জন্তু উপার্জনে বাধা, বা অনিশ্চিত আয়। দৈব ব্যাপারে বিশ্বাসের অভাব। বিদেশে নির্জন-বাস। জ্ঞান-যোগে সিদ্ধি। কর্মস্থলে প্রতিভাশালী বা বিচিত্র সহযোগী। কোন সংসদ বা পরিষদের ব্যাপারে খ্যাতি ও অখ্যাতি। ভ্রমণে নানারূপ বিপদ বা দুর্ঘটনা। দূর বিদেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

### স্বরূপ হুশিচকে

জটিল ও রহস্যপূর্ণ ব্যাপারের দিকে এবং মন্ত্র, তন্ত্র, ভৌতিক ব্যাপার প্রভৃতির দিকে অস্বাভাবিক আকর্ষণ। ঘৌন প্রেমের অদ্ভুত ধারণা। গুপ্ত প্রেমের অভিজ্ঞতা। কোন গোপনীয় ব্যাপার থেকে অপ্রত্যাশিত লাভ। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে অর্থহানি। পরিশ্রমে অনিচ্ছা। মানসিক ব্যাধির আশঙ্কা। জীবনের শেষার্ধ্বে প্রেমের ব্যাপারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একস্থানে বেশী দিন থাকিতে অনিচ্ছুক। কলা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির ব্যাপারে পরিশ্রম। আত্মীয় স্বজনের জন্তু উদ্বেগ। বিবাহে লাভ। স্ত্রীর জন্তু অতিরিক্ত ব্যয়। দূর ভ্রমণ বা সমুদ্রযাত্রায় বিপদ। বহু অক্ষম ব্যক্তির সংশ্রবে কর্ম। বিচিত্র-বর্ষা বন্ধ। ভ্রমণ কালে মৃত্যুর আশঙ্কা। অদ্ভুত মৃত্যু।

## ধনু রাশি

### স্নবি ধনুতে

উচ্চ জ্ঞানের দিকে ঝোঁক। দর্শন, বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতিতে স্বাভাবিক পটুত্ব। ত্রায় ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। স্পষ্টবাদী, পক্ষপাত-শূন্য, স্বাধীনতাপ্রিয়। কর্মশীল ও চঞ্চল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কর্মপটু ও কর্মশীল। গুপ্ত উপায়ে সাফল্য। ছাত্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। সম্ভানের জন্ত চিন্তা। পিতামাতার জন্ত দুশ্চিন্তা। প্রতিষ্ঠাশালী বহু আত্মীয়। দুই গৃহ বা দুই বাসস্থান। ঋণঘটিত ব্যাপার থেকে বা অপরের বিপদ থেকে নিজের লাভ। সাধারণত জীবনীশক্তি বেশী। বিদেশে প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানের ব্যাপারে বা বিশেষ কোন কাজে যোগ্যতার জন্ত প্রতিষ্ঠা। দানের দ্বারা বিশেষ খ্যাতি। বিদ্বান ও খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির সাহচর্য। উচ্চপদস্থ বন্ধু। সহসা বিশেষ উন্নতি। মুরুব্বীর মৃত্যুতে বা অভিভাবকের মৃত্যুতে সাফল্যে বাধা। রাজার সঙ্গে বা কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা।

### চক্ষু ধনুতে

ভ্রমণশীল। তীক্ষ্ণ অনুভূতি। অধীর, চঞ্চল, ব্যস্তবাগীশ। শিক্ষক বা উপদেষ্টার ভাব প্রবল। এক সঙ্গে দু'রকম কাজে অর্থোপার্জন। উত্তরাধিকারস্বত্রে লাভ। চাষবাস, গৃহভূমি-সংক্রান্ত কাজ অথবা চতুপদ জন্তুর সংশ্রবে কোন কাজে আনন্দ। পারিবারিক ব্যাপারে চিন্তা। জীবনের শেষ ভাগে কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগ। দুই বাসস্থান।



জীবনের শেষে স্থান-পরিবর্তন। গৃহভূমির ব্যাপারে আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাদ। ঋণাদির ব্যাপারে অর্থ বা সম্পত্তির হানি। স্বাস্থ্যের জ্ঞান ভ্রমণ। সন্তান সম্বন্ধে অথবা প্রীতির পাত্রের সম্বন্ধে ক্রমাগত চিন্তা। দুই বিবাহের সম্ভাবনা। স্ত্রীর সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তা। শিরঃপীড়া অথবা গলা বা মুখের রোগের প্রবণতা। কারো মৃত্যুতে উন্নতির বাধা। ভ্রমণ বা শারীরিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্যোন্নতি। সমুদ্রযাত্রা বা দূর তীর্থযাত্রার সম্ভাবনা। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে অপবাদ, অবনতি বা অর্থহানি। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে পরিচয়। কর্মোপলক্ষে প্রবাস বা দূরভ্রমণ।

### অঙ্গুল প্রসূতে

অত্যন্ত তেজস্বী ও উৎসাহী। অতি-মাত্রায় উৎসাহশীল। হঠকারী ও রূঢ়ভাষী। বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত। দুঃসাহসিক কাজে খ্যাতি। কোন ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হবার আশঙ্কা। অপরের মৃত্যুতে লাভবান। আত্মীয়ের সঙ্গে গুরুতর বিবাদ। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কার্যক্ষমতা। গৃহভূমির ব্যাপারে উদ্বেগ। সন্তানের ব্যাপারে মনোকষ্ট। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসের জ্ঞান স্বাস্থ্যহানি। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি। ভ্রমণে যানবাহন থেকে বিপদের আশঙ্কা। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য—দুই স্ত্রীর সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা নিন্দাপ্রচার। অপরের সহযোগিতায় মানসিক শক্তিবৃদ্ধি। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে বন্ধুবিচ্ছেদ। তাগ বা সাহসিকতার জ্ঞান প্রতিষ্ঠা বা উচ্চপদ লাভ।

### বুধ প্রসূতে

জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতির দিকে ঝোঁক। বহুমুখীন প্রকৃতি—নানা বিষয়ে অল্পবিস্তার জ্ঞান থাকা সম্ভব। একটু অব্যবস্থিতচিত্ত। লেখাপড়ার ব্যাপারে গভীর বিষয়ের

দিকে ঝাঁক। আর্থিক ব্যাপারে স্ত্রীর বা অংশীর সঙ্গে বিরোধ। কোন গুপ্ত ব্যাপার থেকে আয়। লেখাপড়ার ব্যাপারে অথবা শিক্ষার ব্যাপারে বাধাবিঘ্ন। আত্মীয়-বিরোধ। শেষ বয়সে নাড়ীমণ্ডলের দুর্বলতা। পারিবারিক ব্যাপারে অনর্থক উদ্বেগ। সম্ভানাদির জন্ম ক্রমাগত দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ। ভৃত্যাদির জন্ম গৃহস্থালীর বিশৃঙ্খলা। অপরের সহযোগিতায় পুস্তকাদি রচনার সম্ভাবনা। অপরের সংশ্রবে জ্ঞানলাভ। বিষ-প্রবেশ বা কুচিকিৎসা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ধর্ম বিষয়ে সরল বিশ্বাসী। কর্মক্ষেত্রে সুযোগের অভাব। অল্প-বয়স্ক বন্ধুর দ্বারা সাহায্য। কর্মক্ষেত্রে মিথ্যা অপবাদ। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা মিথ্যা অপবাদ প্রচার। ভ্রমণে শারীরিক কষ্ট অথবা স্বাস্থ্যলাভের জন্ম ভ্রমণ।

### ব্রহ্মস্পতি ধনুতে

উচ্চ জ্ঞান ও দার্শনিকতার দিকে ঝাঁক। ধর্মের ব্যাপারে একাগ্র ভক্তি ও সাধনা। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। ধর্মের বা জ্ঞানের ব্যাপার থেকে লাভ। লেখাপড়ার ব্যাপারে অপরের সাহচর্য। শান্তিপ্রিয়, বিবাদে অনিচ্ছুক। শেষ বয়সে সুখকর কর্ম। পুত্রের সংশ্রবে আনন্দ। অধীনস্থ ব্যক্তির সংশ্রবে পারিবারিক সুখ। অপরের মৃত্যুতে, অথবা বৃত্তি প্রভৃতি থেকে লাভ। বিনা পরিশ্রমে অর্থপ্রাপ্তি। অপরের সঙ্গে ব্যবহারে পটু। ধর্ম সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান। গুরু ও উপদেষ্টার যোগ্য। বিনা আড়ম্বরে বিশেষ উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা। শত্রুর দ্বারা উন্নতির সাহায্য। ধনবান্ বা প্রতিষ্ঠাশালী বন্ধুর দ্বারা সাহায্য। কোন অসাধারণ কর্মে খ্যাতি।

### শুক্র ধনুতে

মার্জিত রুচি ও রসবোধবিশিষ্ট। যাতে মানসিক উন্নতি হয় এরকম সব বিষয়ের দিকে ঝাঁক। অপরকে সাহায্য করবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি।

কোন গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে অথবা কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে লাভ। স্ত্রীর জন্ম বা বিবাহের ব্যাপারে আত্মীয় বিরোধ। জীবনের শেষে মনোমত কর্ম। আনন্দ-প্রেমোদ এবং সব রকম কলা ও শিল্পের দিকে যৌঁক। শান্তি ও আনন্দের পক্ষপাতী। শত্রুর উপরও বিশেষ বিরাগ নেই। কৌশলে শত্রু জয়। পারিবারিক সুখ এবং উত্তম আহার-বিহারে স্বাস্থ্যের উন্নতি। একাধিক বিবাহ বা একাধিক স্থায়ী প্রেম। স্ত্রীলোকের দিকে আকর্ষণ। মৃত্যুর পূর্বে বিশেষ উন্নতি। আনন্দের গুপ্ত ভ্রমণ। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে অপবাদ। বহু বান্ধবীর সাহায্যলাভ। কোন নিঃস্বার্থ কাজে বিশেষ খ্যাতি।

### শনি ধনুতে

কার্যকরী বুদ্ধি। পরিশ্রম করবার ইচ্ছা। উচ্চ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তির অভাব। কূট ও রাজনৈতিক বুদ্ধি। লেখাপড়ায় ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাধা। সাধারণের সংশ্রবে কোন কাজে ঝঞ্জাট ও অশান্তি। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দুঃখ। উত্তরাধিকার হৃত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি-প্রাপ্তিতে বাধা ও ঝঞ্জাট। স্বর্ণজনিত অশান্তি। দাম্পত্য ব্যাপারে মনোকষ্ট। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্ম উদ্বেগ। পারিবারিক সুখের অভাব। জীবনের শেষে আহার-বিহারের কষ্ট। সন্তানের জন্ম মনোকষ্ট। কর্তব্যের জন্ম সাংসারিক দুঃখ। মৃত্যুর পূর্বে আর্থিক অসচ্ছলতা। শেষ বয়সে কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাস। সাধারণের সংশ্রবে কাজে দু'চার-জন বিশ্বস্ত বন্ধু। ত্যাগের দ্বারা বাইরে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা কিন্তু ভিতরে দুঃখ।

### ব্রাহ্ম ধনুতে

ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বিচিত্র মত। অসাধারণ ধর্মের পক্ষপাতী। নানারূপ আজগুবি ব্যাপার নিয়ে চিন্তা। বিনা উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। অপরের

দুঃখজনক ব্যাপার থেকে লাভ। কোন গুপ্ত বা অস্ত্রার উপায়ে উপার্জন। ঋণের ব্যাপারে অর্থনাশ। আত্মীয়ের দ্বারা অদ্ভুতভাবে শত্রুতা। ভ্রাতা ভগ্নী এবং পুত্র কন্যার জন্ম নানারকম অশান্তি। শেষ বয়সে অত্যাচার বা অবহেলার জন্ম স্বাস্থ্যহানি। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার জন্ম বা প্রবাসের জন্ম দুঃখ ও দুঃশিস্তা। স্ত্রীর জন্ম বা অংশীর জন্ম মনোকষ্ট। আহায়ে বিহারে অত্যাচার বা অবহেলা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। উপভোগের জন্ম ভ্রমণ বা বিদেশ-বাস। নীচকর্মে প্রবৃত্তি। কোন অসাধারণ কর্মে নিযুক্ত। গুপ্তশত্রুর দ্বারা নিন্দা প্রচার। কোন গোপনীয় বা গুপ্ত-কর্মের জন্ম বহু ব্যয় ও ভ্রমণ। নীচ ব্যক্তি বা অধার্মিক ব্যক্তির সাহায্যে লাভ। অনিশ্চিত কর্ম।

### কৈতু ধনুতে

খুব উচ্চ আধ্যাত্মিকতা অথবা নাস্তিক্য। সব ব্যাপার অসুন্দরী দ্বিগে বোঝবার ক্ষমতা। যুক্তি-বিচারে ঔদাসীন্য। আজগুবি বুদ্ধি। সহজে অস্ত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। সহসা গুপ্তধন লাভ। আত্মীয়ের সঙ্গে অবনিবনাও ও বিচ্ছেদ। জীবনের শেষে ইচ্ছা কোরে অথবা বাধ্য হয়ে সংঘম ও মিতাচার অবলম্বন। সম্বানের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। বাসকষ্টের জন্ম দুঃখ। ভৃত্যাদির জন্ম বা অপ্রীতিকর আবেষ্টনের জন্ম গৃহস্থালীর ব্যাপারে অশান্তি। অপরের সঙ্গে ব্যবহারে বুদ্ধির অভাব। চোর বা প্রতারকের দ্বারা হানি। গুপ্তশত্রুর শত্রুতায় অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রতিকূলতায় উন্নতির বাধা। কর্মে নীচব্যক্তির সংশ্রব। নিয়ন্ত্রণের ব্যক্তির সহযোগিতায় লাভ। অক্ষমতার জন্ম কর্মহানি।

### প্রজ্ঞাপতি ধনুতে

মৌলিক বা বিচিত্র বুদ্ধি। খামখেয়ালী ও অব্যবহিত-চিত্ত। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা। ভ্রমণ, শিল্পকলা অথবা আইন-

আদালতের ব্যাপারে ঝগড়াট। বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত প্রকৃতি। বিবাহ সম্বন্ধে বিচিত্র মতবাদ। বিবাহের ব্যাপারে আকস্মিক বাধা। আত্মীয়ের সঙ্গে বিরোধ। শেষ জীবনে কর্মের ব্যাপারে ঝগড়াট। পারিবারিক ব্যাপারে অশান্তি—পরিবার মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছেদ। উন্নতি করবার প্রবল উচ্চাভিলাষ। রোমাণ্টিক ব্যাপারের দিকে আকর্ষণ। অকস্মাৎ আশাভঙ্গ বা বিফলতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে প্রতিষ্ঠা। কর্মের ব্যাপারে বহু বাধাবিঘ্ন ও অনিশ্চয়তা। অকস্মাৎ কর্মহানি ও অপবাদ। স্থায়ী বন্ধু খুব কম। এক এক সময় এক এক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বহু বন্ধু-বিচ্ছেদ। আধ্যাত্মিকতা দ্বারা অথবা কোন রকমে বিপন্ন হওয়ার জন্ম খ্যাতি। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে বহু বন্ধু।

### বরুণ প্রস্তুতে

আজগুবি কল্পনা। অদ্ভুত খেয়াল। ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাব। অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন। মন্ত্রতন্ত্রের দিকে, এবং সম্বোধন, ভৌতিকচক্র প্রভৃতির দিকে অত্যন্ত আকর্ষণ। দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ প্রভৃতির ক্ষমতা। ভাল মিডিয়ম হওয়া সম্ভব। অকস্মাৎ পরধন বা গুপ্তধন-প্রাপ্তি। আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে অদ্ভুত অতিশ্রুতি। জীবনের শেষে কর্মহীনতা। আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা প্রভৃতির দিকে প্রবল আকর্ষণ। যৌন প্রেম সম্বন্ধে অদ্ভুত আদর্শ। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার জন্ম অশান্তি। অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা পরিশ্রমের অভাবের জন্ম স্বাস্থ্যহানি। অদ্ভুত-ভাবে বিবাহ। অপরের মৃত্যুতে সহসা লাভ বা সহসা ক্ষতি। আমোদ-প্রমোদের জন্ম ভ্রমণ। জলযাত্রার সম্ভাবনা। অসাধারণ কর্ম। ঔদাসীন্য বা অবহেলার জন্ম কর্মহীনতা। বহু পরিচিত ব্যক্তির সাহায্যে লাভ। বিচিত্র কর্মজীবন। কর্মের জন্ম অসাধারণ খ্যাতি বা অসাধারণ অখ্যাতি।

## মকর রাশি

### রানি মকরে

ধীর ও গভীর প্রকৃতি। পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। উচ্চভিলাষী, শক্তি ও খ্যাতির দিকে লক্ষ্য। মিতব্যয়ী ও মিতাচারী। আত্মপরায়ণ। উচ্চপদ ও সম্মান পাবার যোগ্যতা। সব জিনিষ নিখুঁত করবার দিকে লক্ষ্য। অন্তর্দৃষ্টি এবং যোগ্যতা দিয়ে অর্থ উপার্জন। আত্মীয়-কুটুম্বের জন্ত দুঃখ। নৈরাশ্রপূর্ণ মনোভাব। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা অত্যন্ত কম। স্ববলহী। গুরুজনের বিরোধিতায় পরিবারিক স্মৃথের হানি। সন্তানের জন্ত ক্রমাগত দুশ্চিন্তা। উচ্চ আদর্শ কাজে পরিণত করিবার জন্ত পরিশ্রম। স্ত্রীর জন্ত পারিবারিক দুঃখ ও অবনতি। জীবনের শেষে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্রব। মানসিক কষ্ট মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে সাফল্য। নিজের শক্তি ও ব্যক্তিত্বের জোরে প্রতিষ্ঠালাভ। বন্ধুর দ্বারা শত্রুতা ও অপবাদ-প্রচার। দুঃসময়ে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বা মুকুম্বীর সাহায্যলাভ। ইঞ্জিয়পরতার জন্ত স্বাস্থ্যহানি।

### চন্দ্র মকরে

মিতাচারী, লোকভীক। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, নৈরাশ্র ও বিবাদখিন্তা। পরিবর্তনশীল কর্ম। অস্থায়ী খ্যাতি। সাধারণের সংশ্রবে কাজ। অধিকবয়স্ক স্ত্রীলোকের প্রিয়। উপার্জনের জন্ত ভ্রমণ। বিদেশ থেকে লাভ। আত্মীয়ের মৃত্যুতে অর্থপ্রাপ্তি। সাংসারিক ব্যাপারে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। পরিবার মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ। সন্তানের জন্ত

অত্যন্ত হুশিহুতা ও বঞ্চাট। মেহপ্ৰীতির ব্যাপারে আশাভঙ্গ। অংশীর জন্ত বা স্ত্রীর জন্ত কর্মের ক্ষতি বা অবনতি। তীর্থে বা বিদেশে ভ্রমণের সময় মৃত্যু। ভ্রমণে অর্থব্যয়। সহানুভূতির জন্ত খ্যাতি। বিপন্ন বন্ধুর জন্ত ব্যয় বা ক্ষতি। প্রবাসে বহু অহুগত বন্ধু। কর্মস্থানে বহু শত্রু।

### মঙ্গল মকর

তেজস্বী, উচ্চাভিলাষী এবং খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাবুদ্ধির জন্ত উন্মুখ। দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত—সব ব্যাপারে অগ্রণী। কর্মশীলতা ও সাহসিক কাজের দ্বারা উপার্জন। ভ্রমণ, বিবাদ প্রভৃতি ব্যাপারে অর্থহানি। ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে দীর্ঘায়ু। আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতি। বিবাদ-বিসম্বাদে সম্পত্তিহানি। সম্পত্তি-প্রাপ্তিতে বাধা। পরিবারিক ব্যাপারে সন্তানের জন্ত অশান্তি। মেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে হুঃখ। শেষ বয়সে সন্তানের উন্নতি। নিজের অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম। আশাভঙ্গে অস্বাস্থ্য। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে পরিবারিক সুখের অভাব। আর্থিক ব্যাপারে অংশীর সঙ্গে বিবাদ। মানসিক অশান্তি মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে সহসা লাভ। নিজের চেষ্টায় শেষ জীবনে উন্নতি। কর্মস্থলে উত্তমশীল সহযোগীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠা। বন্ধুর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তশত্রুতা। বিপন্ন বা দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। বিদেশে বিপন্ন অবস্থায় শক্তিশালী বন্ধুর সাহায্যলাভ।

### বুধ মকর

- সাবধানী, হিসাবী, কূটবুদ্ধি। ব্যবহারিক কাজের দিকে ঝোঁক। একটু গোপনতাপ্রিয়। লেখাপড়ার ব্যাপারে বা শিল্পকলার ব্যাপারে খ্যাতি। এজেন্সি বা কন্ট্রাক্টের কাজে যোগ্যতা। বাকপটুতা বা প্রতিভা দ্বারা সাফল্য ও উপার্জন। আত্মীয়ের মৃত্যুতে পারিবারিক

বিভ্রাট। আত্মীয়-কুটুম্বের জন্ম সাংসারিক ঝগড়াট বা অপবাদ। মেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে আশাভঙ্গ। মেহের পাত্ৰের জন্ম অর্থহানি। উন্নতির জন্ম অতিরিক্ত পরিশ্রম। অংশীর জন্ম বা স্ত্রীর জন্ম স্থান-ত্যাগ ও প্রবাস। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে অংশীর সাহচর্যে উন্নতি, সাফল্য ও অর্থপ্রাপ্তি। অস্বাস্থ্যের জন্ম কর্মবৈকল্য। কর্মে গুরুতর দায়িত্ব। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে ক্ষতি ও অপবাদ। speculationএ লোকসান। বিপন্ন অবস্থায় পিতা মাতা অথবা অংশীর দ্বারা সাহায্য।

### ব্রহ্মস্পতি মকরের

মনে মনে উচ্চাভিলাষী। গস্তীর প্রকৃতি। কর্তৃত্ব করবার এবং নিজের মতে কাজ চালানোর ইচ্ছা। ধর্মের ব্যাপার অথবা বৈদেশিক ব্যাপার থেকে উপার্জন। বিদেশে কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে লাভ। কোন বন্ধুর মৃত্যুতে সাফল্য। অংশীর মৃত্যুতে বা কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে উন্নতি। স্ত্রীর সাহচর্যে পারিবারিক সুখ। ভৃত্যের বা কর্মচারীর সুখ। কর্মে আনন্দ। সম্ভানের জন্ম উদ্বেগ। জীবনের শেষে অংশীর সাহচর্যে বা স্ত্রীর সাহচর্যে সম্পদ। মৃত্যুর সময় সচ্ছল অবস্থা। ভ্রমণে সাফল্য ও অর্থলাভ। বিদেশে সম্পত্তি লাভ। সামান্য অবস্থা থেকে অপ্রত্যাশিত উন্নতি। আত্মীয়ের দ্বারা অপবাদ প্রচার। মনোমত কর্ম। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মিত্রতা। বিপদের সময় অর্থশালী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যলাভ।

### শুক্র মকরের

সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের দিকে ঝোঁক। অর্থ ও উপার্জনের ব্যাপারে উচ্চাভিলাষ। অপরের সদিচ্ছা ও সোহार्দ্য পাবার আকাঙ্ক্ষা।



কৌশলের দ্বারা অল্প পরিশ্রমে বেশী উপার্জন। গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে অর্থহানি ও মনোকষ্ট। স্ত্রীপক্ষ থেকে অর্থপ্রাপ্তির আশা, কিন্তু তাতে বাধাবিহীন। মনোমত স্ত্রীর সাহচর্যে সাংসারিক সুখ। নিজের কার্যক্রমতার উন্নতি এবং আনন্দ। স্নেহপ্ৰীতির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। নিজের আনন্দের জন্য পরিশ্রম। অপরের সাহচর্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ। মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী-বিয়োগ অথবা স্ত্রীর জন্য দুঃখ। বিদেশে অপরের সাহায্যে এবং নিজের পরিশ্রমে অর্থাগম। সন্তানের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি। অভিজাত শ্রেণীর বন্ধুর সংশ্রবে আনন্দ ও উন্নতি। গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে বন্ধু-বিচ্ছেদ। বিপদের সময় বন্ধুর দ্বারা পরিত্যক্ত। কোন বান্ধবীর মৃত্যুতে আশাভঙ্গ ও ক্ষতি।

### শান্নি সন্ধের

উচ্চাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ, অপরের সুখ-দুঃখে উদাসীন। নিজেই নিজের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ। একাকী থাকবার ও কাজ করবার ইচ্ছা। কর্মক্ষেত্রে সকলের উপরে থাকবার চেষ্টা। স্বাবলম্বী ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কূটবুদ্ধি দ্বারা সাফল্য। উচ্চ পদ বা দায়িত্বপূর্ণ কর্ম থেকে অর্থাগম। আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। বিষাদপূর্ণ মনোভাব। জীবনের শেষে অংশী, সহযোগী অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে দুঃখ। স্বার্থপর সন্তানের জন্য দুঃখ। স্নেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে উদাসীন। অধীনস্থ ব্যক্তিদের জন্য আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট। স্ত্রীর জন্য গৃহস্বত্বের হানি। মৃত্যুর পূর্বে শোচনীয় মনোভাব। বিদেশে সাফল্য ও উন্নতি। নিজের দৈর্ঘ্য, গাভীর্ঘ্য, নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উন্নতি। বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত কম। বাধ্য হয়ে বন্ধুর বা পরিচিত ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হতে হয়। বিপদের সময় খুব কম লোকেরই সাহায্য পাওয়া যায়।

### ব্রাহ্ম মকরে

যোগ্যতা থাক্ আর না-ই থাক্ সব জায়গায় বড় হবার ইচ্ছা। এক কাজে লেগে থাকতে অপারক। পরিবর্তন-প্রিয়। বেশী কষ্টকর বা পরিশ্রমসাম্য কাজে অনিচ্ছা। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাব। ভ্রমণের দ্বারা ও বিদেশ থেকে উপার্জন। আত্মীয়স্বজনের ষড়যন্ত্রে দুঃখ। পারিবারিক ব্যাপারে শত্রুর দ্বারা অপবাদ-প্রচার। নিজের স্ত্রী অথবা অপর কোন স্ত্রীলোকের জন্ম সংসারের বিশৃঙ্খলভাব। প্রবল ভোগের ইচ্ছা। ইন্দ্রিয়পরতা বা অতিরিক্ত ভোগের জন্ম স্বাস্থ্যহানি। পুত্রকন্টার জন্ম দুশ্চিন্তা। মৃত্যুকালে মস্তিষ্কের পীড়া। বিদেশে নিন্দিত উপায়ে লাভ। স্বার্থপরতার জন্ম কর্মহানি। নিজের আবেগের প্রাবল্যে কাঁর্য্যসিদ্ধি। বন্ধুর জন্ম বিপদ। বিপদকালে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা। শেষ বয়সে অবাঞ্ছনীয় সংসর্গ।

### কেতু মকরে

কর্মে অনিচ্ছা বা উদাসীনতা। গুপ্তস্থানে বা গোপনভাবে কর্ম করবার ইচ্ছা। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের দিকে ঝোঁক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সিদ্ধি। অধীনস্থ ব্যক্তির সংশ্রবে অথবা স্নেহসংসর্গে খ্যাতি। চেষ্টা করলে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হতে পারে। পারিবারিক জীবনে বিয়। শেষ বয়সে সঙ্গ-ত্যাগ। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে বৈরাগ্য। ভৃত্য, কর্মচারী বা অধীনস্থ ব্যক্তির জন্ম মনোকষ্ট। বিবাহের পর বা স্ত্রীর জন্ম সাংসারিক দুঃখ। শত্রু-পীড়ার স্থানচ্যুতি বা পরগৃহ-বাস। মৃত্যুর পূর্বে আত্মীয়-বিচ্ছেদ এবং মনের উদাসীনভাব। বিদেশে বা ভ্রমণকালে চোর বা প্রতারকের দ্বারা ক্ষতি। গুপ্তকর্মে লিপ্ত। নীচকর্মের জন্ম বা সমাজের অননুমোদিত কর্মের জন্ম অপবাদ। নীচ শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতার

অবনতি। বিপদের সময় বন্ধু দ্বারা পরিত্যক্ত। আশাভঙ্গ বা বন্ধু-বিচ্ছেদে দুঃখ।

### প্রজ্ঞাপতি মকর

অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ। উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং তার জন্ম পরিশ্রম। প্রবল আত্মাভিমান। কোন কাজে সন্তুষ্ট নয়—সব কাজে আরও বেশী উন্নতির আকাঙ্ক্ষা। মুকুব্বী বা গুরুজনের সঙ্গে বিরোধ। নিজের কর্মক্ষমতার সাফল্য ও উপার্জন। মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়-বিরোধ ও মনোকষ্ট। পারিবারিক ব্যাপারে ঝগাট। শেষ বয়সে দেয় বা প্রাপ্য অর্থ নিয়ে বিবাদ। স্নেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দিতার জন্ম উদ্বেগ। কোন মৌলিক গবেষণায় পরিশ্রম। অংশীর জন্ম অত্যন্ত অশান্তি। সহসা শোক। বিবাদ-বিসম্বাদের জন্ম অর্থহানি ও ক্ষতি। নিজের শক্তিতে উন্নতি। নিজের স্বাধীনতাশ্রিয়তার জন্ম বিবাদ। বন্ধুর সঙ্গে বেশীদিন সৌহার্দ্য থাকে না। বিপদের সময় অবিচলিত।

### বরুণ মকর

বিচিত্র কর্ম এবং গুপ্ত ব্যাপারের দিকে ঝোঁক। অদ্ভুত আবেষ্টনের মধ্যে কর্ম। নিন্দিত কর্মের জন্ম অপবাদ। ভ্রমণের দ্বারা এবং বিদেশস্থ বন্ধুর সাহায্যে লাভ। আত্মীয়ের জন্ম মনোকষ্ট ও অপবাদ। বিচিত্র আবেষ্টনে বাস। আমোদ-প্রমোদ বা গুপ্ত প্রেমের জন্ম কাজে বাধা। শারীরিক অত্যাচার ও অবহেলায় বা নেশার দ্বারা স্বাস্থ্যহানি। অসৎ সংসর্গের জন্ম সাংসারিক বিশৃঙ্খলা। গুপ্ত বা রহস্যময় ব্যাপারে মানসিক আনন্দ। বিদেশে পরধন-প্রাপ্তি। নিজের আমোদ শ্রিয়তার জন্ম খ্যাতি বা অখ্যাতি। বন্ধুর জন্ম অপবাদ। অসৎ সঙ্গে বা নীচ সঙ্গে অবনতি। বিপদের সময় অপ্রত্যাশিত সাহায্য।

## কুম্ভ রাশি

### রশি কুম্ভে

সঙ্গপ্রিয়, কিন্তু কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না। অপরের সংশ্রবে কাজ ভাল লাগে। একাগ্র ও কার্যপটু। পরের জন্ত কাজে পটুত্ব বেশী প্রকাশ পায়। রাজ-কর্ম বা কোন উচ্চকর্ম দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সংশ্রবে লাভ। লেখাপড়া বা শিল্পকলার ব্যাপারে মৌলিকতা। উত্তরাধিকার স্বত্রে সম্পত্তি-প্রাপ্তি কিন্তু সম্পত্তি-প্রাপ্তিতে বাধাবিঘ্ন বা বিলম্ব। পারিবারিক কারণে বা গৃহভূমির ব্যাপারে অর্থহানি। কল্লিত বা উদ্ভিষ্ট বর্ষে বিঘ্ন। আশা-ভঙ্গ। বায়ুরোগের আশঙ্কা। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বা কাজকর্মের জন্ত দুশ্চিন্তা। স্ত্রীর বা অংগীর ব্যাপারে আনন্দ। মৃত্যুর পূর্বে স্থবিরত্ব। ধর্ম সম্বন্ধে বিচিত্র মনোভাব। নূতন আবিষ্কারের দিকে ঝাঁক। প্রগাঢ় ভক্তি অথবা পূর্ণ নাস্তিক্য। সাফল্যের জন্ত খ্যাতি। নিজের মহত্বের বা কর্মশক্তির জন্ত বহু অহুগত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সদৃষ্টি লাভ। কর্মহানি বা রাজরোষের জন্ত অপবাদ। পরিবারে কোন গুপ্ত ব্যাপার।

### চক্র কুম্ভে

সামাজিক ও মিশুক। সহজেই লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পটু। সহানুভূতিশীল। উচ্চ আশা এবং উন্নতির ইচ্ছা। অপরের সংসর্গ জীবনের উপর খুব বেশী প্রভাব স্থাপন করে। নানারকম কর্ম থেকে আয়। প্রয়োজনীয় শিল্পকলা প্রভৃতি থেকে লাভ। বিদেশস্থ আত্মীয়ের তরফ থেকে লাভ। শেষ বয়সে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝাঁক।

কারো মৃত্যুতে স্থানচ্যুতি। স্বীর অস্বাস্থ্যের জন্য চিন্তা। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে ক্ষতি। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য অশান্তি। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য কাক্সের ক্ষতি। অংশীর সহযোগে উন্নতি। গুপ্ত প্রেমের ব্যাপারে অশান্তি। মৃত্যুর পূর্বে স্থানত্যাগ বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে পরিবর্তন। বিদেশে আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখ। কর্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য বাধাবিঘ্ন। সহায়ভূতি ও সঙ্গ-প্রিয়তার জন্য বহু বন্ধুলাভ। কোন গুপ্ত ব্যাপারের সংশ্রবে ক্ষতি, অপবাদ বা অবনতি।

### অক্ষয় কুন্তে

তর্ক-বিতর্ক-প্রিয়—মস্তিষ্ক প্রায় উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। উচ্চ আশা। উৎসাহযুক্ত মন। কোন গোপনীয় কারণে বন্ধুবিরোধ। বন্ধুর দ্বারা পীড়িত। কর্মস্থানে ঝগাটের জন্য বা অপবাদের জন্য অর্থহানি। নিম্নিত উপায়ে লাভ। ভ্রাতা-ভগ্নীর জন্য অত্যন্ত দুঃশিন্তা। ভ্রমণে কষ্ট। জীবনের শেষে মনোকষ্ট ও কর্মহানি। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে পারিবারিক কারণে বাধা। মানসিক ব্যাধি ও রক্তসংক্রান্ত ব্যাধির প্রবণতা। অতিরিক্ত পরিশ্রমে কঠিন রোগ। প্রীতির পাত্রের জন্য বিবাদ। মৃত্যুর পূর্বে সংসারে অশান্তি। কোন দুর্ঘটনায় বা ঋণাদির ব্যাপারে ভূমিনাশ। বিদেশে ভ্রাতা-ভগ্নীর ব্যাপারে মনোকষ্ট বা আশা-ভঙ্গ। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে সাফল্যের জন্য খ্যাতি। বুদ্ধিমত্তা ও কৃতিত্বের জন্য বন্ধুলাভ। অপব্যয় ও অদূরদর্শিতার জন্য দুঃখ ও দুর্দশা।

### বৃষ্ণ কুন্তে

জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট কর্মে পটু। সঙ্গ-প্রিয়, নির্জ্ঞনতা ঘেবী। কোন সংসদ বা পরিষদের ব্যাপারে পরিশ্রম। আনন্দজনক কর্মে সাফল্য ও লাভ। বাস পরিবর্তনের জন্য চিন্তা। জীবনের শেষে কোন আত্মীয়ের

মৃত্যুতে শোকা। মনোমত স্ত্রীর জন্ম সুখ। বিষয়-কর্মে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্ম স্বাস্থ্যহানি। নেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কোন Speculation-এর ব্যাপারে অংশীর দ্বারা ক্ষতি। মৃত্যুর পূর্বে পারিবারিক ঝগড়া। আত্মীয়ের ব্যাপারে বিবাদ। লেখাপড়ার সংশ্রবে ভ্রমণ। পরিশ্রম ও বুদ্ধিকৌশলে সাফল্যের জন্ম খ্যাতি। বন্ধুর ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ—বন্ধুও জন্ম বিপন্ন। শত্রুর বিশ্বস্বাতকতায় ক্ষতি। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা ও অপবাদ প্রচার।

### বৃহস্পতি কুম্ভে

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা। পরোপকারী ও সুহৃদুভূতি শীল। হুঃস্থ ও বিপন্নের সাহায্যে সর্বদা উন্মুখ। আশায়ুক্ত মন। বহু বিদেশী ও জ্ঞানী বন্ধুর সাহায্য লাভ। কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্মে অথবা সংসদ-পরিষদ সংশ্লিষ্ট কর্মে সাফল্য ও লাভ। বিষয়-কর্মে সাধুতা ও দক্ষতা। জীবনের শেষে কর্মহীনতা বা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক। নেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে আনন্দ। কুটুম্বের সঙ্গে সৌহার্দ্য। বিশ্রামের অভাবে স্বাস্থ্যহানি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম উদ্বেগ। উৎসব-আনন্দের ব্যাপারে অপরের সহযোগিতা। মৃত্যুর পূর্বে পরিবার মধ্যে শান্তি ও সচ্ছলতা। জ্ঞান-বুদ্ধির জন্ম ভ্রমণ বা ভ্রমণে বহু অভিজ্ঞতালাভ। বদান্ততার জন্ম এবং বিগ্ণাবুদ্ধির দ্বারা খ্যাতিলাভ। বহু ধনী বন্ধুর সাহায্যে লাভ। দূর যাত্রায় ক্ষতি, অবনতি বা কর্মহানি।

### শুক্রে কুম্ভে

সন্তোষের উচ্চ আদর্শ। সুন্দর বস্তুর দিকে ঝোঁক। ভাল ভাবে থাকবার ইচ্ছা। বহু উচ্চবংশীয়ের সংশ্রব। দেশে বিদেশে বহু বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি। সকলের প্রিয়। মনোমত কর্মে উপার্জন। দূর ভ্রমণে

অহুরাগ। জীবনের শেষে আশাভঙ্গ বা শোক। পারিবারিক ব্যাপাকে গুপ্ত দুঃখের কারণ থাকতে পারে। বন্ধু বা কুটুম্বের সংশ্রবে বিবাহ। স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে সুখ। অধীনস্থ ব্যক্তির সাহায্যে লাভ। মৃত্যুর পূর্বে আহার-বিহারের ব্যাপারে দুঃখ। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মানসিক সুখ। কর্মে অপ্রত্যাশিত সাফল্য। অপরের সংশ্রবে সাফল্যে। নিজের বংশ-গোরবের জোরে বহু বন্ধুলাভ। কোন গুপ্তপ্রেমের জন্তু অপবাদ।

### শনি কুন্তে

পার্শ্ব প্রতিষ্ঠা ও পদগোরবের দিকে ঝোঁক। নিৰ্জনতাপ্রিয়—একা কর্ম করতে ইচ্ছুক। বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গ ভাল লাগে। কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না। পরিশ্রমের দ্বারা অথবা চাকরী প্রভৃতি কর্মে উপার্জন। সরকারী কাজে বা দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য। অর্থজনিত খ্যাতি। ব্যবহারিক বুদ্ধি—মনের ভাব সহজে বাইরে প্রকাশ পায় না। শেষ জীবনে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক। বার্কক্যে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সম্মানের সঙ্গে মনোমালিন্য। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্তু উদ্বেগ। দুশ্চিন্তা এবং আহার-বিহারে কঠোরতার জন্তু স্বাস্থ্যহানি। স্ত্রীর সঙ্গে সৌহার্দের অভাব। নিৰ্জনে বা অপ্রীতিকর আবেষ্টনের মধ্যে মৃত্যু। ভ্রমণে অনিচ্ছা। রূপণতার জন্তু অখ্যাতি। মিতাচারের দ্বারা অর্থসঞ্চয় ও প্রতিষ্ঠালাভ। বন্ধুর সংখ্যা খুব কম। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষতি।

### ব্রাহ্ম কুন্তে

অস্তুত প্রবৃত্তি। লক্ষ্যের বা উদ্দেশ্যের কোন স্থিরতা নেই। নীচ সংসর্গ ভাল লাগে। বহু লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব কিন্তু প্রায়ই বন্ধুবিরোধ হয়। ন্যায় অন্তায় নানা উপায়ে উপার্জন। পরিবর্তনশীলতার জন্তু উপার্জনে

বাধা। বহু ভ্রমণ। কোন আত্মীয়ের সংশ্রবে ভ্রমণ। জীবনের শেষে দৈব দুর্ঘটনায় আশাভঙ্গ। পারিবারিক ব্যাপারে মনোকষ্ট। ব্লেহপ্রীতির ব্যাপারে নীচ ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অত্যাচার, অনিয়ম প্রভৃতি কারণে কিম্বা মাদকাদি সেবনে স্বাস্থ্যহানি। দাম্পত্য ব্যাপারে একনিষ্ঠতার অভাব। অদ্ভুত আবেষ্টনের মধ্যে বা দৈবদুর্ভিক্ষপাকে মৃত্যু। বিদেশে অত্যন্ত মানসিক অশান্তি। অপব্যয়ের জ্ঞান অখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাহানি। অত্যাচার উপায়ে উপার্জনের জ্ঞান অপবাদ বা কর্মহানি। নিজের স্বার্থের জ্ঞান বন্ধুত্ব। নীচব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় অবনতি।

### কেতু কুন্তে

কারো সঙ্গে সহজে ঘনিষ্ঠতা করতে অনিচ্ছুক। অসঙ্গত উচ্চাভিলাষ বা একেবারে উচ্চাভিলাষের অভাব। আশাভঙ্গের দুঃখ। বহু নীচ-জাতীয় ব্যক্তির অথবা বিধর্মীর সংশ্রব। নীচ কর্মের দ্বারা অথবা নীচ অংশী বা সহযোগীর সাহায্যে অর্থলাভ। অনর্থক দুঃশিলা। সব বিষয়ের অদ্ভুত ধারণা। জীবনের শেষে খুব বড় শোক বা মনোকষ্ট। পিতা মাতার ব্যাপারে আশাভঙ্গ। পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদে জীবনে আনন্দের অভাব। মানসিক ব্যাধি বা ফুসফুসের পীড়ায় আশঙ্কা। কর্মে অক্ষমতার জ্ঞান অশান্তি। অংশীর দ্বারা ক্ষতি। স্ত্রীর জ্ঞান মনোকষ্ট। পরগৃহে মৃত্যুর আশঙ্কা। বিপদগ্রস্ত আত্মীয়ের জ্ঞান ভ্রমণ। আর্থিক ব্যাপারে খ্যাতি বা অখ্যাতি। নিজের অবিবেচনার জ্ঞান বা অহঙ্কারের জ্ঞান বিচ্ছেদ। নীচ ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় বিপদগ্রস্ত। ভ্রমণের সমস্ত বিপদ।

### প্রজ্ঞাপতি কুন্তে

সংস্কারের উচ্চ আদর্শ। সব বিষয়ে সংস্কার করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে বহু ব্যক্তির সংশ্রব। সাধারণের উন্নতির



জন্ম চেষ্টি। অপরের সংসর্গে অহুপ্রাণিত। উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠার স্মরণ। নিজের কর্মশক্তিতে উপার্জন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদ্ভাবনীশক্তি কাজে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা। শেষ বয়সে তন্ত্র-মন্ত্রের দিকে অসম্ভব ঝোঁক। কোন ত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া। অদ্ভুত বা রোম্যান্টিক প্রেম। প্রেমে অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদ। অত্যাচারের জন্ম স্বাস্থ্যহানি। বিবাহে বা দাম্পত্য জীবনে রোমান্স। শোচনীয় মৃত্যু অথবা যোগে দেহত্যাগ। আধ্যাত্মিকতার জন্ম, শিক্ষালাভের জন্ম অথবা বিচিত্র ঘটনার সংশ্রবে ভ্রমণ। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্ম বা অনিশ্চিত আয়ের জন্ম উন্নতিতে বাধা। নিজে অগ্রসর হবার ইচ্ছায় সাধুসঙ্গ। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার বহু ব্যয় ও অবনতি। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ম ত্যাগস্বীকার।

### বন্দন কুন্তে

জীবনের বিচিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অদ্ভুত আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সঙ্গপ্রিয়। নানা শ্রেণীর ব্যক্তির সংশ্রব। আনন্দ ও উত্তেজনার জন্ম সঙ্গ ভাল লাগে। অদ্ভুত বা অসাধারণ কর্মে অর্থলাভ। অন্তর্দৃষ্টি দ্বিবে বোঝবার ক্ষমতা। কোন উচ্চপদস্থ আত্মীয়ের জন্ম ভ্রমণ। পরিবার মধ্যে বিচিত্র রহস্য। শেষ জীবনে পঙ্গুত্ব। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে বিচিত্র বন্ধন। কর্মের ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দাম্পত্য জীবনে বৈচিত্র্য। মৃত্যুর পূর্বে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। গুপ্ত উপায়ে অর্থপ্রাপ্তির জন্ম অধ্যাতি। কোন রহস্যময় ব্যাপারের জন্ম নানারকম কষ্ট।

## মীন রাশি

### রুবি মীনে

অস্থির ও অব্যবস্থিত-চিত্ত। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। মনের ভাব বোঝা কঠিন। ঘটনাস্রোতে পরিচালিত। অপরের সংশ্রব ভিন্ন সাফল্যলাভের আশা কম। জীবনে নানারকম বাধা-বিঘ্ন। অধ্যবসায়ের অভাব। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বন্ধুর সাহায্যে লাভ। পদস্থ আত্মীয়কুটুম্ব। নেতৃত্বের অযোগ্য। সামাজিক এবং মধুর-স্বভাব, কিন্তু অপরের দ্বারা পরিচালিত। কাণ-পাংলা লোক। এক সঙ্গে ছুরকমের কাজ থেকে উপার্জন। বহু কর্ম-পরিবর্তন। নানা কর্মে লিপ্ত। কেনা-বেচা বা দর-দস্তুরের ব্যাপারে পটু। স্নেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে মনোকষ্ট। একাধিক বিবাহ বা প্রেমের ব্যাপার। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। চাকরিতে উর্দ্ধতন কর্মচারীর সঙ্গে বিরোধ। স্ত্রীর ব্যাপারে আশাভঙ্গ। রুগ্ন বা পঙ্গু স্ত্রী। বিদেশে বাস। ধর্মের ব্যাপারে মত পরিবর্তন। কর্মের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। অংশীর সাহায্যে বা বন্ধুর সংশ্রবে লাভ। অপরের মৃত্যুতে বা ক্ষতিতে নিজের উন্নতি। অদূরদর্শিতার জন্য অবনতি। দুর্দশার সময়েও উদার ও ব্যয়শীল।

### চন্দ্র মীনে

চঞ্চল ও ভাবপ্রবণ। পরিবর্তন প্রিয়। বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় বড়। কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীতের দিকে ঝোঁক। সহানুভূতিশীল ও কল্পনাপ্রিয়। অতিরঞ্জনের চেষ্টা। উন্নতিতে বাধা। মাতার জন্তু ও পারিবারিক

ব্যাপারে অশান্তি। বিদেশ বাস। কোন আশ্রম, হাঁসপাতাল, কারাগার প্রভৃতিতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাস। সাধারণের কাজে বা লোক-হিতকর কার্যে ব্যয়। জন-সাধারণের সংশ্রবে লাভ। সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়-স্বজন। শেষ বয়সে দূর ভ্রমণ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি। সন্তানাদির জন্ম মনোকষ্ট। Speculationএ ক্ষতি। কাজ-কর্মে বন্ধুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিবাহের ব্যাপারে বা দাম্পত্য জীবনে কোন গুরুজনের জন্ম অশান্তি। মৃত্যুর পূর্বে ধর্মের ব্যাপারে আনন্দ। পারিবারিক কারণে দূর ভ্রমণ বা প্রবাস। লেখাপড়ার ব্যাপারে খ্যাতি। বন্ধুর জন্ম বা কোন সংসদ পরিষদের ব্যাপারে অর্থের জন্ম দুশ্চিন্তা। অসাধারণ ও বিচিত্র ব্যাপারের দিকে ঝোঁক। প্রণয়ের ব্যাপারে অপবাদ।

### অক্ষয়লক্ষী

অদূরদর্শী ও হঠকারী। অল্পত ব্যাপারের দিকে ঝোঁক। নিজেই নিজের সব চেয়ে বড় শত্রু। নিজের দোষে অবনতি। নিজের হঠকারিতায় কোন ফোজদারী ব্যাপারে জড়িত হবার আশঙ্কা। শারীরিক বা মানসিক পঙ্গুত্ব। ধর্মশালা, হাঁসপাতাল, জেলখানা প্রভৃতি থেকে লাভ। দুঃসাহসিক বন্ধুর সাহচর্যে ক্ষতি। উচ্চপদস্থ আত্মীয়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি। শেষ বয়সে মামলা-মোকদ্দমায় অশান্তি। নিজের জেদ ও একগুঁয়েমির জন্ম পারিবারিক ঝগড়াট। Speculationএর ব্যাপারে সম্পত্তিহানি। বেহ-প্রীতির ব্যাপারে আকস্মিক মনোকষ্ট। কর্মস্থানে আর্থিক ব্যাপার নিয়ে বিবাদ। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা শত্রুতা। বিবাদ-বিসম্বাদের জন্ম অত্যন্ত অশান্তি। মৃত্যুর পূর্বে সন্তানাদির জন্ম অত্যন্ত দুশ্চিন্তা। নিজের হঠকারিতায় কর্মহানি। সাহসিক কর্মে খ্যাতি। বন্ধুর সংশ্রবে কিম্বা কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে ক্ষতি। বিপদের সময় সাহস।

### বুধ মীনে

বিচিত্র ও বহুমুখী বুদ্ধি। শিল্পকলার প্রেরণা। অসাধারণ ব্যাপারের দিকে মনের গতি। অসাধারণ কাজে প্রবৃত্তি। গুপ্তভাবে কাজ করবার শক্তি। বন্ধু-প্রীতি। মেহ-শীল বা সরল বন্ধুর সহযোগিতায় অর্থলাভ। আত্মীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা। লেখাপড়া, বুদ্ধির কাজ, ও শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রভৃতিতে খ্যাতি। শেষ বয়সে দূর প্রবাস ও আত্মীয়-বিচ্ছেদ। মেহ-প্রীতির ব্যাপারে বা সন্তানের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। speculatioএ ক্ষতি। অপরের সহযোগে কর্ম। অংশীর জন্ম উদ্বেগ ও অশান্তি। মনোকষ্ট বা শোক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পারিবারিক কারণে ভ্রমণ। লেখাপড়া, কণ্ট্র্যাক্ট, এজেন্সি প্রভৃতির সংশ্রবে কর্ম। কোন কোম্পানি। এসোসিয়েশন ইত্যাদির ব্যাপারে সহসা লাভ বা সহসা ক্ষতি। পারিবারিক কারণে এবং স্ত্রী বা অংশীর জন্ম ক্ষতি, অপবাদ বা অবনতি।

### বৃহস্পতি মীনে

উদার ও ধার্মিক। অতিথি-বৎসল। ধর্মের জন্ম ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি। বহু ভীর্থ বা দূরদেশ ভ্রমণ। কোন বন্ধুর বা মুকুব্বীর দ্বারা গুপ্তভাবে উপকৃত। বন্ধুর বা পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যুতে লাভ। অপরের বিপদ থেকে উপার্জন। উচ্চপদস্থ আত্মীয়ের সহযোগিতায় উন্নতি। সাংসারিক উন্নতির জন্ম চিন্তা। সব বিষয়ে আনন্দ পাবার ক্ষমতা। সন্তানের মৃত্যুজনিত শোক। অধীনস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতা। পরিশ্রমশীলা অথবা রুগ্না স্ত্রী। মৃত্যুর পূর্বে সহসা লাভ ও আনন্দ। বিদেশে সম্পত্তি। কর্মকুশলতার জন্ম খ্যাতি। ধনী বন্ধুর সাহায্যে সাফল্য ও লাভ। সম্পদের সময় ক্ষমাশীল। উচ্চকার্যে দান।

### শুভ্র মীনে

শুভ্রপ্রেমের দিকে ঝাঁক। প্রীতি, প্রেম প্রভৃতির সম্বন্ধে অস্বত-ধারণা। প্রেমের ব্যাপারে নিষ্ঠার অভাব। একাধিক শুভ্রপ্রেমে লিপ্ত। আচার-ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শিষ্টতার অভাব। অপরের সংশ্রবে অপবাদ। বন্ধুর জন্তু পরিশ্রম কোরে লাভবান। একাধিক কর্মে লাভ। আত্মীয়ের দ্বারা অপমান। বুদ্ধি-কৌশলে সম্পত্তি লাভ। বিলাসিতার দিকে ঝাঁক। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে মনোকষ্ট। সন্তানের জন্তু দুঃখ। অর্থের ব্যাপারে অংশীর সঙ্গে বিরোধ। দাম্পত্য ব্যাপারে শুভ্র কারণে অশান্তি। স্ত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা। অতিরিক্ত ইঞ্জিয়সেবা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কর্মোপলক্ষে অথবা বন্ধুর সংশ্রবে প্রবাস ও ভ্রমণ। লেখা-পড়া বা শিল্প-কলার ব্যাপারে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। বহু সম্ভ্রান্ত-বংশীয় পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে পরিচয়। বন্ধুর সংশ্রবে অর্থ ও সম্পত্তি প্রাপ্তি। আত্মীয়ের মৃত্যুতে অবনতি বা অপবাদ।

### শনি মীনে

নির্জর্জন ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের ইচ্ছা। কর্মে অনিচ্ছা। দান-বিমুখ। কাজ-কর্মের ব্যাপারে অপবাদ। গুরুজন এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরাগ-ভাজন। পিতা বা পিতৃতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে মনোমালিঙ্গ। পিতার দ্বারা বা পিতৃপক্ষ থেকে ক্ষতি। বিদেশে বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি। অর্থের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। নিজের দ্বারা পিতার ক্ষতি। আশঙ্কা এবং দুর্ভূক্তির জন্তু কর্মহানি। শেষ বয়সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জর্জন বাস। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে দুঃখ। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা শত্রুতা। কর্মে বাধা-বিঘ্ন। পারিবারিক কারণে বিবাহে বাধাবিঘ্ন বা বিচ্ছেদ। মাতার জন্তু দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। শোক অথবা স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে মনোকষ্ট

মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে। বিদেশে অর্থকষ্ট ও বাসকষ্ট। ভীৰুতার জন্ম কর্মোন্নতিতে বাধা। বন্ধু বা অভিভাবকের জন্ম সাফল্যে বাধা ও অর্থকষ্ট। নিজের স্বার্থপরতা নিজের অবনতির কারণ হতে পারে।

### ব্রাহ্ম মীনে

অপব্যয়ের দিকে ঝোঁক। মতের স্থিরতা নেই। একস্থানে থাকতে অনিচ্ছুক। সমাজ-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির জন্ম অপবাদ। মাদক-সেবন, দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতি অস্বাভাবিক উত্তেজনার দিকে ঝোঁক। বহু ভ্রমণ। অসৎ-সংসর্গে অর্থব্যয়। বিশ্বাস-বাতক বন্ধুর জন্ম ক্ষতি। আত্মীয়ের দ্বারা অপবাদ প্রচার। কোন চিঠিপত্র বা দলীল ইত্যাদি কর্মহানি বা অবনতির কারণ হতে পারে। ভ্রমণের জন্ম পারিবারিক স্মৃতির অভাব। শেষ বয়সে বিদেশ বাস। গুপ্ত বা গোপনীয় কর্মে আনন্দ। সন্তানের কর্ম সম্বন্ধে দুঃখ। অধীনস্থ ব্যক্তির সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা। দাম্পত্য ব্যাপারে দুঃখ। মৃত্যুর পূর্বে দাম্পত্য জীবনে আনন্দ, কিন্তু সন্তান জনিত দুঃখ বিদেশে বাসকষ্ট বা পরগৃহে বাস। ইচ্ছাপরতার জন্ম অপবাদ ও থাম-থেয়ালী মেজাজের জন্ম উন্নতির বাধা। বন্ধুর দ্বারা সঞ্চিত অর্থের হানি। নিজের বিচিত্র মনোভাবের জন্ম অবনতি।

### কেছু মীনে

বৈরাগ্যযুক্ত মন। সব ব্যাপারে উদাসীন। গুপ্ত ও অনির্দেশ্য আশঙ্কা। শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার জন্ম জীবনে নানা বাধাবিঘ্ন। বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা। নীচ বা স্লেচ্ছ বন্ধুর সহযোগে লাভ। সাধারণতঃ বন্ধুর গুপ্ত শত্রুতায় সাফল্যে বাধা। স্বার্থপর আত্মীয়ের জন্ম উন্নতির বিঘ্ন। জীবনের শেষে গভীর ধর্মভাব। দুর্গম প্রদেশে নির্জন বাস। সন্তানের জন্ম পারিবারিক ব্যাপারে বিভ্রাট ও মনোকষ্ট।

আত্মীয়ের শত্রুতায় বা বিরোধিতায় ঝগড়াট। কর্মের ব্যাপারে আত্মীয়ের দ্বারা বাধা। স্ত্রীর জন্ম বা অংশীর জন্ম সাফল্যে ও অর্থলাভে বাধা। মৃত্যুর পূর্বে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উন্নতি, বা স্নেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিদেশে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন বাসের দুঃখ। অসঙ্গত আত্মপরায়ণতার জন্ম কর্মহানি। কার্যসিদ্ধির জন্ম নীচ ও স্বার্থপর ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। বন্ধুর কাছ থেকে অন্তায় উপায়ে লাভ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ম ত্যাগ। সন্ন্যাসে মুক্তি।

### প্রজ্ঞা পতি নীচনে

সব ব্যাপারে আমূল সংস্কারের দিকে ঝাঁক। গঠনের চেয়ে ধ্বংসের বেশী পক্ষপাতী। বিশ্লেষণ-প্রিয় মনোবৃত্তি। সব ব্যাপারের গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা। সব রকম ত্যাগস্বীকারে সক্ষম। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অপ্ৰত্যাশিত সাহায্য। কোন সংসদ-পরিষদ-সংশ্লিষ্ট কর্মে লাভ। খ্যাতির দিকে ঝাঁক। সব কাজে বড় হবার ইচ্ছা। জীবনে নানারকম অভিজ্ঞতা। শেষ বয়সে মনের বিচিত্র গতি। স্ত্রীর জন্ম গুপ্ত মনোকণ্ঠ। প্রতিদ্বন্দ্বীর শত্রুতায় আশাভঙ্গ। কর্মের ব্যাপারে আকস্মিক বাধা। অপরের সংশ্রবে অশান্তি। মৃত্যুর পূর্বে পারিবারিক ব্যাপারে দুঃখ। বিদেশে আত্মীয়ের জন্ম পরিবারিক বিভ্রাট। মৌলিকতার জন্ম খ্যাতি। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে আকস্মিক সাফল্য বা বিফলতা। নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্ম বা বৃদ্ধির জন্ম ত্যাগ ও অর্থব্যয়।

### স্বরূপ নীচনে

গুপ্ত ও রহস্যময় ব্যাপারের দিকে আকর্ষণ। দুঃস্থ, অক্ষম, নিরাশ্রয়ের জন্ম সহানুভূতি। সব জিনিষের গোপন সৌন্দর্য্য অল্পভব করবার আকাঙ্ক্ষা। আরাম ও বিশ্রামের দিকে অতিরিক্ত ঝাঁক। অতীন্দ্রিয় অহুভূতির

যোগ্যতা। কোন আশ্রম, হাঁসপাতাল, ধর্মশালা প্রভৃতির ব্যাপারে অর্থহানি। সাধারণের সংশ্বে নানা উপায়ে লাভ। শিক্ষার ব্যাপারে অসাধারণ স্নযোগ বা অসম্ভব বিদ্ব। বিখ্যাত আত্মীয়। শেষ বয়সে বহু ভ্রমণ এবং অপ্রত্যাশিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ। গুপ্ত প্রণয়ের দিকে ঝোঁক। সম্ভানের জন্ম বিচিত্র দুঃখ। অধীনস্থ ব্যক্তির সঙ্গে গোপনীয় ব্যাপারে সাহচর্য। দাম্পত্য জীবনে অদ্ভুত অশান্তি। মৃত্যুর পূর্বে বিশেষ আনন্দ। সাংসারিক কোন গুপ্ত কারণে অথবা কোন গুপ্ত উদ্দেশ্যে দূর ভ্রমণ। অসাধারণ মানসিকতার জন্ম খ্যাতি বা অখ্যাতি। সাফল্যের দরুণ নানারকম লোকের সঙ্গে পরিচয়। নিজের সুখের জন্ম বা উপভোগের জন্ম বহু ব্যয়।



## মন্তব্য

ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে এক একটি গ্রহ থাকার যে ফল লেখা হল, তার অধিকাংশ মিলবে বটে, কিন্তু এ-ও দেখা যাবে যে, বা লেখা আছে ঠিক তার বিপরীত ফলই অনেক জায়গায় ঘটেছে। যেখানে হয়ত ক্ষতি লেখা হয়েছে সেখানে হয়েছে লাভ, যেখানে খ্যাতি হওয়ার কথা সেখানে হয়েছে নিন্দা, শত্রুতার জায়গায় হয়েছে মিত্রতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এর কারণ আছে। যে ফলগুলি লেখা হয়েছে, তা শুধু গ্রহগুলির নিজের নিজের স্বরূপ বিচার কোরে। অল্প গ্রহের যোগ, দৃষ্টি এবং প্রেক্ষার তারতম্যে ফলগুলি বিপরীত হয়ে যেতে পারে। যেখানে একটি গ্রহের স্থিতি হিসাবে কোন বিষয়ে শুভফল লেখা আছে, সেখানে যদি গ্রহটি পাপগ্রহ দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, অথবা তার উপর যদি পাপ গ্রহের শক্র-প্রেক্ষা পড়ে, তাহলে গ্রহটির সেই বিষয়ের ফল অশুভই হবে। আবার যেখানে স্থিতি হিসাবে একটি গ্রহের কোন বিষয়ে খারাপ ফল লেখা আছে, সেখানে গ্রহটি শুভগ্রহের যোগ, দৃষ্টি বা মিত্রপ্রেক্ষা পেলে ফলটি ভালই হয়ে দাঁড়াবে। যেখানে শুভ, অশুভ দু'রকম যোগ থাকবে, সেখানে ভাল, খারাপ দু'রকম ফলই ফলবে।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—জ্যোতিষে ভাল মন্দ ফল কার্টাকাটি হয়ে মোটের উপর ভাল বা মোটের উপর মন্দ হয় না। ভাল মন্দ দু'রকম যোগই যদি থাকে তাহলে দু'রকম ফলই হবে। যতখানি ভাল আছে ততখানি ভাল ঘটবে, এবং যতখানি মন্দ আছে ততখানি মন্দ হবে। যদি একজনের তিনটি গ্রহ জাতকের ঐশ্বর্য নির্দেশ করে এবং

দুটি গ্রহ নির্দেশ করে দারিদ্র্য, তাহলে কাটাকাটি হয়ে গিয়ে জাতকের মোটের উপর সামান্য অর্থ হবে এরকম বিচার করলে ভুল হবে। এক্ষেত্রে এই বুঝতে হবে যে, জাতক এক সময়ে ধনবান্ হবেন, আবার আর এক সময়ে তাঁকে দারিদ্র্য ভোগ করতে হবে। যাঁরা প্রত্যেক গ্রহের যোগ, দৃষ্টি, প্রেক্ষা প্রভৃতি দেখে এই রকম বিচার করতে পারবেন তাঁদের শতকরা ৯০ টা ফল মিলবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

---

## গ্রহের ভাবস্থিতির ফল

কোন গ্রহ কোন ভাবে আছে তা নির্ণয় করবার উপায় আগেই বলা হয়েছে। গ্রহের ভাবস্থিতির ফল বুঝতে হলে, এর আগে, শুভ পাপ, শত্রু-মিত্র, দৃষ্টি, প্রেক্ষা, সম্বন্ধ প্রভৃতি যা বলা হয়েছে সে গুলি পূরো আয়ত্ত হওয়া চাই। তা ছাড়া আরও কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ জানা দরকার।

ফল বিচার করতে হলে, জানতে হয়, গ্রহটি স্বক্ষত্রী, ভুঙ্গী, নাশস্থ, নীচস্থ, মিত্রগ্রহী অথবা শত্রুগ্রহী। কেননা, এ থেকেই গ্রহ শল্লব বা দুর্বল তা বোঝা যায়। তাছাড়া, গ্রহটি কোন কোন গ্রহ দ্বারা স্পীড়িত বা কোন কোন গ্রহ দ্বারা অনুগ্রহীত তাও জানা আবশ্যিক। এর মধ্যে কতকগুলি আগে বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে প্রসঙ্গক্রমে আবার বলা হল।

**স্বক্ষত্রী, ভুঙ্গী, নাশস্থ, নীচস্থ**

যে যে রাশি যে যে গ্রহের স্বক্ষেত্র, ভুঙ্গস্থান, নাশস্থান বা নীচস্থান তা নীচে তালিকা কোরে দেওয়া গেল। গ্রহটি যে রাশিতে থাকবে সেটি তার স্বক্ষেত্র হলে গ্রহটিকে স্বক্ষত্রী বলা হয়, তেমনি ভুঙ্গ স্থানে থাকলে ভুঙ্গী, নাশস্থানে থাকলে নাশস্থ, নীচস্থানে থাকলে নীচস্থ।

গ্রহের নাম	স্বক্ষেত্র	নাশস্থান	ভুঙ্গস্থান	নীচস্থান
রবি	সিংহ	কুম্ভ	মেঘ	তুলা
চন্দ্র	কর্কট	মকর	বৃষ	বৃশ্চিক
মঙ্গল	মেঘ ও বৃশ্চিক	তুলা ও বৃষ	মকর	কর্কট

গ্রহের নাম	স্বক্ষেত্র	নাশস্থান	তুঙ্গস্থান	নীচস্থান
বৃষ	মিথুন ও কন্যা	ধনু ও মীন	কন্যা	মীন
বৃহস্পতি	ধনু ও মীন	মিথুন ও কন্যা	কর্কট	মকর
শুক্ৰ	বৃষ ও তুলা	বৃশ্চিক ও মেঘ	মীন	কন্যা
শনি	মকর ও কুম্ভ	কর্কট ও সিংহ	তুলা	মেঘ
রাহু	বৃষ*	বৃশ্চিক	মিথুন	ধনু
কেতু	বৃশ্চিক*	বৃষ	ধনু	মিথুন
প্রজাপতি	কুম্ভ	সিংহ	বৃশ্চিক	বৃষ
বরুণ	মীন	কন্যা	সিংহ	কুম্ভ

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। প্রত্যেক গ্রহের স্বক্ষেত্র থেকে সপ্তম রাশি তার নাশস্থান। তুঙ্গস্থান থেকে সপ্তম রাশি যে তার নীচস্থান একথা আগেই বলা হয়েছে। রবি, চন্দ্র, রাহু, কেতু, প্রজাপতি আর বরুণের একটি কোরে স্বক্ষেত্র আছে, অন্য সব গ্রহের দুটি কোরে।

### মিত্রগ্রহী ও শত্রুগ্রহী

কোন গ্রহ কোন গ্রহের শত্রু এবং কোন গ্রহ কোন গ্রহের মিত্র, তা আগে বলেছি। একটি গ্রহ তার শত্রুগ্রহের ক্ষেত্রে থাকলে তাকে শত্রু-গ্রহী এবং তার মিত্রগ্রহের ক্ষেত্রে থাকলে তাকে মিত্রগ্রহী বলা হয়।

### বলবান্ ও দুর্বল

গ্রহ স্বক্ষেত্রী, তুঙ্গী অথবা মিত্রগ্রহী হলে তাকে বলবান্ এবং নাশস্থ, নীচস্থ অথবা শত্রুগ্রহী হলে তাকে দুর্বল মনে করতে হবে।

\* প্রচলিত মতে রাহুর স্বক্ষেত্র কন্যা ও কেতুর স্বক্ষেত্র মীন। কিন্তু এইখানে দেওয়া মতটাই যে ঠিক, তা স্বতন্ত্র গ্রন্থে আমি প্রমাণ করব। জৈমিনির মতে কেতুর ক্ষেত্র বৃশ্চিক।

## পীড়িত ও অনুগ্রহীত

গ্রহ পীড়িত হয়, যদি সে

- ( ১ ) পাপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়
- ( ২ ) পাপগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয়
- ( ৩ ) পাপগ্রহের সঙ্গে কন্জাংশনে থাকে
- ( ৪ ) যে কোন গ্রহের শত্রুপ্রেক্ষা পায়

## অর্থাৎ

একটি গ্রহের উপর যে যে পাপগ্রহের যোগ দৃষ্টি থাকে, কিম্বা সে যে যে পাপ গ্রহের সঙ্গে কন্জাংশনে থাকে অথবা সে শুভ, পাপ বা সম যে যে গ্রহের শত্রুপ্রেক্ষা পায়, সেই সেই গ্রহ দ্বারা সে পীড়িত ব'লে মনে করতে হবে।

যদি কোন গ্রহ দুর্বল হয় এবং পাপ শত্রুগ্রহের দ্বারা পীড়িত হয় তাহলে তা অত্যন্ত অশুভ। সকলের চেয়ে প্রবল শত্রু-প্রেক্ষা হচে স্কোয়ার বা  $৯০^\circ$  প্রেক্ষা। কাজেই পাপ শত্রুগ্রহের স্কোয়ার প্রেক্ষা সব চেয়ে অশুভ। পাপগ্রহ যদি মিত্র হয় তাহলে তার কন্জাংশনে খুব অশুভ হয় না, কিন্তু শত্রুপাপের কন্জাংশন খুব খারাপ।

গ্রহ অনুগ্রহীত হয়, যদি সে

- ( ১ ) শুভগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়
- ( ২ ) শুভগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয়
- ( ৩ ) শুভগ্রহের সঙ্গে কন্জাংশনে থাকে।
- ( ৪ ) যে কোন গ্রহের মিত্রপ্রেক্ষা পায়

### অর্থাৎ

একটি গ্রহের উপর যে যে শুভগ্রহের যোগদৃষ্টি থাকে, কিম্বা সে যে যে শুভগ্রহের সঙ্গে কনজাংশনে থাকে, অথবা শুভ, পাপ বা সম, যে যে গ্রহের মিত্রপ্রেক্ষা সে পায়, ধরতে হবে, সেই সেই গ্রহের দ্বারা সে অনুগৃহীত।

যদি কোন গ্রহ বলবান্ হয়, এবং শুভ মিত্রগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে তার ফল খুব ভাল হয়। মিত্রপ্রেক্ষার মধ্যে সব চেয়ে ভাল হচ্ছে ট্রাইন বা ১২০ অংশ প্রেক্ষা। শুভ মিত্রগ্রহের ট্রাইনের চেয়ে ভাল যোগ আর কিছু নেই। শুভগ্রহ যদি মিত্র হয়, তাহলে তার কনজাংশন বেশ ভাল, কিন্তু যদি শত্রু হয়, তাহলে কনজাংশনে খুব ভাল ফল দিতে পারে না।

## লগ্ন ভাব

### রবি লগ্নে

রবি লগ্নে থাকলে, যদি পীড়িত না হয়, তাহলে প্রচুর জীবনী-শক্তি ও সুন্দর স্বাস্থ্য দান করে। জাতকের মধ্যে একটা গান্ধীর্ঘ্য ও ব্যক্তিত্ব থাকে, যাতে শোকে সহজেই তাঁর শ্রেষ্ঠ স্বীকার করে। জাতক উচ্চাভিলাষী এবং উচ্চপদের যোগ্য, এবং নিজের উপর তাঁর যথেষ্ট বিশ্বাস থাকা সম্ভব। সংগঠনে দক্ষতার জ্ঞান তিনি উচ্চ ও দায়িত্ব-পূর্ণ পদ এবং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। রবি যদি বৃহস্পতি, শুক্র, শনি অথবা মঙ্গলের দ্বারা অলুগ্ৰহীত হয়, তাহলে জাতকের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অবশ্যস্বাভাবী।

রবি যদি বৃহস্পতি, শনি, রাহু অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতক বৃথাগর্ভী এবং আড়ম্বর-প্রিয় হয়ে থাকেন। কিন্তু পীড়িত হলেও, তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় যথেষ্টই থাকে।

লগ্নে রবি দুর্বল হয়ে অনেক গ্রহের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের জীবনী-শক্তি কম হয় এবং রাজা ও পিতার পক্ষ থেকে জাতকের শত্রুতা হয়ে থাকে। জাতকের এটা অবনতি এবং সম্মানহানির যোগও বটে।

লগ্নস্থ রবি সাধারণত আসবাব পত্রে, সাজ-সজ্জায়, পোষাক-পরিচ্ছদে বাবুয়ানির দিকে ঝোঁক দেয়।

### চন্দ্র লগ্নে

লগ্নস্থ চন্দ্র সাধারণত ঘটনা-বহুল জীবন নির্দেশ করে। জাতকের জীবনে অনেক ভ্রমণ ও স্থান পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। জাতক মিশুক প্রকৃতির লোক এবং দশজনকে নিয়ে বা দশজনের সংশ্বে তাঁকে কাজ করতে

হয়। তিনি বেশ সহানুভূতিশীল এবং পারিবারিক ব্যাপারের :মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

চন্দ্র যদি মোটে পীড়িত না হয়, এবং রবি ও বৃহস্পতির দ্বারা অন্তর্গৃহীত হয়, তাহলে জাতকের সুদীর্ঘ আয়ু এবং অনিন্দনীয় স্বাস্থ্য অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু লগ্নস্থ চন্দ্র দুর্বল বা সামান্য একটু পীড়িত হলেই, স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়, এবং জাতকের উদর-রোগ ও প্লেগ্মার পীড়ার প্রবণতা থাকে। লগ্নস্থ দুর্বল চন্দ্র শনির শত্রু-প্ৰেক্ষায় পীড়িত হলে, এবং অপর গ্রহের অন্তর্গৃহ-বর্জিত হলে দুঃখ ও দুর্ভাগ্য নির্দেশ করে। রবির শত্রুপ্ৰেক্ষায় পীড়িত হলে, হীনবংশে জন্মের সূচনা করে।

বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে, অনেক সময় পরগৃহে বাস ও পৈত্রিক সম্পত্তির হানি নির্দেশ করে। বুধের দ্বারা অন্তর্গৃহীত চন্দ্র অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির সূচক।

### মঙ্গল লগ্নে

জাতক সাহসী, শক্তিমান ও অহঙ্কারী হয়ে থাকেন। রুক্ষ মেজাজ, হঠকারিতা এবং বিবাদ-প্রিয়তাও তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়। জাতকের সব বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। হঠকারিতার ভুল জাতকের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে, কিম্বা কোন রকম আঘাতাদি লাগতে পারে। বাল্যকালে তাঁর উদর এবং দন্তরোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব।

মঙ্গল যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অন্তর্গৃহীত হয়, তাহলে আয়ু দীর্ঘ হতে পারে—নতুবা অত্যাচারে আয়ুহ্রাস হয়ে থাকে। শনি, চন্দ্র, রবি অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হলে কারো সঙ্গে বনে না এবং তাঁর ভুল জীবনে অনেক দুঃখ আসে।



### সুপ্র লগ্নে

কোন গ্রহ দ্বারা যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক সরল, বুদ্ধিমান ও বাকপটু হয়ে থাকেন। তাঁর মুখের মধ্যে বালকের মতো একটা ভাব অনেক বয়স পর্যন্ত থাকে। জাতকের স্মৃতি-শক্তি খুব প্রখর এবং যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবার ক্ষমতা অপরিসীম হয়ে থাকে।

শুক্র বা মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক তর্ক-বিতর্কে বিশেষ পটু হয়ে থাকেন এবং গণিতে তাঁর পটুত্ব প্রকাশ পায়। তাঁর বাক্য সরস এবং মধুর হয় এবং তাঁর বাক্য লোককে মোহিত করতে পারে। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের মধ্যে বিষয়-বুদ্ধি ও সাধুতা একসঙ্গে লক্ষিত হয়। বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, উচ্চ জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য থাকে।

শনি অথবা মঙ্গল দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের মধ্যে সাধুতার অভাব এবং মিথ্যা, প্রতারণা প্রভৃতির দিকে ঝোঁক থাকতে পারে। বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত হলে, বাচালতা অথবা অসতর্ক বাক্যের জন্ম শক্রসৃষ্টি হয়। রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, অশ্লীল ভাষাভাষী এবং প্রতারক হওয়া সম্ভব।

### স্বহস্পতি লগ্নে

যদি পাপ-পীড়িত না হয়, তাহলে অত্যন্ত শুভ যোগ। এটা একটা সাধারণ সৌভাগ্যর সূচক। জাতকের যতই বিপদ হোক না কেন, কোন না কোন রকমে তা থেকে উদ্ধার হয়ে যান। জাতকের অর্থাভাব হলেও, তা পূর্ণ হয়ে যায়। লেখাপড়া না শিখলেও, জাতকের মধ্যে একটা সহজ জ্ঞান থাকে, এবং তাঁর মন বেশ আশাব্যক্ত হয়ে থাকে। জাতক ন্যায়পরায়ণ অথচ স্বাধীনতার ও আত্মসম্মানের জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে। তিনি সহজে কারো সঙ্গে বিবাদ করতে চান না। তিনি

সাধারণত ভাল খাওয়া-পরার এবং ভদ্রভাবে থাকার পক্ষপাতী অথচ ঠিক বিলাসী নন। লগ্নস্থ বৃহস্পতি জীবনী শক্তি বাড়ায়।

মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক অত্যন্ত অপব্যয়ী হন, এবং অপব্যয়ের জ্ঞা কিছু সঞ্চয় করতে পারেন না। শনি দ্বারা পীড়িত হলে, বৃহস্পতির ভাগ্য যোগ নষ্ট হয়ে যায়। শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে স্ত্রীপুত্র সম্বন্ধে দুঃখ নির্দেশ করে। রবি বা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, দীর্ঘরোগী করে।

শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের মধুর ব্যবহারের জ্ঞা সামাজিক প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে এবং স্ত্রীপুত্রের ব্যাপারে আনন্দ হয়। শনি বা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, অর্থ ও সম্পত্তি সম্বন্ধে শুভ। রবির অনুগৃহীত হলে উচ্চপদ বা রাজার কাছে সম্মান পাবার সম্ভাবনা।

### শুক্র লগ্নে

অবহাভিজ্ঞ। শিষ্টাচার ও লৌকিক ব্যবহারে পটু। ভাগ্যশালী। জাতক নিজের কশ্ম-কুশলতায় এবং লোকপ্রিয়তা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। লগ্নস্থ শুক্র ব্যবসায় বিশেষ দক্ষতা দেয়।

শুক্র যদি চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি অথবা শনি দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে এটা একটা খুব শুভ যোগ। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, বিলাসিতায় বা বাবুয়ানিতে সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হয়। মঙ্গলের দ্বারা—অপব্যয় ও দুর্ঘটনায় এবং স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে অর্থনাশ। বৃহস্পতির দ্বারা—পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে দুঃখ। শনির দ্বারা—অর্থ উপার্জনে বাধা। চন্দ্র বা বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত শুক্র সামাজিক প্রতিষ্ঠার বা লোকপ্রিয়তার বাধা জন্মায়।

শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিশেষ শুভ যোগ,

কিন্তু সামাজিকতার কিছু হানি হয়, বিশেষত যদি শনি শুক্রের চেয়ে বেশী বলবান হয়।\* চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অমুগৃহীত শুক্র লোকপ্রিয়তা এবং আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সংশ্রবে আনন্দ নির্দেশ করে, এবং যদি অশু গ্রহের দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে অল্পবয়সে বিবাহ ও পুত্রলাভ সূচনা করে। মঙ্গলের দ্বারা অমুগৃহীত শুক্র যৌন প্রেমের ব্যাপারে বিশেষ আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠতার অভাব সূচনা করে।

লগ্নস্থ শুক্র পোষাক পরিচ্ছদে বাবুয়ানির দিকে ঝোক দেয় বটে, কিন্তু রবির মত অত বেশী আড়ম্বরপ্রিয় করে না।

### শনি লগ্নে

জাতককে শ্রমশীল, অধ্যবসায়ী, মিতাচারী ও মিতব্যয়ী করে। যদি কোন গ্রহ দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক মোটের উপর শান্ত ও ধীরপ্রকৃতি হন। এই যোগ খুব শুভ নয় জাতককে অনেক বাধাবিঘ্ন দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়।

এই শনি যদি দুর্বল হয়, এবং রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতককে দুঃখময় জীবন যাপন করতে হয়। তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা হওয়া কঠিন। রবি দ্বারা পীড়িত হলে, রাজরোষে কারাবাস পর্যন্ত ঘটতে পারে। চন্দ্র দ্বারা—বিশেষ অর্থকষ্ট ও দারিদ্র্য। বৃহস্পতি দ্বারা—হুঁজুগ্য ও মনোকষ্ট। মঙ্গলের দ্বারা ক্রমাগত বিবাদ-বিসম্বাদ এবং মানহানি।

\* স্বক্বেত্রী, তুঙ্গী, মিত্রগৃহী এ তিনটেই বলবান গ্রহের লক্ষণ বটে, কিন্তু মিত্রগৃহীর চেয়ে তুঙ্গী এবং তুঙ্গীর চেয়ে স্বক্বেত্রী গ্রহ বেশী বলবান।

কিন্তু এই শনি যদি রবি, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও, শেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা বা অর্থলাভ কোরে থাকেন। রবির অনুগৃহীত শনি উচ্চপদ ও সম্মান দেয়। বৃহস্পতি বা শুক্রের অনুগৃহীত হলে, অর্থ সম্বন্ধে খুব শুভ।

লগ্নস্থ শনি, পাপগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, বিশেষ শুভদাতা হয় না, যদি না শনি স্বক্ষেত্রে থাকে বা তুঙ্গী হয়।

লগ্নস্থ শনি লোককে সঙ্গবিমুখ করে। কিন্তু শুভগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, প্রবল নিষ্ঠা ও সাধুতা দেয়। রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির অনুগৃহীত না হলে, আয়ুহানি করে।

### রাহু লগ্নে

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক এই যোগের একটা প্রধান ফল। আহারে বিহারে অত্যাচারের জ্ঞান, জাতকের স্বাস্থ্যহানি এবং জীবনীশক্তির হ্রাস হতে পারে। জাতকের জীবনে নানারকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—ইচ্ছা থাকলেও, তিনি কোন কাজ নিয়ম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে করতে পারেন না। এই রাহু কোন গ্রহের যদি অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতকের নানা-রকম ভাগ্যবিপর্যয় হয়, এবং এমন সব ঘটনাস্রোতে জাতককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যার উপর তাঁর নিজের কোন হাত নেই। বৃষ, মিথুন অথবা কন্যা রাশিতে থেকে, রাহু যদি পীড়িত না হয়, তাহলে অশুভ ফলগুলি কমে যায়।

বৃহস্পতি, শুক্র বা রবির অনুগ্রহ পেলে, লগ্নস্থ রাহু বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও অকস্মাৎ ঐশ্বর্য দেয়। মঙ্গলের বা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে বিচিত্র দুর্ঘটনায় জাতক অস্থির হয়ে ওঠেন। একমাত্র শনির অনুগৃহীত হলে জাতকের মধ্যে কতকটা দৈর্ঘ্য ও প্রশমীলতা নিয়ে আসে। নাহলে,

অধীরতা, চাঞ্চল্য এবং ভাবপ্রবণতার জন্ম জাতকের জীবনে কোন রকম সাফল্য আসা শক্ত হয়ে ওঠে।

রাহ লগ্নে থাকলে, জাতকের মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়— কিন্তু যদি না শনি, প্রজাপতি, রবি অথবা বৃহস্পতির অন্তর্গত হয়, তাহলে সে ব্যক্তিত্বের প্রভাব কখনই স্থায়ী হয় না।

### কেতু লগ্নে

জাতককে অন্তর্ভুক্তিশূন্য ও হৃদয়হীন কোরে ফেলতে পারে। অসামাজিক প্রকৃতি ও আত্মসর্বস্ব ভাব হওয়া সম্ভব। এ-ও ভাল যোগ নয়। জাতকের শারীরিক অথবা মানসিক কোনরকম দুর্বলতা বা পঙ্গুত্ব থাকা সম্ভব, যার জন্ম উন্নতির অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। জাতকের মধ্যে স্নেহ, দয়া, মায়া খুব কম। শুক্র বা চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হলে, জাতকের মধ্যে স্নেহ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তা প্রায় অস্থানপ্রযুক্ত বা অপাত্রে অর্পিত হয়।

শুক্র বা চন্দ্রের অন্তর্গত কেতু জাতককে স্নেহশীল করে বটে, কিন্তু সে স্নেহের বাহ্য অভিব্যক্তি থাকে না। বৃহস্পতির অন্তর্গত বলবান্ কেতু আধ্যাত্মিকতায় এবং দার্শনিকতায় জাতককে খুব বড় কোরে তোলে।

শুক্র, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত কেতু পরিবারিক অশান্তি ও আর্থিক ঝগড়াট দেয়। রবির বা প্রজাপতির দ্বারা পীড়িত হলে, নির্বোধ আত্মস্তুরিতা প্রকাশ করে। শনির দ্বারা পীড়িত কেতু পঙ্গু ও সীমাহীন দুর্ভাগ্যের সূচক। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে দুর্ঘটনা, রক্তপাত, এমন কি অপঘাত মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

শনির অন্তর্গত কেতুর পক্ষে ভাল নয়—তাতে অতিমাত্রায় আত্ম-সর্বস্ব এবং সঙ্গবিমুখ কোরে ফেলে।

### প্রজ্ঞাপতি লগ্নে

জাতককে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেয়। বিশেষতঃ প্রজ্ঞাপতি যদি শনি, বৃহস্পতি, রবি, মঙ্গল অথবা রাহুর অন্নগ্রহ পায়। জাতক সাধারণত উন্নতিশীল হয়ে থাকেন এবং তাঁর মধ্যে মৌলিকতা ও সংস্কারপ্রিয়তা লক্ষিত হতে পারে। তাঁর মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা থাকা সম্ভব। তাঁর জীবনে অনেক ব্যাপার সহসা ঘটে। তিনি কর্মী হন এবং নিজের চেষ্টায় অনেক কাজ সিদ্ধ করেন। প্রজ্ঞাপতি পীড়িত না হলে, জাতক স্বনামধন্য হতে পারেন।

প্রজ্ঞাপতি পীড়িত হলে, তাঁর মধ্যে খামখেয়ালী ভাব ও সংঘমের অভাব লক্ষিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তিনি হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হয়ে, নিজের সমস্ত জীবনটা নষ্ট কোরে ফেলতে পারেন। প্রজ্ঞাপতি কেতু, মঙ্গল অথবা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের স্বাধীন মনোভাব ও অসামাজিকতার জন্ম অনেক দুঃখ উপস্থিত হয় এবং কর্মজীবনে স্থায়ী লাভ করা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে। শনির বা শুক্রের অন্নগ্রহ পেলে, জাতক অর্থ ও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন। মঙ্গলের দ্বারা অঙ্গগৃহীত হলে, তেজস্বিতা এবং মৌলিকতা দেয় কিন্তু জাতকের মধ্যে হঠকারিতা থাকে।

### বরুণ লগ্নে

জাতক সাধারণত আনন্দ ও উত্তেজনা ভালবাসেন। বরুণ যদি কোন মতে পীড়িত না হয়, তাহলে জাতকের জীবন বেশ সুখে কেটে যায়। জাতকের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকা সম্ভব, এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে মন দিলে, দিব্য-দর্শন, দিব্য-শ্রবণ প্রভৃতি শক্তির বিকাশ হতে পারে। অপরের সংসর্গে আনন্দ পাবার শক্তি জাতকের আছে এবং নিজের মধুর

ব্যবহারে তিনি অপরকে আকর্ষণ করতে পারেন। তাঁর জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

শুক্ৰ অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত বরুণ জাতককে অসাধারণ স্মৃতি ও সৌভাগ্য দেয়, এবং রবি ও চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, অপ্রত্যাশিত খ্যাতি ও লোকপ্রিয়তা নির্দেশ করে। মঙ্গল অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক ইঞ্জিয়পরতন্ত্র এবং মাদকাদির বশীভূত হতে পারেন।

## দ্বিতীয় ভাব

### রবি দ্বিতীয়ে

রবি যদি পীড়িত না হয়, তাহলে বেশ সহজে অর্থোপার্জন হয়। নিজের কৃতিত্বে এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যে সাফল্য ও অর্থলাভ অবশ্যস্বাবী। জাতকের সরকারী বা আধ-সরকারী কাজ থেকে অর্থাগম হতে পারে। এই যোগে কিন্তু যেমন সহজে অর্থ উপার্জন হয়, তেমনি সহজে অর্থ ব্যয় হয়।

দ্বিতীয়স্থ রবি যদি শনি, বৃহস্পতি অথবা চন্দ্রের দ্বারা অমুগৃহীত হয়, তাহলে বিশেষ সাফল্য ও অর্থ দিতে পারে। শনির দ্বারা অমুগৃহীত হলে, ভাল চাকরি হওয়া সম্ভব। বৃহস্পতি বা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, নানারকমে ব্যয় হয়—সঞ্চয় করা জাতকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। শনির দ্বারা পীড়িত হলে, আর্থিক ব্যাপারে দুর্ভাগ্য এবং জীবনে বিফলতা নির্দেশ করে। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, পিতামাতার জন্ম দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য হয়।

### চন্দ্র দ্বিতীয়ে

দ্বিতীয়স্থ চন্দ্র অনিশ্চিত বা পরিবর্তনশীল আর্থিক অবস্থা সূচনা করে। চাঞ্চল্যের জন্ম অর্থ-উপার্জনে ও সফলতার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। শুভগ্রহের দ্বারা বিশেষ অমুগৃহীত না হলে, অর্থ বা সাফল্য সম্বন্ধে ভাল যোগ নয়। সামান্য একটু পীড়িত হলেই, সম্পত্তি-হানি ও অর্থকষ্ট নির্দেশ করে।



দ্বিতীয়স্থ চন্দ্র যদি শনি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য দেয়। বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে, সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়। রবি বা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, অপব্যয়ের জ্ঞান দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য হয়।

দ্বিতীয়স্থ চন্দ্র যদি বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে অর্থসম্বন্ধে খুব শুভ ফল দিতে পারে। ভূসম্পত্তি থেকে লাভ অথবা পরধন প্রাপ্তির এ একটা বিশেষ যোগ। রবির দ্বারা অনুগৃহীত হলেও, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে জাতকের আর্থিক উন্নতি হয়।

### মঙ্গল দ্বিতীয়ে

দ্বিতীয়স্থ মঙ্গল যেমন উপার্জন করবার শক্তি দেয়, তেমনি ব্যয়ের প্রবণতাও দেয়। শুভগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলেও, জাতকের অপব্যয় হয়। সাহসিক কাজ, যন্ত্রশিল্প, প্রভৃতি থেকে জাতকের অর্থাগম হতে পারে। এই যোগে সহসা অর্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়।

যদি বৃহস্পতি, রবি, শুক্র অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের যথেষ্ট উপার্জন হয়। বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, সহসা অর্থলাভ হয়।

বৃহস্পতি বা রবি দ্বারা পীড়িত হলে, বেহিসাবী খরচ, অস্থান-প্রযুক্ত উদারতা, আড়ম্বরপ্রিয়তা, প্রভৃতিতে জাতকের যথেষ্ট অর্থনাশ হয়ে থাকে। চন্দ্র, রাহু, বা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, চোর ও প্রতারকের দ্বারা অর্থনাশ হয়, এবং জাতককে নানারকমে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। শনি বা বুধের দ্বারা পীড়িত হলে, ঋণের জ্ঞান অশান্তি ভোগ করতে হয়, কিম্বা কারো জামিন হয়ে অর্থনাশ হয়।

বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত দ্বিতীয়স্থ মঙ্গল বাগ্নিকা বা অভিনয়-  
দক্ষতার সূচক ।

### বুধ দ্বিতীয়ে

হাতের কাজ, লেখাপড়ার ব্যাপার, এজেন্সি, কনট্রাক্ট, প্রভৃতি  
কাজে অর্থলাভ হয় । কিন্তু উপার্জন বা সঞ্চয়ের ব্যাপারে প্রায়ই  
চিন্তা থাকে ।

বুধ যদি পীড়িত হয়, তাহলে আর্থিক ব্যাপারে একটানা দুশ্চিন্তা চলে,  
ন্যায়তঃ প্রাপ্য অর্থ জাতকের হাতে আসে না, এবং চোর, প্রতারকের  
দ্বারা জাতকের অর্গনাশ হয় ।

শনি দ্বারা অনুগৃহীত হলে, সতর্কতা এবং মিতব্যয়িতা দ্বারা  
জাতকের আর্থিক উন্নতি হয় । বৃহস্পতি বা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে,  
আর্থিক সচ্ছলতা নির্দেশ করে ।

চন্দ্র বা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত বুধ যদি কোন গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত  
না হয়, তাহলে আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও দুশ্চিন্তা দেয় ।

মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের বাক্য সরস ও জোরালো  
হতে পারে ।

### বৃহস্পতি দ্বিতীয়ে

সহজে বা অল্প পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন নির্দেশ করে—কিন্তু এই যোগ  
অর্থ-সঞ্চয়ের বিরোধী । জাতককে উপার্জনের জন্ত সময় সময় ভ্রমণ  
করতে হয় । জাতকের সংপথে উপার্জন হওয়া সম্ভব । বৈদেশিক  
ব্যাপার, আইন-ঘটিত ব্যাপার, শিক্ষকতা, উপদেশ, ধর্মকাৰ্য্য প্রভৃতি  
থেকে জাতকের আয় হতে পারে ।

দ্বিতীয়স্থ বৃহস্পতি যদি শনি বা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলেই

জাতক অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন—নতুবা নয়। বক্রণের দ্বারা অমুগ্ধীত হলে অকস্মাৎ পরধন-প্রাপ্তি হতে পারে।

শনি দ্বারা পীড়িত হলে দ্বিতীয়স্থ বৃহস্পতি বিশেষ কিছু শুভফল দিতে পারে না, এবং চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে, উপার্জনে বাধা না হতে পারে, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যে জাতক সর্বস্বান্ত হতে পারেন—বিশেষতঃ চন্দ্র যদি কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত বৃহস্পতি মামলা মোকদ্দমায় এবং দ্যুত-ক্রোড়ায় অর্থহানি নির্দেশ করে—এই যোগেও জাতককে অতিরিক্ত ব্যয়শীল করে।

দ্বিতীয়স্থ বলবান বৃহস্পতি বলবান মঙ্গলের দ্বারা অমুগ্ধীত হলে, ফাটুকায়, ঘোড়দৌড়ে বা লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। কিন্তু, এ যোগেও সঞ্চয়ের অমুকুল নয়।

### শুক্রে দ্বিতীয়স্থ

জাতক নিজের ব্যবহারিক জ্ঞান, সামাজিকতা, পটুত্ব প্রভৃতি দ্বারা অতি সহজে অর্থ উপার্জন করতে পারেন। যদি শুক্র বিশেষভাবে পীড়িত না হয়, তাহলে জাতকের প্রায়ই অর্থাত্যাব ঘটে না। জাতকের মুখশ্রী সুন্দর এবং বাক্য ও ব্যবহার সুমিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। অপরের সাহচর্য জাতকের অর্থাগমে সাহায্য করে।

শনি অথবা রাহুর দ্বারা অমুগ্ধীত হলে, এই শুক্র জাতককে ধনবান্ করে। রবি, চন্দ্র এবং বৃহস্পতির দ্বারা অমুগ্ধীত হলেও, জাতক যথেষ্ট অর্থোপার্জন কোরে থাকেন, কিন্তু তেমন সঞ্চয় হয় না।

মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, অপব্যয়ে, অসাবধানতায় অথবা দৈব-দুর্বিপাকে ক্ষতি হয়। বৃহস্পতি অথবা শনি দ্বারা পীড়িত শুক্র অর্থকষ্ট এবং অনর্থক ক্ষতি নির্দেশ করে।

### শনি দ্বিতীয়ে

সাধারণত কষ্টে বা পরিশ্রমের দ্বারা অর্থলাভ সূচনা করে, এবং যদি পীড়িত না হয়, তাহলে মিতব্যয়িতা দ্বারা জাতক সঞ্চয়ও করতে পারেন। এই শনি আর্থিক ব্যাপারে এবং সাফল্যে বাধা ও বিলম্বের নির্দেশক। শ্রমসাধ্য কর্ম, চাকরি প্রভৃতি দ্বারা জাতকের অর্থাগম হওয়া সম্ভব। কৃষিকর্মাধি দ্বারাও উপার্জন হতে পারে।

এই শনি যদি শুক্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অমুগ্ধীত হয়, তাহলে জাতক মহা ধনবান হতে পারেন। রবি দ্বারা অমুগ্ধীত হলে, দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে বেশ উপার্জন হয়। চন্দ্রের দ্বারা অমুগ্ধীত হলে, পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থলাভ ও সঞ্চয় হয়ে থাকে।

এই শনি চন্দ্র অথবা রবির দ্বারা পীড়িত হলে, দারিদ্র্য দেয়।

দ্বিতীয়স্থ শনি একটু রূপণ স্বভাবের সূচক।

### রাহু দ্বিতীয়ে

আর্থিক ব্যাপারে অনিশ্চয়তার সূচক। জাতককে আর্থিক ব্যাপারে অনেক ঠাটপড়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। জাতকের উপার্জন প্রায়ই ত্রায়সঙ্গত উপায়ে হয় না—অন্ততঃ, উপার্জনের জন্য জাতককে সময় সময় গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হয়। আর্থিক ব্যাপারে তাঁর অনেক রকম ঝঞ্জাট ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হতে পারে। জাতক আয় এবং ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন না। এবং নানারকমে তাঁর অর্থ নষ্ট হয়।

যদি শনি, শুক্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অমুগ্ধীত হয়, তাহলে দ্বিতীয়স্থ রাহু প্রচুর অর্থ দিতে পারে। বিশেষতঃ শুক্রের দ্বারা অমুগ্ধীত রাহু

বিশেষ শুভ । দ্বিতীয়স্থ রাহু আর্থিক ব্যাপারে একটু স্বার্থপর করে, এবং জাতকের অর্থ অনেকস্থলে নিজের জন্যই ব্যয় হয় ।

মঙ্গল, রবি অথবা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত রাহু আজীবন অর্থকষ্ট দেয়, এবং বুধের দ্বারা পীড়িত হলে, চোর জুয়াচোরের দ্বারা অর্থহানি, এবং আর্থিক ব্যাপারে অনর্থক দুশ্চিন্তা দেয় ।

### কেতু দ্বিতীয়ে

সাধারণত অর্থাগমে এবং সাফল্যে বাধা নির্দেশ করে । কোন নিন্দিত কর্মে অথবা সাধারণ কর্মে জাতকের উপার্জন হতে পারে । জাতকের আয়ের পথ শুণ্ড কিম্বা লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে পারে । আলস্যের জন্ম বা অবহেলার জন্ম জাতকের অর্থকষ্ট হওয়া অসম্ভব নয় ।

যদি বৃহস্পতি, রবি অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক শুণ্ডভাবে বা বিনা আড়ম্বরে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় কোরে থাকেন শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত কেতুও অর্থের পক্ষে শুভ ।

শনি, প্রজাপতি অথবা বুধের দ্বারা পীড়িত হলে, দ্বিতীয়স্থ কেতু আর্থিক অসচ্ছলতা এবং অর্থোপার্জনে অসম্ভব রকম বাধাবিল্লের সৃষ্টি করে ।

দ্বিতীয়স্থ কেতু জাতককে ব্যয়কুণ্ঠ করে ।

### প্রজাপতি দ্বিতীয়ে

অর্থ বা সাফল্য সম্বন্ধে খুব ভাল যোগ নয় । অর্থ প্রাপ্তিতে অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হয়—আবার যখন অর্থপ্রাপ্তি হয়, সেটাও ঘটে অকস্মাৎ । জাতকের নানা উপায়ে অর্থাগম হয়, এবং আর্থিক অবস্থার অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটে । কোন বিচিত্র বা নতুন ধরণের কাজে অর্থাগম

হতে পারে। কোন সংসদ-পরিষদের সংশ্রবে অর্থপ্রাপ্তি ও অর্থনাশ দুই-ই সম্ভব।

দ্বিতীয়স্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, আর্থিক ব্যাপারে নানা গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়, এবং জাতকের সহজে উপার্জন হয় না। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, অকস্মাৎ বহু ক্ষতি হয়। শনির দ্বারা পীড়িত হলে, আজীবন অর্থান্ধ থাকে। বুধের দ্বারা পীড়িত হলে, অর্থ চিন্তা কখনো ঘোচে না। চন্দের দ্বারা পীড়িত হলে, সঞ্চিত অর্থ অকস্মাৎ নষ্ট হয়।

দ্বিতীয়স্থ প্রজাপতি যদি বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অল্পগৃহীত হয় তাহলে সহসা অর্থলাভ হয়। কিন্তু দ্বিতীয়স্থ প্রজাপতি স্থায়ী আয়ের বিরোধী—যতই বলবান্ হোক বা যত বেশী গ্রহের দ্বারাই অল্পগৃহীত হোক, কখনই ঐশ্বর্য আয় দেয় না—মাঝে মাঝে হঠাৎ লাভ হয়।

### বরুণ দ্বিতীয়স্থ

সাধারণত অদ্ভুতভাবে ও অসাধারণ উপায়ে অর্থ দেয়। জাতকের অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভ হওয়া সম্ভব। দ্যুত-ক্রোড়ায় টাকা পাওয়া যেতে পারে, এবং বরুণ যদি বলবান্ ও শুভগ্রহের দ্বারা অল্পগৃহীত হয়, তাহলে গুপ্তধন পাওয়াও অসম্ভব নয়। কোন স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে অথবা চোর-ডাকাতের কাছ থেকে বিচিত্রভাবে অর্থলাভ হতে পারে। এটা দৈবধন-প্রাপ্তির যোগও বটে।

দ্বিতীয়স্থ বরুণ অত্যন্ত দুর্বল এবং পাপপীড়িত হলে, জাতককে ভিক্ষাজীবী কিম্বা পরান্নভোজী হতে হয়। এ যোগ অত্যন্ত অশুভ। বুধ বা শনি দ্বারা পীড়িত হলে, উল্লেখ্য দ্বারা এবং অশুভ উপায়ে উপার্জন করতে হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, দৈব দুর্ঘটনায় বা ঋণদানে অর্থ নষ্ট হয় এবং নানাভাবে জাতকের অপব্যয় হয়।

রবি, বৃহস্পতি, চন্দ্র অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, দ্বিতীয়স্থ বরুণ অপ্রত্যাশিতভাবে বহু অর্থ দেয়। বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, দৈবধন-প্রাপ্তি হয়, এবং কোন শুভগ্রহ ও রাহু বা কেতু দ্বারা অনুগৃহীত হলে কোন নীচব্যক্তি বা দস্যু-তঙ্করের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বহু লাভ হতে পারে। অপরের কোন দুর্ঘটনা থেকেও অকস্মাৎ লাভ হওয়া সম্ভব।

## তৃতীয় ভাব

### রবি তৃতীয়ে

যদি পীড়িত না হয়, জাতকের মন উচ্চ ও উদার ভাবে পূর্ণ হয়। তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় এবং একটু অহমিকা থাকতে পারে। জাতক উচ্চাভিলাষী হন এবং তাঁর লক্ষ্য থাকে সাফল্যের দিকে। তিনি একটু জাঁকজমক বা আড়ম্বর ভালবাসেন। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে জাতকের খুব অন্তরঙ্গতা থাকে না—কিন্তু আত্মীয়-স্বজন প্রায় তাঁকে শ্রদ্ধা বা সম্মান কোরে থাকে, তারা তাঁকে কতকটা ভয় ও সমীহ কোরে চলে। ভাই-বেটনের সঙ্গেও তাঁর বিচ্ছেদ হতে পারে।

এই রবি যদি দুর্বল ও পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের মধ্যে অতিমাত্রায় গর্ব ও প্রভুত্বপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। এবং তাঁর অহঙ্কার ও যথেষ্টাচারিতার জন্ম কোন আত্মীয়ের সঙ্গেই তাঁর বনে না। মঙ্গল বা বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত রবি অত্যন্ত আত্মসন্ত্রিস্তা দেয়।

এই রবি যদি বৃহস্পতি বা চন্দ্রের অন্তর্গত হয়, তাহলে জাতক আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ মানসিক শক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। শনির দ্বারা অন্তর্গত হলে, তিনি সঙ্কল্প থেকে কখনো বিচ্যুত হন না, এবং তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অবিচলিত মনোভাবের জন্ম সকলের সম্মান ও ভক্তি পেয়ে থাকেন। প্রজাপতির দ্বারা অন্তর্গত হলে, তাঁর মৌলিক বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে লোকে আশ্চর্য্য হয়।

বরুণ বা শনির দ্বারা পীড়িত হলে, অহমিকার জন্ম লোকের কাছে হান্সাম্পদ হতে হয়। এই যোগে মানসিক সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হওয়া সম্ভব।



তৃতীয়স্থ রবি, পীড়িত না হলে, ভ্রমণের দ্বারা সম্মান লাভ হতে পারে—কিন্তু জাতকের ভ্রমণ খুব বেশী না হতেও পারে।

### চন্দ্র তৃতীয়ে

খুব ভাল যোগ নয়—জাতককে চঞ্চলমণি ও অব্যবস্থিতচিত্ত বরে। জাতকের বহুমুখীনতা থাকা সম্ভব এবং সেইজন্য জাতকের অনেক বিষয় জানা থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর জ্ঞান প্রায়ই ভাসভাসা হয়—একাগ্রতা ও মনঃসংযোগের অভাবে কোন বিষয়েই তাঁর জ্ঞান গভীরতা লাভ করতে পারে না। এই যোগে বহু ভ্রাতা ভগ্নী হওয়া সম্ভব—যদি না চন্দ্র পাপ-পীড়িত হয়। বহু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংশ্রবও এর একটা ফল। তৃতীয়স্থ চন্দ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ভ্রমণ নির্দেশ করে।

শনির দ্বারা অন্নগৃহীত হলে, তৃতীয়স্থ চন্দ্র মনকে অপেক্ষাকৃত সংবত ও দৃঢ় করে। বৃহস্পতির দ্বারা অন্নগৃহীত হলে—মন বেশ স্বচ্ছন্দ ও সহানুভূতি সম্পন্ন হয় এবং জাতক আত্মীয়দের সংশ্রবে সুখ ও মৌভাগ্য লাভ করেন। শুক্রের দ্বারা অন্নগৃহীত হলে—বহু ভ্রাতা-ভগ্নী হয় এবং তাদের ও অন্ন আত্মীয়ের সংশ্রবে যথেষ্ট আনন্দলাভ হয়ে থাকে। বক্রণের দ্বারা অন্নগৃহীত হলেও, ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয়ের সংখ্যা অনেক হয়ে থাকে।

শনি বা মঙ্গলেব দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের মানসিক ব্যাধির আশঙ্কা থাকে এবং ভ্রাতা-ভগ্নী বা আত্মীয়দের জন্য জাতকের অনেক দুঃখ উপস্থিত হয়। রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, বিপরীত বুদ্ধি হয় এবং কোন রকম নাড়ী-বিকার (Neurosis) থাকা সম্ভব—এই যোগে অনেক সময় বিকৃত যৌনসংস্কার (perverted sexual instinct) দেয়। বক্রণের দ্বারা পীড়িত হলে, মনোবিকার এবং বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে, ক্ষয়রোগের

আশঙ্কা আছে বিশেষতঃ বক্ষণ, বৃহস্পতি বা চন্দ্র যদি কোন রকমে ষষ্ঠভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়।

### মঙ্গল তৃতীয়ে

বাক্যে বা ব্যবহারে রক্ষতা ও তেজস্বিতা নির্দেশ করে। জাতকের ভ্রাতা এবং আত্মীয়ের পক্ষ থেকে দুঃখ উপস্থিত হয়—ভ্রাতৃহানি হওয়া সম্ভব কিম্বা একমাত্র ভ্রাতা থাকতে পারে। আত্মীয়দের সঙ্গে কলহ এবং ভ্রমণে কোনরকম দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। জাতকের মস্তিষ্ক একটু উত্তেজিত অবস্থায় থাকে—সেইজন, বাক্যে বা লেখায় তিনি এমন ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন যাতে অপরের সঙ্গে বিরোধ হওয়া সম্ভব। জাতকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হওয়া সম্ভব—কিন্তু তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হবেই, যদি না বৃহস্পতি, বুধ অথবা শনির অহুগ্রহ মঙ্গলের উপর থাকে।

তৃতীয়স্থ মঙ্গল যদি একটুও পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের জীবনে কোন না কোন সময়ে মস্তিষ্ক-বিকার হবেই। বিশেষতঃ যদি বুধের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে উন্মাদ-রোগের আশঙ্কা খুব বেশী। তৃতীয়স্থ মঙ্গল রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের গুঁচিবায়ু বা অগ্নি কোনরকম বায়ু রোগ হওয়া খুব সম্ভব।

তৃতীয়স্থ মঙ্গল যদি বৃহস্পতি বা প্রজাপতির দ্বারা অহুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের মধ্যে মৌলিক প্রতিভার বিকাশ হতে পারে।

### বুধ তৃতীয়ে

জাতকের মন আত্মীয়স্বজন, ভ্রাতা-ভগ্নী এবং লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই ব্যাপৃত থাকে, তা সে ভালর জন্মেই হোক বা মন্দের জন্মেই হোক। জাতকের মধ্যে অহুচিকীর্ষা খুব প্রবল এবং যে কোন আর্ট

জাতক সহজেই শিখতে পারেন, অবশ্য বুধ যদি না পীড়িত হয়। জাতকের শেখবার ইচ্ছা খুব বেশী হলেও, তাঁর মধ্যে একাগ্রতা কম। সেইজন্য, তিনি বহুতর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করলেও, কোন বিষয়ে তাঁর গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় না। পড়াশুনা তাঁর খুব বেশী হতে পারে, কিন্তু তাঁর মৌলিকতা প্রায়ই থাকে না।

ভ্রাতা-ভগ্নীর ব্যাপার তাঁর জীবনের অনেকখানি অধিকার করে, এবং তাঁর অনেক ক্ষুদ্র ভ্রমণ হতে পারে। সংঘের অভাবের জন্য জাতককে দুঃখ পেতে হয়।

তৃতীয়স্থ বুধ শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতকের মধ্যে বাবসায় বৃদ্ধি বেশ প্রবল হয়, এবং তাঁর মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা কতকটা দেখা যায়। প্রজাপতি কিম্বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—তাঁর দীর্ঘজীবী খুব তীক্ষ্ণ হয় এবং তাঁর মধ্যে মৌলিক প্রতিভার বিকাশও হতে পারে। শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক আনন্দপ্রিয় হন এবং ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয়-স্বজনের সংশ্রবে যথেষ্ট আনন্দ পেয়ে থাকেন। রসরচনায় বা কোন কলাবিদ্যায় তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে। অস্তিত্ব, রস উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকবেই। মঙ্গল বা রাহুর দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক খামখেয়ালী ও গব্বিত হতে পারেন, কিন্তু তাঁর গণিতে অথবা হিসাবে দক্ষতা থাকা সম্ভব।

তৃতীয়স্থ বুধ যদি পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের নানা বিষয়ে হুশিষ্ণা থাকে—এবং খুব বেশী পীড়িত হলে, কোন রকম উন্নাদ বা বায়ুরোগ জন্মানো সম্ভব। বিশেষতঃ বুধ যদি খুব দুর্বল হয় এবং দুর্বল মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয় তাহলে জীবনের কোন না কোন সময়ে মস্তিষ্ক-বিকৃতি অবশ্যস্বাবী। প্রজাপতি, বরুণ অথবা রাহুর দ্বারা পীড়িত বুধও কোন রকমের বায়ুরোগ সৃষ্টি করতে পারে। শনি দ্বারা পীড়িত হলে—অত্যন্ত

দৃশিক্ষা ও মনোকষ্ট, এবং বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে—অবিবেচনার জন্ম আত্মীয়-বিরোধ হওয়া সম্ভব।

### বৃহস্পতি তৃতীয়ে

জাতক সামাজিক, সদালাপী ও শিষ্টাচারী হয়ে থাকেন। ভ্রাতা-ভগ্নী এবং আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আনন্দলাভ হয় এবং ভ্রমণাদি থেকেও তাঁর আনন্দ এবং সৌভাগ্যবৃদ্ধি হতে পারে। জাতকের বুদ্ধি এবং শেখবার ক্ষমতা মোটের উপর ভালই হয়—কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন অসাধারণত্ব না থাকাই সম্ভব। আত্মীয়স্বজনের দিক থেকে তাঁর কোনরকম লাভ হতে পারে। জাতকের মন আশাপূর্ণ, সতেজ ও প্রফুল্ল হয়ে থাকে।

রবি, বুধ, অথবা প্রজাপতির দ্বারা অন্নগৃহীত হলে, তৃতীয়স্থ বৃহস্পতি জাতককে খুব উচুদরের মানসিকতা ও ধীশক্তি দেয়। চন্ডের দ্বারা অন্নগৃহীত হলে—জাতকের মন সহানুভূতিপূর্ণ হয় এবং আত্মীয়ের সংশ্রবে তিনি যথেষ্ট লাভবান হয়ে থাকেন। তাঁর আশ্রিত-প্রতিপাল্যের সংখ্যা অনেক হয়।

তৃতীয়স্থ বৃহস্পতি যদি মঙ্গল, বুধ অথবা প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হয়—তাহলে জাতক অত্যন্ত আত্মস্তুরী এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হন। নিজের বুদ্ধির দোষে তিনি বহু শত্রু সৃষ্টি করেন। চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হলে—অত্যন্ত বিষাদখিন্তা এবং ক্ষয়রোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব।

### শুক্রে তৃতীয়ে

জাতকের বহু ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয়-কুটুম্ব হয় এবং তাদের সংসর্গে তিনি খুব আনন্দ পেয়ে থাকেন। জাতক শিষ্টাচারী ও প্রফুল্লচিত্ত হন, এবং তাঁর কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গী অতি সুন্দর ও মনোহর হয়ে থাকে। কলা

ও শিল্পের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জাতকের একটা সহজ জ্ঞান থাকা সম্ভব কিন্তু তাহলেও জাতকের মধ্যে ব্যবসায়-বুদ্ধিও বেশ প্রথর হয়ে থাকে, এবং কি কোরে একটা ব্যাপারকে চিন্তাকর্ষক করা যায় সে বিষয়ে তাঁর মাথা খুব খেলে। ভ্রমণে তাঁর আনন্দ ও আর্থিক লাভ দুই-ই হতে পারে। কোন আত্মীয়ের দ্বারা বা আত্মীয়ের ব্যাপারে জাতক লাভবান হতে পারেন।

তৃতীয়স্থ শুক্র যদি মঙ্গল, প্রজাপতি, রাহু অথবা বরুণের দ্বারা পীড়িত হয়—তাহলে জাতক অতিমাত্রায় আনন্দপ্রিয়, বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হন। প্রজাপতি ও রাহু দ্বারা যদি যুগপৎ পীড়িত হয়—তাহলে তাঁর মধ্যে কামোদ্ভাদও প্রকাশ পেতে পারে। বৃহস্পতি বা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে—আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে নানারকম অশান্তি ভোগ করতে হয়।

তৃতীয়স্থ শুক্র যদি চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অহুগৃহীত হয়, তাহলে সেটা খুব শুভযোগ। জাতক জীবনে কখনো দুঃখ পান না। শনির দ্বারা অহুগৃহীত বলে—জাতকের মধ্যে সহজ জ্ঞান খুব পরিণত হয় এবং তাঁর সাধ্যযে জাতক জীবনে যথেষ্ট উন্নতি কোরে থাকেন। মঙ্গল, বরুণ বা রাহুর দ্বারা অহুগৃহীত শুক্র খুব শুভ নয়—কেননা, তাতে ইন্দ্রিয়জ অহুভূতি থেকে আনন্দলাভের দিকে খুব বেশী ঝোক এসে পড়ে।

### শনি তৃতীয়ে

জাতকের বুদ্ধি একটু সক্ষীর্ণ ও গতানুগতিক হওয়া সম্ভব। জাতক একটা ধারণা সহজে ছাড়তে পারেন না, এবং খুব চট্ কোরে কোন নতুন বিষয় বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর কথাবার্তা, কাজকর্ম, ভাবভঙ্গী সব ব্যাপারের মধ্যেই একটা ধীরতা ও স্লথভাব দেখা যায়। জাতকের ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন খুব কম থাকে—এবং থাকলেও তাঁদের সঙ্গে

বনে না বা বিচ্ছেদ হয়। তাঁর একটিমাত্র ভাই থাকা সম্ভব, যদি না চন্দ্র, শুক্র ও বরুণের দ্বারা শনি বিশেষভাবে অনুগৃহীত হয়। জাতক হিসাবী, সতর্ক ও ভীষণপ্রকৃতির লোক। ভ্রমণের ব্যাপারে বা লেখাপড়ার ব্যাপারে এবং আত্মীয়স্বজনের সংশ্রবে জাতকের কোনরকম দুঃখ ও অশান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। জাতকের মধ্যে বিষাদ-খিন্নতা থাকা সম্ভব।

তৃতীয়স্থ শনি যদি শুক্র, বুধ অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের বুদ্ধি কুটিল হয় এবং জাতক মন্ত্রশুপ্তি দ্বারা ও কূটবুদ্ধি দ্বারা অনেক কাজ সিদ্ধ করতে পারেন। বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক ধীর, চিন্তাশীল ও অধ্যবসায়ী হন, এবং তাঁর ব্যবহারিক সহজ জ্ঞান খুব পরিণত হয়।

চন্দ্র, মঙ্গল, রবি অথবা বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে—জাতক কপটাচারী ও ধর্মজ্ঞান বর্জিত হন এবং আত্মীয়স্বজনের জগ্ন তাঁর ক্ষতি ও সৌভাগ্যহানি হয়ে থাকে।

### দ্বিতীয় ভূতীয়ে

জাতকের বুদ্ধি একটু জটিল এবং বিপরীতগামী হয়। দ্রাভা-ভগ্নী এবং আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে জাতকের নানারকম দুঃখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়। জাতকের ভাই-ভগ্নীর সংখ্যা বেশী হওয়াই সম্ভব—কিন্তু তাদের জগ্ন জাতকের নানারকম ঝগড়া ও বিভ্রাট ঘটে থাকে। তাঁর দ্রাভা-ভগ্নী বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে—অন্ততঃ দ্রাভা-ভগ্নীর জগ্ন মনোকষ্ট নিশ্চয়ই হয়। জাতকের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ হয়—অনেক সময় ভ্রমণের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কোন রকম বিভ্রাটের জগ্ন ভ্রমণ অথবা ভ্রমণে কোনরকম বিভ্রাট ঘটাও অসম্ভব নয়। জাতকের কথাবার্তা, কাজকর্ম বা ভাবভঙ্গীর মধ্যে একটা উচ্ছ্বল ভাব লক্ষিত হতে পারে। জাতকের

লেখাপড়ার ব্যাপারে অনেক বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং কলা বা শিল্পের উচ্চ ও শূন্য দিকটা তাঁর বুদ্ধিগম্য হয় না। তৃতীয়স্থ রাহু জাতককে প্রায় আত্মসত্ত্বী করে।

শুভ গ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত হলেও, জাতক তৃতীয়স্থ রাহুর দেওয়া বিদ্যুটে বুদ্ধির প্রভাব এড়াতে পারেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর অদ্ভুত বা বিচিত্র মনোভাবই তাঁর আর্থিক উন্নতি বা খ্যাতি প্রতিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মঙ্গল, রবি অথবা চন্দ্র দ্বারা প্রসীড়িত রাহু জাতককে অতিমাত্রায় আত্মসত্ত্বী কোরে তোলে এবং তাঁর অসঙ্গত বুদ্ধির জন্য আত্মীয়বিরোধ এবং নানাপ্রকার বিলাট ঘটে।

তৃতীয়স্থ রাহু সাধারণতঃ পরিহাস-বোধের অভাব নির্দেশ করে।

### কেতু তৃতীয়স্থে

জাতককে জড়তাবাপন্ন করে। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও দ্রাভা-ভগ্নীর সংখ্যা খুব বেশী হয় না। অনেক সময় তাই একেবারে থাকে না। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। তাঁর কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গীর মধ্যে একটা উদাসীন ভাব দেখা যেতে পারে এবং তাঁর মধ্যে সামাজিকতার অভিব্যক্তি অতি সামান্য হয়ে থাকে। কেতু যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতকের বাইরে চটপটে ভাব না থাকলেও—ভিতরে ভিতরে কুটিল বুদ্ধি থাকা অসম্ভব নয় এবং গণিতের ব্যাপার বা হিসাব ও খাতা লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তৃতীয়স্থ কেতু দুর্বল বা সামান্য একটু পীড়িত হলেই জাতকের সাধুতা ও ধর্মজ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়।

তৃতীয়স্থ কেতু যদি বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয় তাহলে জাতকের

মধ্যে উচ্চ ধর্মজ্ঞান প্রকাশ পেতে পারে এবং নিজের ধীরতা ও নির্লিপ্ত ভাবের সাহায্যে তিনি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন। উচ্চ সাধকের পক্ষে এই যোগ খুব ভাল।

এই কেতু যদি শনি অথবা বুধের দ্বারা পীড়িত হয় তাহলে জাতক অত্যন্ত নিকোঁধ অথবা জড় ভাবাপন্ন হয়—অথবা যত নীচ ও ধর্মবিগর্হিত কাজ এবং জাল জুয়াচুরির দিকে তাঁর ঝোঁক হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

তৃতীয়স্থ কেতু সাধারণতঃ সহজ জ্ঞানের অভাব নির্দেশ করে। লেখাপড়া এবং ভ্রমণাদির ব্যাপারে হয় তাঁর ইচ্ছা থাকে না, না হয়, অনিবার্য্য বাধা উপস্থিত হয়।

### প্রজ্ঞাপতি তৃতীয়স্থে

জাতকের ভাবভঙ্গী এবং কথাবার্তার মধ্যে একটু বিশেষত্ব বা অসাধারণত্ব থাকতে পারে, যা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বুদ্ধি কখনই সোজা বা ধরাবাঁধা পথে চলে না, তা সে ভালর জন্মই হোক আর মন্দের জন্মই হোক। অপরের সঙ্গে ব্যবহার খামখেয়ালী ধরণের হয়। আত্মীয়-স্বজনের সংশ্রবে অনেক ঘটনা অকস্মাৎ বা অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে। জাতককে অনেক সময় হঠাৎ ভ্রমণ করতে হয় এবং চিঠিপত্রে বা টেলিগ্রামে অনেক সময় তিনি অপ্রত্যাশিত সংবাদ পেয়ে থাকেন। জাতকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হওয়া সম্ভব এবং নূতন জ্ঞান ও অভিনব চিন্তা প্রণালীর দিকে তাঁর ঝোঁক প্রকাশ পেতে পারে। জ্ঞাতকের মধ্যে মৌলিকতা এবং দৈহিক বা মানসিক কোন অসাধারণ শক্তি থাকা অসম্ভব নয়। আত্মীয়স্বজন ও ভ্রাতাভগ্নীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। মানসিক ব্যাপারে জাতকের একটু গর্ব্ব থাকা সম্ভব। তৃতীয়স্থ প্রজ্ঞাপতি প্রায়ই নিভীকতা ও তেজস্বিতা দেয়।



তৃতীয়স্থ প্রজাপতি একটু পীড়িত হলেই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। এবং যে গ্রহের দ্বারা পীড়িত হয় সেই গ্রহের ভাবানুযায়ী মানসিক বিকৃতি দেয়। রবি দ্বারা পীড়িত হলে—অস্বাভাবিক দম্ব ও আড়ম্বরপ্রিয়তা। চন্দ্র দ্বারা—বিকৃত অনুভূতি। মঙ্গলের দ্বারা—দুঃসাহসিকতা ও অতিমাত্রায় স্বাধীনতাপ্রিয়তা। বুধের দ্বারা—বায়ুগ্রস্ত বুদ্ধি। বৃহস্পতি দ্বারা—ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা পরিচালিত। শুক্রের দ্বারা—সহজ জ্ঞানের অভাব। শনির দ্বারা—বিবেচনার বা কর্তব্য-জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব। রাহুর দ্বারা—অস্বাভাবিক অস্থিরতা। বরুণের দ্বারা—অস্বাভাবিক খেয়াল।

তৃতীয়স্থ প্রজাপতি যদি রবি, বুধ অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয় তাহলে জাতকের মধ্যে প্রতিভার স্ফূরণ হওয়া সম্ভব। মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে জাতকের লেখাপড়ার ব্যাপারে মৌলিকতা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মধ্যে পরিহাসজ্ঞান ও রঙ্গব্যঙ্গের বোধ খুব পরিস্ফুট হয়। শ্লেষ-রচনায় তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেতে পারে। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে জাতকের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় এবং কর্তৃত্বের ক্ষমতা খুব বেশী থাকে।

### বরুণ ভূতীয়ে

সাধারণত বিকৃত বা অপরিণত বুদ্ধির সূচক। নানারকম কান্ডনিক খেয়াল নিয়ে জাতকের মন ব্যাপৃত থাকতে পারে। ভৌতিক ব্যাপার ও মন্ত্রতন্ত্রের দিকে তার আকর্ষণ থাকা সম্ভব। আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে জাতকের নানা রকম অদ্ভুত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীর সংখ্যা বেশী হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ভ্রাতা-ভগিনীর ব্যাপার নিয়ে বা ভ্রাতা-ভগিনীর সংশ্রবে তাঁর জীবনে অনেক অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনা ঘটে। ভ্রাতা-ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দু'এক জন

অসাধারণ ব্যক্তি থাকা সম্ভব। তাঁদের কারো কারো শারীরিক বা মানসিক কোন রকম পঙ্গুত্ব বা বিকৃতি থাকতে পারে। ভ্রমণের ব্যাপারে জাতকের কোন রকম অপ্রত্যাশিত বিভ্রাট ঘটা আশ্চর্য্য নয়, কিম্বা কোন দৈব দুর্ঘটনার জন্ম অথবা কোন বিপদে প'ড়ে, জাতককে ভ্রমণ করতে হয়। লেখাপড়ার ব্যাপারে জাতকের অপ্রত্যাশিত অনেক পরিবর্তন হয়। আমোদ প্রমোদ ও উত্তেজনার দিকে তাঁর একটা সহজ আকর্ষণ থাকা সম্ভব।

এই বরুণ যদি একটুও পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের মধ্যে বিকৃত রুচি এবং অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি লক্ষিত হতে পারে। তাঁর পক্ষে মাদক-সেবী, দ্যুতক্রীড়ায় আসক্ত এবং ধর্মবুদ্ধি পরিবর্জিত হওয়া খুব সম্ভব। তৃতীয়স্থ বরুণ পাপগ্রহের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকজীবনে কখন মানসিক শান্তি পান না।

তৃতীয়স্থ বরুণ যদি রবি, বুধ অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের কোন অসাধারণ মানসিক শক্তি প্রকাশ পেতে পারে। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুব পরিণত হওয়া সম্ভব।

## চতুর্থ ভাব

### রবি চতুর্থে

জাতক যান-বাহন, গৃহভূমি, আসবাব-পত্র প্রভৃতির ব্যাপারে একটু আড়ম্বর দেখাতে ভালবাসেন এবং এই সব ব্যাপারে তাঁর অনেক খরচপত্র হয়। এই রবি যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক শেষ বয়সে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন কোরে থাকেন। রাজপক্ষ এবং পিতৃপক্ষ থেকে জাতকের অর্থ ও গৌরব লাভ হয়। জাতকের মনে বংশমর্যাদা সম্বন্ধে একটু গর্ব থাকার সম্ভব। কোন রকম গুপ্ত সাধনা বা আধ্যাত্মিক গুপ্ত ব্যাপারের দিকে জাতকের ঝোঁক থাকতে পারে। চিকিৎসা অথবা রসায়ন কি পূর্ত্বকার্য অথবা চাষবাস, বাগবাগিচা কি ভূমিসংক্রান্ত যে কোন কার্যের সঙ্গে জাতকের সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব।

চতুর্থস্থ রবি যদি চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুরূপ হইত হয়, তাহলে জাতকের জীবনীশক্তি বর্ধিত হয় এবং উত্তরাধিকার স্বত্রে তাঁর অর্থ ও সম্পত্তি লাভ হয়ে থাকে। পিতৃপুরুষের গৌরবে জাতক গৌরবান্বিত হন এবং রাজার কাছ থেকে সম্মান পাবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা তাঁর থাকে। শনি দ্বারা অনুরূপ হইত হলে—রাজানুরূপে তাঁর উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনা থাকে এবং শেষ বয়সে তিনি সমাজে গণ্যমান্য হয়ে থাকেন।

চতুর্থস্থ রবি পীড়িত হলে, পৈত্রিক সম্পত্তিনাশ, পিতামাতার জন্ত উন্নতিতে বাধা, রাজা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অসন্তোষ ও শত্রুতা প্রভৃতি অশুভফল হয়, এবং জাতক আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় কোরে ঋণগ্রস্ত এবং দুর্দশাপন্ন হয়ে পড়েন। দুর্বল রবি যদি শনি, প্রজাপতি অথবা রাহু দ্বারা

প্রবলভাবে পীড়িত হয়, তাহলে জাতককে জীবনের কোন না কোন সময়ে ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হয়ে অপদস্থ হতে হয়। চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে জীবনের শেষে দুঃখভোগ করতে হয়।

### চন্দ্র চতুর্থে

সাধারণত বহু বাস-পরিবর্তন এবং ভ্রমণ নির্দেশ করে। চতুর্থস্থ চন্দ্র যদি না শুভগ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের শেষ জীবনে অবস্থার নানারকম বিপর্যয় ও স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। পারিবারিক ব্যাপারেও জাতকের নানারকম পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ কোরে চন্দ্র যদি ক্ষীণ \* হয়। তাঁর সাংসারিক শৃঙ্খলা থুবে থাকে না, এবং তাঁকে মধ্যে মধ্যে গৃহস্থখের অভাব অনুভব করতে হয়। পিতামাতার ব্যাপারেও জাতককে অনেক ঝগড়াট পোহাতে হয়। অনেক সময় তাঁকে জনবহুল গৃহে বা জনবহুল স্থানে বাস করতে হয় এবং তাঁর বিশ্রামের বহু বিঘ্ন ঘটে।

চতুর্থস্থ চন্দ্র যদি বলবান্ হয় ও অন্ত বলবান্ গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে কোন গ্রহ দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে, জাতকের বহু ভূসম্পত্তি এবং বিশেষ উন্নতি হয়। একরূপ ক্ষেত্রে, প্রায়ই সছংশে জন্মস্থানা করে এবং উত্তরাধিকারস্থত্রে সম্পত্তিলাভ হয়ে থাকে।

চতুর্থস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে অত্যন্ত অশুভ দায়ী। জাতকের সঞ্চয় হওয়া মুশ্কিল হয় এবং উন্নতি হলেও, ফিরে পতন হয়ে থাকে। বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে—অপ্রত্যাশিতভাবে স্থানচ্যুতি ও পরগৃহে বাস হয়। প্রজাপতির দ্বারা—অকস্মাৎ ভাগ্যা-বিপর্যয়, পারিবারিক দুঃখ, এবং

---

\* চন্দ্রের আলোকিত ভাগটুকু যখন অর্ধেকের চেয়েও কম হয়, তখন তাকে ক্ষীণচন্দ্র বলে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী থেকে শুক্লপক্ষের অষ্টমী পর্যন্ত চন্দ্র ক্ষীণ থাকে। শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রের চেয়ে কতকটা ভাল।

সাফল্যে অকস্মাৎ বাধা। শনির দ্বারা—দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য, জীবনে উন্নতির আশা কম, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। বৃহস্পতির দ্বারা—অপব্যয় ও সম্পত্তিনাশ। শুক্রের দ্বারা—সামাজিক প্রতিষ্ঠার হানি, স্ত্রীপুত্রের জন্ম দুঃখ। মঙ্গলের দ্বারা—নিজের হঠকারিতায় অবনতি, বিবাদে অর্থ ও সম্পত্তি হানি। রবির দ্বারা—পিতামাতার দুরবস্থার জন্ম উন্নতিতে বাধা। বুধের দ্বারা—চুরি বা প্রতারণায় অর্থহানি। রাহু দ্বারা—সমাজ থেকে বা গৃহ থেকে বিতাড়িত।

### মঙ্গল চতুর্থে

এটি সাধারণত একটি অশুভ যোগ। মঙ্গল যদি বিশেষ বলবান্ এবং শুভগ্রহের দ্বারা বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, তাহলে এই যোগে দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য নিয়ে আসে এবং জাতক জীবনে কখনো শান্তি পান না। গার্হস্থ্য ব্যাপারে জাতকের নানারকম ঝগড়া এবং বিবাদ-বিসম্বাদ হয়ে থাকে—তঁাকে কুদৃশ্য বাসগৃহে এবং অশোভন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করতে হয়। প্রায়ই ভগ্ন বা পুরাতন গৃহে তঁার বাস হয়ে থাকে, এবং কোন দুর্ঘটনায় বা মামলা-মোকদ্দমায় তঁার গৃহ বা ভূমি নষ্ট হতে পারে। বাড়ীর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ অথবা বাড়ী নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ অবশ্যস্বাভাবী। জাতকের শেষ জীবনে নানারকম দুঃখ কষ্ট আসে এবং যে সময় বিশ্রামের দরকার সে সময়েও তাকে বাধ্য হয়ে পরিশ্রম করতে হয়। কোন দুর্ঘটনায় জাতকের জীবনী শক্তি হ্রাস পেতে পারে এবং মঙ্গল যদি শনি, প্রজাপতি অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে অপঘাত মৃত্যুও বিচিত্র নয়। জাতকের পিতামাতার দিক থেকে প্রায়ই দুঃখ আসে এবং তঁাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। জাতকের আসবাব-পত্র,

পোষাক পরিচ্ছদ, মূল্যবান হলেও, শোভন ও সুরুচিসঙ্গত হয় না। জাতকের মধ্যে সংযম ও সঞ্চয়শীলতার অভাব লক্ষিত হয়।

এই মঙ্গল শুভগ্রহের দ্বারা অল্পগৃহীত হলে, ভূসম্পত্তি এবং গৃহভূমি সম্বন্ধে শুভফল দেয় বটে, কিন্তু তবুও নানারকম ঝগাট-অশান্তির সৃষ্টি করে। চতুর্থস্থ মঙ্গল যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অল্পগৃহীত হয়, তাহলে অশুভফলগুলি অনেকটা নষ্ট করে।

চতুর্থস্থ মঙ্গল বেশী পীড়িত হলে, জাতক শেষ বয়সে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হন, এবং রাহু, বরুণ প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হলে, তাঁকে পঙ্গু বা ভিক্ষাজীবী হতে হয়। শনির দ্বারা পীড়িত হলে—অঙ্গহানির বা অঙ্গবিকৃতির ভয় আছে।

### বুধ চতুর্থে

সাধারণত পারিবারিক ঝগাট ও গৃহস্থালীর ব্যাপার নিয়ে জাতকের মন ব্যাপ্ত থাকে। তাঁর পরিবার মধ্যে নানাকারণে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এবং তাঁর বাসগৃহ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রায় লেগেই থাকে। পিতা মাতার সংশ্রবে বা পারিবারিক ব্যাপারের সংশ্রবে সমাজে কোন রকম দুর্নাম বা অপবাদ প্রচার হতে পারে এবং পিতামাতার জন্ম বা পৈত্রিক সম্পত্তির জন্ম জাতকের জীবনে অনেক অশান্তি আসে। তাঁর মুখস্থ করবার শক্তি প্রায়ই বেশী হয়। সঞ্চয়ের দিকেও তাঁর একটা ঝোঁক থাকতে পারে কিন্তু অনেক সময় দরকারী জিনিষের চেয়ে কতকগুলো বাজে বেদরকারী জিনিষই তিনি জড়ো কোরে রাখেন। তাঁর শরীরে বিষ-প্রবেশ হবার আশঙ্কা আছে, বিশেষ কোরে, বুধ যদি পীড়িত হয়। তাঁর সঞ্চিত অর্থ অনেক সময় অবিবেচনার জন্ম নষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থস্থ বুধ খুব ভাল ফল কখনই দিতে পারে না, এবং যদি পীড়িত

হয়, তাহলে তার ফল খুবই খারাপ হয়। সেক্ষেত্রে জাতক এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে পারেন না এবং তিনি নিজেকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কখনই ভাল রকম খাপ খাওয়াতে পারেন না। শনি অথবা মঙ্গল দ্বারা পীড়িত হলে—চুরি বা প্রতারণা দ্বারা জাতকের অর্থ বা সম্পত্তি নষ্ট হয়।

চতুর্থস্থ বুধ যদি শুক্র, রবি অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয় তাহলে জাতকের মানসিকতা খুব উচ্চ শ্রেণীর হয়ে থাকে এবং কুফলগুলি কতকটা কমে। কিন্তু তবুও, যোগ্যতার অনুপাতে উন্নতির সুযোগ তিনি পান না। এই বুধ যদি বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয় এবং নিজেও বলবান থাকে, শুধু তাহলেই, জাতক শেষ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করতে পারেন।

### বৃহস্পতি চতুর্থ

যদি দুর্বল এবং পাপ-পীড়িত না হয়, তাহলে এ একটি প্রবল সুভোগ। জাতকের জীবন বেশ সুখে কাটে এবং গার্হস্থ্য ও পারিবারিক ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পান। পিতামাতার সংশ্রবে জাতক যথেষ্ট লাভবান হন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর খুব সৌহার্দ্য থাকে। তাঁর গৃহ এবং আসবাবপত্র বেশী মূল্যবান না হলেও শোভন ও কার্যোপযোগী হয়। তাঁর জীবনীশক্তি খুব বেশী হয়ে থাকে, এবং ভাল খাওয়া, ভাল পরা ও যথোচিত বিশ্রামের অভাব তাঁর ঘটে না। শেষ বয়স তাঁর খুব স্বচ্ছন্দে কাটে। পরিবারবেষ্টিত হয়ে সুখে ও সজ্ঞানে তাঁর মৃত্যু হওয়া সম্ভব।

এই বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হন। তাঁর যথেষ্ট অর্থ-সম্পত্তি হয়ে থাকে এবং শেষ জীবনে তিনি সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। এই যোগে রাজার কাছে সম্মান-প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়। রাহুর অথবা

মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক খুব ভোগী হয়ে থাকেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি রাজভোগে কাটিয়ে যান।

এই বৃহস্পতি যদি চন্দ্র, মঙ্গল অথবা রাহুর দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে অপব্যয়ে জাতকের অর্থ বা সম্পত্তি নষ্ট হয়, এবং তিনি বাল্যকালেই হয়ত পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন। অনেক সময় সম্পত্তি পেয়ে তা আবার নষ্ট হয়ে যায়। শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে—পারিবারিক ব্যাপারে নানারকম ঝগড়াট নিয়ে আসে, বিশেষ কোরে, স্ত্রী-পুত্রের জন্ম জাতকের অনেক দুর্ভোগ যায়। জাতকের মধ্যে বহুমূত্র রোগের অথবা রক্তে চাপাধিক্যের প্রবণতা থাকতে পারে। শনি অথবা ক্ষৌণচন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে—সৌভাগ্যহানি ও দারিদ্র্যযোগ হয়, সাধারণত অর্থসম্পত্তি পেয়ে জাতিক আবার সব নষ্ট কোরে ফেজেন। জাতকের মধ্যে যে কোন রকম ক্ষয়রোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব।

### শুক্র চতুর্থে

এটিও চতুর্থস্থ বৃহস্পতির মতো একটি শুভযোগ, অবশ্য শুক্র যদি দুর্বল এবং পীড়িত না হয়। জাতকের জীবন শান্তিতে না হোক, সুখে কাটে। পিতামাতার পক্ষ থেকে জাতকের বেশ সুখ হয়, এবং সাধারণত পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষ কিছু দুঃখ উপস্থিত হয় না। জাতকের গৃহ এবং সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র সুন্দর হয় এবং তাঁর যানবাহনের সুখ হওয়া সম্ভব। জাতকের গৃহে উৎসবাদি প্রায়ই হয়, এবং বহু আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব তাঁর গৃহে প্রায় আসেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে জাতকের হৃদয়তা থাকে এবং শেষ জীবনে অবস্থা খুব সচ্ছল হওয়া সম্ভব।

চতুর্থস্থ শুক্র যদি রবির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক জীবনে যথেষ্ট সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—



লোকপ্রিয়তা ও ভূসম্পত্তি লাভ হয়। মঙ্গলের দ্বারা—সামাজিকতা ও সরস বাক্য। বুধের দ্বারা—তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি। বৃহস্পতির দ্বারা—বিশেষ পারিবারিক সুখ ও সৌভাগ্য। শনির দ্বারা—অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। রাহুর দ্বারা—পারিবারিক উৎসবে বহুবায়। প্রজাপতি দ্বারা—নিজের উদ্ভাবনীয় শক্তি দ্বারা লাভ। বরুণের দ্বারা—অপ্রত্যাশিত ভাবে পরধন প্রাপ্তি।

চতুর্থস্থ শুক্র পীড়িত হলে শেষ জীবনে অর্থহানি বা ক্ষতি এবং পারিবারিক ব্যাপারে মনোকষ্ট নির্দেশ করে। যদি বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে স্ত্রী বা পুত্রের জন্ম বহু দুঃখ অবশ্যস্বাভাবী। শনির দ্বারা পীড়িত হলে—অর্থের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। মঙ্গল অথবা রাহুর দ্বারা পীড়িত হলে—ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্ম অপব্যয় ও জীবনৌশক্তির হ্রাস। চন্দ্রের দ্বারা—লোকপ্রিয়তার হানি এবং স্ত্রী বা অন্ত কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা শত্রুতা এবং ভূসম্পত্তির ব্যাপারে অর্থহানি।

### শনি চতুর্থ

সাধারণত অসামাজিক প্রকৃতি নির্দেশ করে। জাতকের সহজে কারো সঙ্গে বনে না, তিনি রূপণপ্রকৃতির লোক এবং একলা থাকতে ভালবাসেন। তাঁর ঘাড়ে এমন কোন দায়িত্ব বা বোঝা থাকতে পারে, যাতে তাঁর উন্নতির পথে বাধা উপস্থিত হয়। পারিবারিক কারণে এবং পিতামাতার জন্মও তাঁর উন্নতির বাধা হয়। শনি যদি বলবান্ এবং অমুগ্ধীত না হয়, তাহলে জাতক কখনই বিশেষ উন্নতি করতে পারেন না এবং ইচ্ছা কোরেই হোক আর বাধ্য হয়েই হোক, তাঁকে সংযত ও মিতব্যয়ী হতে হয়। সাংসারিক ও পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর অনেক দুঃখ আসে এবং তাঁকে নানারকম অসুবিধার মধ্যে বাস করতে হয়।

তাঁর বাসগৃহ ও বাসভূমির মধ্যে স্বচ্ছন্দতার অভাব থাকবেই। আহার-বিহারে এবং সাজসজ্জায় বিলাস তাঁর ভাগ্যে ঘটে না। তাঁর দেহ কখনই খুব স্থূল হয় না।

এই চতুর্থস্থ শনি যদি দুর্বল ও পীড়িত হয়, তাহলে তা অত্যন্ত অশুভ যোগ। জাতক কখনই বেশী উন্নতি করতে পারেন না এবং তাঁর দারিদ্র্য কখনও ঘোচে না।

চতুর্থস্থ শনি রবির দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের শেষ জীবনে কৰ্মহানি এবং সম্মানহানির আশঙ্কা আছে এবং জীবনের কোন না কোন সময়ে তিনি ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হয়ে অপদস্থ হতে পারেন। চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে—দারিদ্র্য ও অর্থকষ্ট এবং পৈত্রিক সম্পত্তি নাশ। কেতু দ্বারা পীড়িত হলে—সমাজ ত্যাগ বা গৃহত্যাগ। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে—অস্বাভাব বা অঙ্গহানির আশঙ্কা।

চতুর্থস্থ শনি যদি বলবান্ হয় এবং রবি অথবা চন্দ্র দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক নিজের চেষ্টা, পরিশ্রম এবং মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক নিজের চেষ্টায় অর্থসম্পত্তি লাভ কোরে ঐশ্বর্যশালী বলে পরিচিত হতে পারেন।

### রাজ চতুর্থ

পারিবারিক এবং গৃহস্থালীর ব্যাপারে জাতক কখনই শৃঙ্খলা আনতে পারেন না। তাঁকে অধিকাংশ সময়েই বিশৃঙ্খল আবেষ্টনের মধ্যে বাস করতে হয়। প্রবাস এবং পরগৃহবাস চতুর্থস্থ রাহুর একটা ফল। জাতকের পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ কোরে দূরদেশে বাস করা সম্ভব। পিতামাতার সংশ্রবে এবং পারিবারিক ব্যাপারে নানা গোলযোগ ও

অশান্তি উপস্থিত হয় এবং পিতামাতার দোষে উন্নতির অনেক বাধা আসে। জাতকের পারিবারিক ও সাংসারিক ব্যাপারে অতিরিক্ত ব্যয় হলেও শান্তি থাকে না। জাতকে অনেক সময় পিতা-মাতা এবং স্ত্রী-পুত্রের সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়। শেষ জীবনে জাতকে অনেক ভ্রমণ করতে হয় এবং প্রবাসে, পরগৃহে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটা বিচিত্র নয়। বাসগৃহ এবং সাজসজ্জার ব্যাপারে তাঁর নানারকম পরিবর্তন ঘটে। কখনো সুরম্য প্রাসাদে—কখনো পর্ণকুটীরে বাস করতে হয়। কখনো বহুমূল্য সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে থাকেন আবার কখনো সামান্ত বেশ সাধারণভাবে থাকেন।

চতুর্থস্থ রাহ দুর্বল এবং পীড়িত হলে, তাঁর পারিবারিক জীবন অত্যন্ত দুঃখময় হয়, এবং এক জায়গায় স্থির হয়ে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

চতুর্থস্থ রাহ যদি শুক্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অল্পগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের ভ্রমণের দ্বারা অর্থোপার্জন হয়।

### কেতু চতুর্থে

এ যোগটিও চতুর্থস্থ মঙ্গলের মতোই অশুভ। জাতকের পরগৃহবাস অবশ্যসম্ভাবী। পিতামাতার সংশ্রবে এবং পারিবারিক ব্যাপারের সম্পর্কে জাতকের জীবনে নানারকম দুর্ঘটনা ঘটে। কোন রকম দৈব উৎপাতে অথবা চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা প্রভৃতিতে জাতকের পৈত্রিক অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। শেষ বয়সে জাতকের সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করা বিচিত্র নয়। কেতু বিশেষ পীড়িত হলে, জাতক মাতৃসত্ত্বে বঞ্চিত হতে পারেন। জাতকের বাসভূমি বা বাসগৃহ সম্বন্ধে নানারকম কষ্ট যায় এবং কোন দুর্গম বা বিপদসঙ্কুল স্থানে অথবা পোড়ো বা ভূতুড়ে বাড়ীতে তাঁকে বাস করতে হতে পারে। অনেক

সময় নীচ, স্লেচ্ছ বা চোর, ডাকাতি, গুণ্ডার সংশ্রবে বাস করাও বিচিত্র নয়। শেষ জীবনে জাতককে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হতে হয়, এবং তাঁর কোন রকম বন্ধনের মধ্যে থাকাও সম্ভব। অথবা নির্জনে আত্মীয়বন্ধুর সংশ্রববিহীন স্থানে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।

চতুর্থস্থ কেতু যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা এবং সহসা বহু অর্থলাভ হয়।

চতুর্থস্থ কেতু যদি শনি অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে শেষ জীবনে জাতকের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য হয় এবং তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। এই যোগে জাতকের কোন বিপদপাতে অকস্মাৎ মৃত্যুও হতে পারে।

• চতুর্থে কেতু থাকলে সাধারণতঃ মার তরফ থেকে অভাবনীয় দুঃখ এসে উপস্থিত হয়।

### প্রজ্ঞাপতি চতুর্থে

চতুর্থস্থ প্রজ্ঞাপতির একটা বিচ্ছেদমূলক প্রভাব আছে। জাতক এক পারিবারিকের মধ্যে বেশীদিন বাস করতে পারেন না সহসা তাঁর স্থান পরিবর্তন হয়ে থাকে। পারিবারিক ব্যাপারেও তাঁর নানারকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় এবং সহসা পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। অনেক সময় তিনি নিজের সমাজ বা পরিবার ত্যাগ কোরে অল্প সমাজের বা পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতামাতার সম্পর্কে তাঁর জীবনে অনেক অদ্ভুত এবং দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আসে—এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বসংশ্রব-বিচ্ছিন্ন হয়ে একক জীবনযাপন করতে পারেন—যদি কাজে না ঘটে ওঠে, তাহলে অন্ততঃ মনে মনে তিনি সকলের সঙ্গে সখক ছিন্ন কোরে ফেলেন। শেষ বয়সে তাঁর জীবনে সহসা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে এবং অনেক সময়

অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর অবনতি হয়। যদি আধ্যাত্মিকতার যোগ থাকে তাহলে সর্বস্ব ত্যাগ কোরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন।

চতুর্থস্থ প্রজাপতি যদি রবি অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক উচ্চপদ বা প্রতিষ্ঠা অথবা প্রশংসা পেতে পারেন—কিন্তু চতুর্থস্থ প্রজাপতি কখনই বেশী সামাজিক করে না।

এই প্রজাপতি যদি রবি অথবা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হয় তাহলে কোন দুঃসংসার ব্যাধি ( পক্ষাঘাত প্রভৃতি ) হতে পারে যাতে এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে—সহসা বা অপঘাতে মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।

### বরুণ চতুর্থে

পারিবারিক ব্যাপারে এত বিচিত্র ও অদ্ভুত অভিজ্ঞতার যোগ আর নেই। জাতকের পরিবার মধ্যে কোন গুপ্তরহস্য থাকতে পারে, অথবা জাতককে যে কোন কারণে হোক অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়। তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনা কঠিন এবং অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর পারিবারিক অবস্থা সব ওলট-পালট হয়ে যায়। বাসগৃহ সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় এবং অনেক সময় নিজের গৃহ থাকতেও পরগৃহে বাস করতে হয়। এক এক সময় জাতককে এক এক রকম আবেষ্টনের মধ্যে থাকতে হয়। এবং কোন না কোন সময়ে তাঁকে হাঁসপাতালে, আশ্রমে, দেবালয়ে বা এই ধরণের কোন প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। জীবনের শেষে হয় তাঁর বৈরাগ্য আসে, আর না হয়, কোনরকম পশু বা বন্ধনের মধ্যে জীবন

কাটে। কোন বিপজ্জনক স্থানে বা অদ্ভুত সঙ্গী বেষ্টিত হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

চতুর্থস্থ বরণ যদি রবি অথবা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের শারীরিক অথবা মানসিক কোন রকম পঙ্গুত্ব থাকা সম্ভব। কিন্তু যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে তাঁর মধ্যে কোন অসাধারণ দৈবী শক্তির বিকাশ হতে পারে।

চতুর্থস্থ বরণ যদি শনি, বুধ অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতককে শেষ বয়সে জড়পিণ্ডের মত থাকতে হয়। শুক্র অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক ধর্ম-জ্ঞান-বিবজ্জিত হন, এবং বিশেষ কোরে, মাদক এবং ইন্দ্রিয় সেবার দিকে তাঁর অতিরিক্ত ঝোঁক পৌঁছাতে পারে।

## পঞ্চম ভাব

### রবি শঙ্কমে

যদি পীড়িত না হয়, জাতকের কল্পনাশক্তি খুব প্রখর হয়, এবং তিনি সাধারণতঃ আনন্দপ্রিয় হয়ে থাকেন। প্রণয়ের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেয়ে থাকেন, এবং কলা বা শিল্পের ব্যাপারেও তাঁর আনন্দ-লাভ সম্ভব। তাঁর মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে, এবং এই উদ্ভাবনী শক্তির জন্ম তিনি গৌরব পেতে পারেন। জাতকের সন্তান সম্বন্ধে ফল খুব ভাল হয় না, এবং রবি বিশেষ অনুগৃহীত না হলে, প্রথম সন্তান দীর্ঘজীবী হয় না। অনেক সময়, প্রথম সন্তান গর্ভে বা স্তিকাগারেই নষ্ট হয়ে যায়। জাতককে উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে প্রায়ই লিপ্ত থাকতে হয়।

পঞ্চমস্থ রবি পীড়িত হলে, কোন রকম স্পেকুলেশন অথবা আমোদ-প্রমোদে ক্ষতি হয়, এবং নিজের অহমিকার জন্ম স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে অনেক কষ্ট আসে। শনি, মঙ্গল অথবা রাহুর দ্বারা পীড়িত হলে, সন্তান-হানি এবং তার জন্ম মনোকষ্ট অবশ্যস্বাভাবী, এবং জাতককে প্রায়ই আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে হয়।

পঞ্চমস্থ রবি যদি বৃহস্পতি, চন্দ্র অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের জীবন বেশ আনন্দে কাটে। তাঁর অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হয়।

### চন্দ্র পঞ্চমে

স্নেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে জাতকের নানারকম উদ্বেগ ও চিন্তা উপস্থিত হয়। জাতকের, অনেক সময়, একমাত্র পুত্র থাকে, এবং পুত্রের জন্ম উদ্বেগ ও আশঙ্কার অন্ত থাকে না। প্রণয়ের ব্যাপারে জাতকের শ্রায়ই একনিষ্ঠতা থাকে না, এবং সে সঙ্কে তাঁর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হওয়াও অসম্ভব নয়। আনন্দ-প্রমোদের দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকা সম্ভব।

পঞ্চমস্থ চন্দ্র শুভগ্রহের দ্বারা অন্তর্গৃহীত এবং বলবান্ হলে, জাতকের বহু সন্তান হয়ে থাকে, এবং স্নেহপ্ৰীতির ব্যাপারে তিনি বিশেষ আনন্দ পেয়ে থাকেন। বৃহস্পতি, মঙ্গল, বক্রণ অথবা রাহু বারা অন্তর্গৃহীত হলে, জাতকের সহসা অর্থ বা সম্পত্তি লাভ হওয়া সম্ভব, এবং প্রণয়ের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আনন্দ হয়ে থাকে। বৃষ, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অন্তর্গৃহীত হলে, জাতকের কল্পনাশক্তি ও মানসিকতা উচ্চ শ্রেণীর হয়, এবং শিল্প বা সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে।

পঞ্চমস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, স্নেহপ্ৰীতির ব্যাপারে জাতকের অনেক দুঃখ আসে, এবং তাঁর নৈতিক চরিত্র সব সময় বিস্তৃত থাকে না। বিশেষতঃ, চন্দ্র যদি মঙ্গল অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে নৈতিক অবনতির আশঙ্কা খুব বেশী থাকে।

### মঙ্গল পঞ্চমে

সন্তান সঙ্কে ভাল যোগ নয়। যদি না বৃহস্পতির দ্বারা বিশেষ অন্তর্গৃহীত হয়। জাতকের সন্তান নষ্ট হয়, এবং অনেক সময় একটিমাত্র পুত্র থাকে। জাতক হঠকারী হয়ে থাকেন, এবং হিসাব-জ্ঞান বা বিবেচনা কম হওয়ার জন্ম তাঁকে অনেক সময় আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে



হয়। জাতকের মধ্যে ব্যয়বাহুল্যের প্রবণতা থাকা সম্ভব, এবং প্রণয়ের ব্যাপারে অবিবেচনার জন্ম ঝগড়া ও অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। নিজের প্রবৃত্তি দমন করতে না পারার জন্ম তাঁর অনেক দুঃখ আসে, এবং বিলাস, ব্যসন, প্রভৃতিতে অর্থহানি ও বিপদের আশঙ্কা আছে।

পঞ্চমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, স্নেহ-প্রীতির ব্যাপার নিয়ে বা যৌন প্রেমের ব্যাপার নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ ও মনোকষ্ট সৃচিত হয়। তা ছাড়া, দূতক্রীড়া, ফাটকা, প্রভৃতির দিকে একটা প্রবল ঝোকও আসতে পারে।

পঞ্চমস্থ মঙ্গল যদি রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি, রাহু অথবা বরুণের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে অমিতাচার ও ব্যসনের জন্ম বহু দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং জাতকের নৈতিক বোধ কম হওয়া সম্ভব। প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে—প্রায়ই অপাত্রে অর্পিত অসঙ্গত প্রীতির জন্ম তাঁর দুঃখ ভোগ করতে হয়।

পঞ্চমস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা উদ্ভাবনী শক্তি দেয় বটে, কিন্তু জাতকের মধ্যে সংযম ও সঙ্গতি-জ্ঞানের কিছু না কিছু অভাব থাকেই, এবং তাঁর অপব্যয় ও রুথা ব্যয়ের প্রবণতা বিশেষ কমে না।

### সুখ সম্পর্কে

জাতকের মনোভাব প্রকাশ করবার বেশ শক্তি থাকে। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপার নিয়ে তাঁর মন খুব বেশী ব্যাপৃত থাকে, এবং সন্তানের সম্বন্ধে তাঁকে প্রায়ই চিন্তিত থাকতে হয়। জাতকের কল্পনাশক্তি খুব বেশী, কিন্তু তাঁর মধ্যে দৃঢ়তার অভাব এবং চাঞ্চল্য থাকা সম্ভব। খুব সহজে শেখবার এবং অনুকরণ করবার শক্তি তাঁর মধ্যে আছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা চিন্তা তাঁর মনে বরাবরই লেগে থাকে।

পঞ্চমস্থ সুখ যদি শনি অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে

জাতকের ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা এবং তা থেকে লাভ হওয়া সম্ভব। শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—তঁার মধ্যে বহু-সুখীনতা এবং কলা, শিল্প, সাহিত্য, প্রভৃতিতে কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

পঞ্চমস্থ বুধ পীড়িত হলে, মেহ-প্ৰীতির ব্যাপারে এবং সন্তানের জন্ম ক্রমাগত দুশ্চিন্তা ও অশান্তি ভোগ করতে হয়। মঙ্গল, রাহু বা প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে—প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে অপবাদ, এবং অনেক সময়, তা থেকে নামলা-মোকদমা বা অন্য কোন রকম প্রকাশ্য কেলেঙ্কারিও হতে পারে।

### বৃহস্পতি শপথমে

যদি পীড়িত না হয়, তাহলে খুব ভাল যোগ। জাতকের মানসিকতা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হয়, এবং নিজের জ্ঞানের দ্বারা প্রবৃত্তি সংযম করবার ক্ষমতা তাঁর থাকে। ঞ্ণয়ের এবং মেহ-প্ৰীতির ব্যাপার থেকে তাঁর লাভ হওয়া সম্ভব। তাঁর মধ্যে ভক্তি ও প্রেম প্রবল হলেও, তাঁর প্রকাশ কখনো বৈধ সীমা অতিক্রম করে না। কোন রকম স্পেকুলেশন বা নূতন ধরণের ব্যবসায়ে তাঁর বিশেষ ভাগ্যরুদ্ধি হওয়া সম্ভব। মনোমত সন্তান, এবং সন্তানের তরফ থেকে সুখও এর একটা ফল।

এই বৃহস্পতি যদি অনুগৃহীত হয়, বিশেষ কোরে যদি রবি, চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হন। মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, ফাটকায় বা লটারীতে হঠাৎ টাকা পাবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। পঞ্চমস্থ বৃহস্পতি চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, গ্রন্থকার হিসাবে খ্যাতি হওয়া সম্ভব।

পীড়িত হলে, পঞ্চমস্থ বৃহস্পতির শুভফল অনেক পরিমাণে কমে যায়।

বিশেষতঃ, চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের নানারকমে অর্থহানি, এবং দেহপীড়ার জন্ম মনোকষ্ট হয়ে থাকে ।

### শুক্র পক্ষণে

জাতকের কল্পনাশক্তি ও রসবোধ বেশ পরিণত হয়ে থাকে । অপরকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে যথেষ্ট আছে—কাজেই, অল্প অল্পকূল যোগ থাকলে, জাতক কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিক হতে পারেন । যৌন প্রেমের ব্যাপারে জাতকের অনেক স্মৃতিজনক অভিজ্ঞতা হতে পারে, এবং জাতকের বহু পুত্র বা কন্যা হওয়া সম্ভব, যদি শুক্র পীড়িত না হয় । স্পেকুলেশন বা অল্প কোন রকম দূতক্রীড়ায় তাঁর লাভ হওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে । পঞ্চমস্থ শুক্র জাতককে প্রায়ই আমোদপ্রিয় করে ।

পঞ্চমস্থ শুক্র অল্পগৃহীত হলে, স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে জাতক প্রায়ই আনন্দ পেয়ে থাকেন, এবং প্রণয়বটিত ব্যাপারে তাঁর অনেক সাফল্য হয় ।

পঞ্চমস্থ শুক্র পীড়িত হলে, যৌন প্রেমের ব্যাপারে অনেক দুঃখ আসে । প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে—প্রণয়ের সংশ্রবে নানা রকম রোমাঞ্চিক ব্যাপার, এবং তা থেকে অশান্তি ও ঝগড়া উপস্থিত হয় । চন্দ্র বা শনির দ্বারা—প্রণয়ের ব্যাপারে আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট । রাহু বা মঙ্গলের দ্বারা—অবৈধ প্রেম এবং তার জন্ম অশান্তি ।

### শনি পক্ষণে

স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে জাতকের মন খুব বেশী সাড়া দেয় না । তাঁর কল্পনা ব্যবহারিক জগতেই অভিব্যক্ত হয় । প্রণয়ের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে বিশেষ আবেগ কখনই প্রকাশ পায় না । প্রণয়ের ব্যাপারে হয় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন, না হয়, প্রণয়ের ব্যাপারে আশাভঙ্গ হয়ে, একটা

গভীর নৈরাশ্র তাঁর মনে চিরস্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করে। সন্তানাদির ব্যাপারেও পঞ্চমস্থ শনি নানারকম দুঃখ বা বাধাবিপ্লবের সৃষ্টি করে। চন্দ্র বা শুক্রের দ্বারা অহুগৃহীত না হলে, অনেক সময় জাতকের একটি মাত্র পুত্র থাকে। কোন রকম সাহসিক বা অভিনব কাজে জাতকের বিশেষ সুবিধা হয় না, কিন্তু সাধারণত গতানুগতিক কাজে, বা যে কাজে হঠাৎ বিশেষ লোকসানের ভয় নেই, এরকম কোন কাজে, জাতকের অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। জাতকের মধ্যে কূটবুদ্ধি থাকা সম্ভব।

পঞ্চমস্থ শনি পীড়িত হলে, স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে বিশেষ মনোকষ্ট, সন্তানজনিত দুঃশিন্তা এবং ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়।

পঞ্চমস্থ শনি অহুগৃহীত হলে, জাতক নিজের বিষয়-বুদ্ধির সাহায্যে বিশেষ উন্নতি করতে পারেন।

অহুগৃহীত হলেও, পঞ্চমস্থ শনি কিছু হৃদয়হীনতা ও সহানুভূতির অভাব দেয়ই।

### রাহু পঞ্চমে

স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে জাতকের আবেগ অতি প্রচণ্ড হয়ে থাকে। তাঁর ঈর্ষাও খুব প্রবল হয়। স্পেকুলেশনের দিকে, এবং যাতে অল্প সময়ের মধ্যে বেশী টাকা হয় এরকম কাজের দিকে তাঁর ঝোঁক থাকা সম্ভব। সন্তানের ব্যাপারে তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ আসে। পঞ্চমস্থ রাহু সন্তানের উৎপত্তিতে বাধা দেয় না, কিন্তু, তেমনি সন্তানহানিও করে। প্রণয়ের ব্যাপারেও আশাভঙ্গ, ঝগড়া ও কেলেঙ্কারির আশঙ্কা আছে। জাতকের কল্পনা প্রায়ই উদ্দাম হয়, এবং তাঁর কল্পনার মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হতে পারে। আবেগের প্রাবল্যের জন্ত, জাতকের মধ্যে হিষ্টিরিয়া বা নাড়ীমণ্ডলের অস্ত্র কোন রকম বিকার অভিব্যক্ত হতে পারে।

পঞ্চমস্থ রাহু পীড়িত হলে, জাতককে বাসনাসক্ত করে। জুয়া, ব্যভিচার এবং মাদকের দিকে আকর্ষণ, এবং সেজন্ত অর্থনাশ ও স্বাস্থ্যহানি হওয়াও অসম্ভব নয়—বিশেষতঃ, পীড়াকারক গ্রহের মধ্যে যদি মঙ্গল বা বরুণ থাকে, তাহলে প্রণয়ের ব্যাপারে জাতকের হিতাহিত বিবেচনার অভাব লক্ষিত হবেই।

পঞ্চমস্থ রাহু যদি বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক স্পেকুলেশনে অথবা জুয়ায় কি লটারিতে বথেষ্ট লাভ কোরে থাকেন।

### কেতু পঞ্চমে

হৃদয়ের ব্যাপারে জাতক একেবারে উদাসীন হয়ে থাকেন, অথবা তাঁর স্নেহপ্রীতি অপাত্রে অর্পিত হয়, এবং তা অস্থানে খাপছাড়াভাবে প্রকাশ পায়। জাতকের সম্ভান সম্বন্ধে ফল ভাল হয় না, তিনি অপুত্রক থাকতে পারেন। এরকম যোগে, অনেক ক্ষেত্রে জাতক পোস্তপুত্র গ্রহণ কোরে থাকেন। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে জাতকের অদ্ভুত দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং যৌন প্রেমের ব্যাপারে তাঁর আশাভঙ্গ ও সেজন্ত মর্শ্মান্তিক দুঃখ উপস্থিত হতে পারে, বিশেষতঃ পঞ্চমস্থ কেতু যদি শনি অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয়।

পঞ্চমস্থ কেতু যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জ্ঞানের দ্বারা জাতক বাসনা থেকে মুক্তি পেতে পারেন, এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ অসম্ভব নয়।

পঞ্চমস্থ কেতু পীড়িত হলে, আজীবন আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে হয়।

### প্রজ্ঞাপতি পঞ্চমে

প্রণয়ের ব্যাপারে জাতক খেয়ালী প্রকৃতির হয়ে থাকেন। তাঁর ধারণা সামাজিক রীতিনীতির বিরোধী হতে পারে। স্নেহের ব্যাপারে

জাতকের খামখেয়ালী হওয়া সম্ভব, এবং তিনি কখনই একনিষ্ঠ হন না। প্রেমের ব্যাপারে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সন্তানের সম্বন্ধে তাঁর শুভ ফল হয় না। হয় সন্তান বিনষ্ট হয়, না হয় সন্তানের জন্ম নানা রকম দুঃখ উপস্থিত হয়—এমন কি, সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদও হতে পারে। সন্তানের সংশ্বে নানা রকম বিচিত্র ঘটনা জাতকের জীবনে ঘটে। জাতকের মধ্যে কল্পনার মৌলিকতা বা অভিনবত্ব থাকা সম্ভব।

পঞ্চমস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, যৌন মিলনের ব্যাপারে বৈচিত্র্য ও অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেতে পারে। স্পেকুলেশনে বা জুয়ায় তাঁর ক্ষতি হওয়া সম্ভব, এবং সন্তানের ব্যাপারে কোনরকম অপবাদ বা কেলেঙ্কারিও হতে পারে।

পঞ্চমস্থ প্রজাপতি যদি রবি, বুধ অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অহুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের মানসিকতা উচ্চ শ্রেণীর হয়ে থাকে, এবং নিজের শক্তিতে জাতক উন্নতি কোরে থাকেন। চন্দ্র, শুক্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অহুগৃহীত হলে—ফাটকায়, জুয়ায় বা লটারিতে সহসা লাভ হওয়া সম্ভব।

### বরুণ শ্রবণে

হৃদয়ের ব্যাপারে জাতকের অদৃঢ় খেয়াল থাকা সম্ভব। যৌন শ্রবণের সম্পর্কে তাঁর জীবনে অদৃঢ়, অসাধারণ ও রোমাঞ্চিক ঘটনা ঘটে থাকে। সন্তানের ব্যাপারেও অনেক সময় তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। জাতকের পুত্র মোটে না হতে পারে, এবং সেজন্ম তিনি পোস্তপুত্র গ্রহণ করতে পারেন, অথবা তাঁর বহু সন্তান হয়, এবং সন্তানদের মধ্যে অনেকের শারীরিক বা মানসিক পঙ্গুত্বের জন্ম তাঁর দুশ্চিন্তা ও ঝগড়া উপস্থিত হয়। অবৈধ শ্রবণ এবং তার জন্ম ঝগড়া বা কেলেঙ্কারিও এ যোগের একটা ফল। মাদক, স্ত্রীলোক অথবা জুয়ার দিকে জাতকের অস্বাভাবিক আকর্ষণ

থাকতে পারে, বিশেষতঃ বরুণ যদি মঙ্গল বা রাহুর দ্বারা পীড়িত হয়। পঞ্চমস্থ বরুণ যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে প্রণয়ের ব্যাপারে জাতকের আদর্শ খুব বেশী উচ্চ হয়ে থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে জাতক অনেক সময় platonic loveএর পক্ষপাতী হয়ে থাকেন। তাঁর চরিত্র অসাধারণ রকম পবিত্র হয়ে থাকে। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে— জাতক বিশেষ সংযমী হয়ে থাকেন।

পঞ্চমস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকের অস্বাভাবিক বুদ্ধি ও অস্বাভাবিক ক্রটির জন্ম দুঃখভোগ করতে হবেই।

## যষ্ঠ ভাব

### রবি ষষ্ঠে

জাতকের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব অনুকূল নয়। স্বাস্থ্যের জন্ম জাতককে প্রায়ই চিন্তিত থাকতে হয়—কিন্তু তিনি, যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন কোরে, স্বাস্থ্য প্রায়ই ভাল রাখতে পারেন। জাতক সাধারণতঃ পরিশ্রমী হয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর যোগ্যতার স্ক্রুণের উপযোগী সুযোগ পাওয়া কঠিন। তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের পথে অনেক বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। জাতক যদি কাজের খাতিরেই কাজ করেন, তাহলে শাস্তি পেতে পারেন—নতুবা, তাঁকে অনেক অশাস্তি ও ঝগড়াট ভোগ করতে হয়। জাতক নিজের চেয়ে অপরের কাজ ভাল করতে পারেন, এবং অপরের অধীনে কাজ কোরে তাঁর কিছু লাভ হওয়াও সম্ভব। পিতৃপক্ষ থেকে শত্রুতা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধও এই যোগের একটি ফল।

এই রবি যদি অমুগ্ধীত হয়, তাহলে জাতক অনেক বাধাবিঘ্নের পর কিঞ্চিৎ বেশী বয়সে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন—কিন্তু, সম্মান-প্রতিষ্ঠা স্থায়ী করবার জন্ম তাঁকে বরাবর পরিশ্রম করতে হয়। ষষ্ঠস্থ রবি অমুগ্ধীত হলে, জাতকের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি প্রায়ই ভাল হয়।

ষষ্ঠস্থ রবি পীড়িত হলে, জাতকের স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়—তাঁর কোন স্থায়ী রোগ থাকা সম্ভব। তাঁর বংশগত কোন রোগ থাকাও অসম্ভব নয়। তাঁর জীবনীশক্তি খুব বেশী হয় না। শিশু:পীড়ার বা চক্ষু-পীড়ার প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকতে পারে।

ষষ্ঠস্থ রবি আহাৰ-বিহারে উচ্চ রুচি দেয়।



### চন্দ্র ষষ্ঠে

স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল যোগ নয়। নানা কারণে জাতকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। শ্লেষ্মা-পীড়া, পাকস্থলীর বৈকল্য এবং দন্তরোগের প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকার গুণই সম্ভাবনা। এই যোগ সঞ্চিত জীবনী-শক্তির বিরোধী। জাতক জীবনে বিশেষ স্বাস্থ্যসুখ কখনই ভোগ করতে পারেন না। কর্মের ব্যাপারেও জাতকের অনেকরকম পরিবর্তন ঘটে— ইচ্ছা কোরেই হোক কি বাধা হয়েই হোক, তাঁকে কর্ম পরিবর্তন করতে হয়। এক কর্মে এক ভাবে লেগে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। দুঃস্থ কর্মের চেয়ে সহজসাধ্য কর্মের দিকে জাতকের ঝোঁক বেশী। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটা অসম্ভব নয়। সাধারণের সংশ্রবে কোন কাজে তিনি লিপ্ত হতে পারেন, অন্ততঃ ঐ রকমের কাজের দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক থাকেই। কিন্তু, এই যোগ স্বাধীন জীবিকার চেয়ে চাকরির বেশী অনুকূল। অপরের অধীনে কোন লঘু কাজ পেলে জাতক মোটের উপর স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন।

ষষ্ঠস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, স্বাধ্যহীনতার জন্য জাতককে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে নানা রকম ঝগড়া আসে, এবং অনেক সময়ে সম্পত্তি নষ্ট হয়। জাতকের আজীবন কোন না কোন ঝগড়া লেগে থাকেই।

ষষ্ঠস্থ চন্দ্র অহুগ্ৰহীত হলে, জাতকের রোগভোগ কিছু কম হতে পারে, কিন্তু মোটের উপর স্বাস্থ্য বড় বেশী ভাল যায় না।

চন্দ্র ষষ্ঠস্থ হলে, আহার-বিহার সম্বন্ধে জাতকের রুচির স্থিরতা থাকে না। এক এক সময়ে জাতকের রুচি এক এক রকম হয়। সাধারণত জলীয় পদার্থ ও মিষ্ট দ্রব্যের দিকে তাঁর আকর্ষণ থাকা সম্ভব।

## মঙ্গল ষষ্ঠে

হঠকারিতা অথবা অত্যাচারের জন্ম জাতকের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। পতনাদিতে কোন রকম আঘাত লাগাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। সাধারণতঃ প্রদাহমূলক কোনরকম ব্যাধির প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকা সম্ভব। জাতকের কাজে কয়েক শক্তির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, এবং তাঁর দৈহিক শক্তিও বেশী হওয়া অসম্ভব নয়, ( ষষ্ঠস্থ মঙ্গল অনেক সময় দৃঢ় পেশীবহুল দেহদান করে )—কিন্তু, অত্যাচারের জন্ম জাতকের জীবনী-শক্তির ক্ষয় হতে পারে। জাতক প্রায়ই কস্মঠ এবং কস্মপ্রিয় হয়ে থাকেন। সাহসিক এবং দুঃসাধ্য কর্মের দিকে তাঁর ঝোঁক থাকে। তাঁর ভৃত্য-ভাগ্য বড় ভাল হয় না, এবং ভৃত্য বা অধীনস্থ কর্মচারীর জন্ম তাঁকে অনেক ঝগড়াটো পোহাতে হয়। তা ছাড়া, অস্ত্রের অধীনে কর্ম করলেও, তাঁর পক্ষে খুব সুর্যবধা হয় না, কেন না, অপরের জন্মও তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম কোরে থাকেন, কিন্তু তার অনুপাতে পারিশ্রমিক পান না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর কোন কঠিন ব্যাধি হওয়া অসম্ভব নয়।

ষষ্ঠস্থ মঙ্গল আহারে তীব্র ও তীক্ষ্ণ দ্রব্যের পক্ষপাতী। জলীয় পদার্থের চেয়ে শুষ্ক পদার্থে এবং নিষ্কের চেয়ে রুক্ষ জাতকের রুচি বেশী। নিরামিষের চেয়ে আমিষই তাঁর বেশী প্রিয়।

ষষ্ঠস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, হঠকারিতার জন্ম যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার সৃষ্টি করে। চন্দ্র বা শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে, জননেত্রির পীড়া। রবি বা বৃহস্পতির দ্বারা—প্রদাহ-মূলক পীড়া। বক্রণের দ্বারা—সংক্রামক পীড়া। প্রজাপতির দ্বারা—আঘাত, রক্তপাত, প্রভৃতি দুর্ঘটনা। শনির দ্বারা—অঙ্গচ্ছেদ বা অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা।

ষষ্ঠস্থ মঙ্গল অম্লগৃহীত হলে, প্রচুর কস্মশক্তি দেয়।

### বুধ মেষে

জাতকের মানসিক কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। আহারে বিহারে তাঁর একটা খুঁতখুঁতে ভাব বা নানারকম বিচিত্র খেয়াল থাকা সম্ভব। জাতক প্রায়ই অজীর্ণরোগী বা বায়ুগ্রস্ত হয়ে থাকেন। অথবা শরীরে কোন রকম বিষ জন্মানোর জন্মও ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া তাঁর অসম্ভব নয়। স্বাধীনভাবে কাজ করার চেয়ে, পরের অধীনে এবং অপরের নির্দেশে কাজ করতে তিনি বেশী পটু। কেরাণীর কাজ, কারিগরের কাজ, টাইপিষ্ট, স্টেনোগ্রাফার, প্রভৃতির কাজের তিনি বেশ যোগ্য। চাকর-বাকরের জন্ম তাঁকে প্রায়ই চিন্তিত থাকতে হয়, এবং স্বাস্থ্যের জন্মও কম-বেশী চিন্তা তাঁর থাকেই। চিঠি পত্রের ব্যাপার বা লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়ে তাঁর কোন রকম উদ্বেগ বা অশান্তি আসতে পারে। ভগ্নী অথবা ভগ্নীপতির জন্মও তাঁর জীবনে কোনরকম দুঃখ আসা অসম্ভব নয়।

ষষ্ঠস্থ বুধ অন্তর্গৃহীত হলে, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু বেশী শুভ কিছু দিতে পারে না।

ষষ্ঠস্থ বুধ পীড়িত হলে, অত্যন্ত অশুভ ফল দেয়। প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের নাড়ীমণ্ডলের কোন দুরারোগ্য পীড়া হতে পারে। বক্রণের দ্বারা—মাদকাসক্তি বা ইন্দ্রিয়পরতা, এবং তার জন্ম নাড়ীমণ্ডলের বিকার। মঙ্গলের দ্বারা—উন্মাদ রোগের আশঙ্কা। শনির দ্বারা—অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও বিষাদখিন্নতা। রাহুর দ্বারা—উৎপীড়ন বা অভাবের জন্ম বায়ুরোগ।

ষষ্ঠস্থ বুধ মোটের উপর ভাল যোগ নয়।

### বৃহস্পতি মেষে

পীড়িত না হলে, সুন্দর স্বাস্থ্য নির্দেশ করে। জাতকের জীবনে শারীরিক কষ্ট খুব কমই হয়, এবং যখনই কোনরকম শারীরিক অসুস্থতা হয়, জাতক

ভাল সেবা-শুশ্রূষায় শীঘ্রই আরোগ্য-লাভ কোরে থাকেন। শারীরিক অস্বাস্থ্য থেকে, প্রত্যক্ষভাবেই হোক, পরোক্ষভাবেই হোক, তাঁর কিছু লাভ হওয়া সম্ভব। জাতক কর্মপটু হয়ে থাকেন, এবং তাঁর কর্ম মনোমত হওয়া সম্ভব। অধীনস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁর যথেষ্ট উপকার হয়ে থাকে— তাঁর ভৃত্য ও কর্মচারী প্রায়ই বিশ্বস্ত এবং অল্পগত হয়ে থাকে। তিনি যদি কারো অধীনে কর্ম করেন, তাহলে প্রভুর দ্বারাও তিনি যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন, এবং প্রভুর বিশ্বাসের পাত্র হয়ে, তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও অর্থ লাভ হতে পারে।

ষষ্ঠস্থ বৃহস্পতি জাতকে ভোগী প্রকৃতির লোক করে, কিন্তু আহার-বিহারে তাঁর রূচি কখনই কদর্য্য হয় না। আহারে তিনি আনিষ্যপ্রিয় হন, এবং অন্নমধুর রস তাঁর ভাল লাগে। খুব শুষ্ক অথবা খুব জলীয় এ দুয়ের কোনটাই তিনি পছন্দ করেন না, তেমনি খুব বেশী মসলা অথবা একেবারে মসলা-বর্জিত এও তাঁর ভাণ লাগে না। তাঁর পছন্দ মাঝামাঝিকে আশ্রয় কোরেই অভিব্যক্ত হয়।

ষষ্ঠস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, যকৃতের দোষ এবং অজীর্ণতা ও ক্ষয়-রোগের প্রবণতা নিয়ে আসে। বৃহস্পতি অতিরিক্ত পীড়িত হলে, অপরিমিত ভোগ ও বাসনাসক্তিতে জাতকের স্বাস্থ্য নষ্ট ও জীবনীশক্তির হ্রাস হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে—যকৃতের দোষ ও আমাশয় রোগ। চন্দ্র ও শনির দ্বারা—ক্ষয়রোগ, গ্রহণী অথবা বহুমূত্র রোগ। শুক্রের দ্বারা—রক্তে চাপাধিক্য। রবির দ্বারা—সন্ধ্যাস রোগের আশঙ্কা।

ষষ্ঠস্থ বৃহস্পতি অল্পগৃহীত হলে, অস্বাভাবিক স্বাস্থ্য এবং প্রচুর জীবনী শক্তি দান করে। আধ্যাত্মিকতা বা জ্ঞানের দ্বারা জাতকের উন্নতি হওয়া সম্ভব। এরকম যোগে অনেক সময় জাতক প্রভুর কাছ থেকে নানারকমে অর্থলাভ কোরে থাকেন।

### শুক্র যন্ত্রে

স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল যোগ। জাতকের দেহ বেশ সুস্থ ও কর্মক্ষম হয়ে থাকে, এবং কর্ম তাঁর পক্ষে আনন্দের ব্যাপার হয়ে ওঠে। কাজ করতে তিনি কখনই নারাজ নন, ও তিনি বেশ কৌশলের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। জাতক খুব অধ্যবসায়ী বা কঠোর পরিশ্রমী হন না বটে, কিন্তু যে কাজ তিনি করেন তাতে যথেষ্ট আনন্দ পান বলে, কাজে লেগে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয় না। জাতকের শারীরিক অস্থিতা হলে, শুশ্রূষা ও চিকিৎসা খুব ভাল হয়, এবং তাতে অনেক সময় স্বাস্থ্য আগেকার চেয়েও ভাল হয়ে ওঠে। জাতকের অনেক বিশ্বস্ত ও অল্পরক্ত কর্মচারী বা ভৃত্য থাকা সম্ভব, এবং তিনি যদি কারো অধীনে কর্ম করেন, তাহলে তাঁর প্রভুর প্রীতি অর্জন করতে পারেন। আহারে বিহারে জাতক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্যের পক্ষপাতী। আহারে তিনি অল্প মধুরের পক্ষপাতী, এবং খুব মসলাযুক্ত খাওয়া তাঁর ভাল লাগে।

যষ্ঠস্থ শুক্র যদি খুব বেশী পীড়িত হয়, তাহলে অমিতাচার ও অতিরিক্ত আমোদ-প্রিয়তার জন্য শারীরিক অস্বাস্থ্য নির্দেশ করে। যষ্ঠস্থ শুক্র পীড়িত হলে, জীলোক ঘটিত ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ বা মনোকষ্ট সূচনা করে।

### শনি যন্ত্রে

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অশুভ যোগ। জাতক পূর্ণ স্বাস্থ্যসুখ কখনই ভোগ করতে পারেন না, এবং অনেক সময় এমন সব ব্যাপারের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য-হানি ঘটে, যার উপর তাঁর নিজের কোন হাত নেই। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অল্লাহার, অনাহার, বদম-ভোজন, প্রভৃতি তাঁর স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য তাঁর উদ্বেগ ও ছুশিষ্টা থাকা সম্ভব, এবং এজন্য তাঁর মনোকষ্ট, আশাভঙ্গ ও উন্নতির বাধা হওয়া

অসম্ভব নয়। জাতকের কর্ম প্রায়ই নিজের মনোমত হয় না, এবং অনেক সময় তিনি কঠোর পরিশ্রম কোরেও আশানুরূপ ফল পান না। কর্মচারী ও ভৃত্যের তরফ থেকে তাঁর অনেক দুঃখ আসে, এবং অপরের অধীনে যদি তিনি কাজ করেন, তাহলে যতই পরিশ্রম করুন প্রভুর প্রিয়-পাত্র হতে পারেন না। জাতকের কোন স্থায়ী রোগ জন্মানো সম্ভব— স্লেণ্ডা, বাত, প্রভৃতি রোগের প্রবণতা তাঁর মধ্যে আছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমেও তাঁর কোন রোগ জন্মাতে পারে। জাতক প্রায়ই সাদাসিধা আহার্যের পক্ষপাতী। তিক্তরস তাঁর ভাল লাগে, এবং মসলা বিহীন খাদ্য ও ফলমূল তাঁর প্রিয়। আমিষের চেয়ে নিরামিষ তিনি ভাল বাসেন।

যষ্ঠস্থ শনি যদি অনুরূহীত হয়, তাহলে সংযম, নিতাচার, উপবাস, ঐহৃতি দ্বারা জাতক কোনমতে নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারেন।

যষ্ঠস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতক চিরকল্প হয়ে থাকেন, এবং রোগের যন্ত্রণা ও মানসিক দুঃস্থিত্য তাঁর জীবন বিঘনয় হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ যষ্ঠস্থ শনি যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে তা বিশেষ দুর্ভাগ্য যোগ বলে মনে করতে হবে।

## ব্রাহ্ম মতে

অত্যাচার, অনিয়ম ও অবহেলায় শারীরিক অস্বাস্থ্য নির্দেশ করে। আহার বিহারেই হোক, কাজ-কর্মেই হোক, জাতকের নিয়ম বা শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকে না। তাঁর কাজকর্মের অনেক রকম পরিবর্তন হয়, এবং কর্মের মধ্যে শৃঙ্খলা নিয়ে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর নিজের দোষেই হোক, বা পারিপার্শ্বিকের জন্তই হোক, তাঁর কাজের মধ্যে একটা না একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হবেই। তাঁর ভৃত্য ও কর্মচারীর মধ্যে চোর, প্রতারক বা বিশ্বাসঘাতক থাকা সম্ভব; এবং তিনি যদি কারো অধীনে

কর্ম করেন, তাহলে প্রভুর দ্বারা প্রতারণিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। আহারে বিহারে তাঁর রুচি খুব ভাল নয়, তিনি গুরুভোজনের পক্ষপাতী, এবং তীব্র, তীক্ষ্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য তাঁর ভাল লাগে। গুরুপাক দ্রব্য আহারের জন্ম এবং রাত-জাগা, বৃষ্টিতে ভেজা প্রভৃতি কারণে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। শরীরে বিষ-প্রবেশের জন্মও তাঁর পীড়া হওয়া অসম্ভব নয়। অম্ন-পীড়া, কুমিজ রোগ এবং সংক্রামক পীড়া সম্বন্ধে তাঁর খুব সতর্ক থাকা উচিত।

যষ্ঠস্থ রাহু পীড়িত হলে, নানারকম কঠিন পীড়া দেয়। রবি দ্বারা পীড়িত হলে—সর্পাঘাত বা বিষ-প্রবেশের আশঙ্কা। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে—কুমি-বিকার, টাইফয়েড, প্রভৃতি। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে—রক্তমাশর, দুষ্ট ক্ষতাদি। বুধের দ্বারা পীড়িত হলে—সান্নিপাত, টাইফয়েড, নাড়ীমণ্ডলের বিকার। বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত হলে—অজীর্ণ, গ্রহণী, প্রভৃতি। শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে—জননেদ্রিয়ের বা মূত্রাশয়ের রোগ।

ষষ্ঠস্থ রাহু অগ্রগৃহীত হলে, শারীরিক অস্বাস্থ্য কিছু কমে বটে, কিন্তু বিশেষ শুভ কিছু হয় না। জাতক বহুভোজী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে থাকেন, এবং তা থেকে কিছু না কিছু অশান্তি উপস্থিত হয়ই।

### কেতু মশ্রে

স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল যোগ নয়। জাতকের শরীর প্রায়ই দুর্বল হয়, এবং তাঁর বংশগত কোন দুারোগ্য ব্যাধি থাকার আশঙ্কা নয়। জাতকের কোন জটিল ব্যাধি হতে পারে যা চিকিৎসক নির্ণয় করতে পারেন না। রোগের দ্বারা তাঁর পক্ষুণ্ড আসতে পারে। অবদমিত বাসনা থেকে কোন দুারোগ্য রোগের উৎপত্তি হওয়াও অসম্ভব নয়।

কাজকর্মে তাঁর বহুবিধ উপস্থিত হতে পারে, এবং অনেক সময় তাঁকে বাধ্য হয়ে অলস জীবন যাপন করতে হয়। ভৃত্য, কর্মচারী ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের জ্ঞাতকৈর অনেক ঝগড়া আসা সম্ভব, এবং তাদের দ্বারা সময়ে সময়ে বিশেষ শত্রুতা হয়ে থাকে। নিজে কারো অধীনস্থ হলে, প্রভুর সঙ্গে সন্ধ্যা থাকে না। আহার-বিহারে জ্ঞাতকৈর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু রুচি-অরুচি থাকে না। তিনি সংযমেরই বেশী পক্ষপাতী। অনেক সময়, তাঁকে বাধ্য হয়ে উপবাস করতে হয়। অভাব ও উপবাসে তাঁর স্বাস্থ্য-হানিও হতে পারে। কোন রকম আঘাত লেগে বা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার তাঁর কোন অঙ্গহানি বা ইঞ্জিরবিকার ঘটা বিচিত্র নয়।

যষ্ঠস্থ কেতু পীড়িত হলে, জ্ঞাতকৈর কোন না কোন সময় পশুস্থ আসবেই। এবং অভাব, উপবাস, আশাভঙ্গ, প্রভৃতির জ্ঞাত কোন জটিল বা দুরারোগ্য রোগ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

যষ্ঠস্থ কেতু অহুগৃহীত হলে, জ্ঞাতকৈর আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে, এবং ঘরে বসে কোন কাজ করতে পারলে, তিনি উন্নতি করতে পারেন। বাইরে ঘোরাঘুরি করা তাঁর প্রকৃতির বা দেহের অহুকুল নয়।

যষ্ঠস্থ কেতু ভোগের বিরোধী।

### প্রজ্ঞাপতি মঠে

প্রাণের প্রাচুর্যের জ্ঞাত হঠকারিতা এবং ধামধেয়ালী ভাব দেয়। জ্ঞাতকৈর কর্মশক্তি খুব বেশী হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে ধৈর্য বা অধ্যবসায় না থাকায়, তাঁকে প্রায়ই কর্ম পরিবর্তন করতে হয়। নাড়ীমণ্ডলের বিকারের জ্ঞাতকৈর স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে, এবং কোন রকম দুর্ঘটনার আঘাত-প্রাপ্তির আশঙ্কাও আছে। অত্যধিক পরিশ্রম তাঁর পীড়ার কারণ হওয়া অসম্ভব নয়। জ্ঞাতক স্বাধীনভাবে কাজ করতে ভালবাসেন,



সেইজ্ঞান চাকরি করা তাঁর পোষায় না, চাকরি হলেও, তা কখনই স্থায়ী হয় না। আহারে বিহারে তাঁর বিচিত্র রুচির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। খাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর কতকগুলি অসাধারণ প্রবৃত্তি ও খেয়াল লক্ষিত হওয়া সম্ভব, যা অপরে পাগলামি বা বাড়াবাড়ি বলে মনে করতে পারে। কর্মচারী বা ভৃত্যের ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

ষষ্ঠস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতক দুরারোগ্য রোগে কষ্ট পান, এবং সে রোগ সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা প্রায়ই ভাল হয় না। তাঁর বহু কর্ম-পরিবর্তনও হয়ে থাকে।

ষষ্ঠস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতকের অসাধারণ কর্মক্ষমতা থাকে, এবং অনেক দুষ্কর কাজ তিনি অবলীলাক্রমে করতে পারেন।

### বরুণ মশে

জাতকের স্বাস্থ্য হয় অস্বাভাবিক রকম ভাল, না হয় অস্বাভাবিক রকম খারাপ হয়। ষষ্ঠস্থ বরুণ যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক সহজে পীড়িত হন না, কিম্বা পীড়িত হলেও তাঁর কর্মশক্তি কমে না। অনাহার, অবহেলা, অত্যাচার কিছুতেই তাঁকে সহজে কাবু করতে পারে না। তাঁর মধ্যে কোন অসাধারণ শক্তি থাকা সম্ভব এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হলে, কোন দিব্য ক্ষমতার স্ফূরণও হতে পারে। জাতকের যদিই স্বাস্থ্য-হানি হয়, তা হলে অদ্ভুত বা দৈব উপায়ে তা আরোগ্য হয়। ভৃত্য ও কর্মচারীর ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে, এবং তাঁর নিজের কাজ-কর্মের মধ্যেও কোনরকম অসাধারণত্ব থাকে। আহারে বিহারে তাঁর অদ্ভুত রুচি প্রকাশ পেতে পারে—তিনি হয়ত শুধু দুধ খেয়ে, না হয় শুধু ফলমূল খেয়ে থাকতে পারেন—কিম্বা তাঁর হয়ত খাড়াখাড়া কোন বিচারই থাকে না।

যষ্ঠস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকে অক্ষম ও পঙ্গু কোরে তোলে । তাঁর মধ্যে সংক্রামক রোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব, এবং জাতকের রোগ প্রায়ই চিকিৎসকের আয়ত্তের বাইরে থাকে । এই যোগে জাতক অনেক সময় মাদকের বশীভূত হয়ে বিশেষ কষ্ট পান ।

যষ্ঠস্থ বরুণ অহুগ্ৰহীত হলে, জাতকের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি অসাধারণ হয়ে থাকে ।

## সপ্তম ভাব

### রবি সপ্তমে

জাতকের উচ্চকূলে বা বনেদী বংশে বিবাহ হতে পারে, কিন্তু স্ত্রী একটু গর্বিত প্রকৃতির হওয়া সম্ভব, এবং সেজন্য স্ত্রীর সঙ্গে খুব ভালরকম বনিবনাও না হতে পারে। রবি বিশেষ পীড়িত হলে, জাতকের স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদও হতে পারে। তাঁর বিবাহ একটু বেশী বয়সে হওয়া সম্ভব, যদি না চন্দ্র, শুক্র বা বৃহস্পতির দ্বারা রবি অহুগৃহীত হয়। জাতকের মধ্যে প্রায়ই একনিষ্ঠতা দেখা যায়, এবং ব্যবসায়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও গোঁরব লাভের সম্ভাবনা আছে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে জাতকের শত্রুতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে, কিন্তু তাঁর শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায়ই উদার প্রকৃতির লোক হয়ে থাকেন, এবং অনেক সময় বিবাদ আপোষে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। রবি যদি পীড়িত না হয়, তাহলে বিবাদ-বিসম্বাদে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সম্মানবৃদ্ধি হতে পারে।

সপ্তমস্থ রবি অহুগৃহীত হলে, জাতক একনিষ্ঠ ও সাধুপ্রকৃতির লোক হন, এবং তাঁর বন্ধুত্ব ও দাম্পত্যসুখ স্থায়ী হয়। চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র বা শনি দ্বারা অহুগৃহীত রবি সপ্তমে থাকলে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি হুচনা করে। এই যোগ অংশীদারীর বিশেষ অহুকূল।

সপ্তমস্থ রবি পীড়িত হলে, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ, বিবাদে পরাজয়, প্রভৃতি নির্দেশ করে। এই যোগে ব্যবসায়ে ক্ষতি ও প্রতিষ্ঠাহানি, এবং অংশীর দ্বারা শত্রুতা হতে পারে।

## চন্দ্র সপ্তমে

দাম্পত্যজীবনে নানারকম অভিজ্ঞতার সূচক। যোগটি মোটের উপর ভাল নয়। এই যোগে প্রায়ই জ্বীলোকের সঙ্গে শত্রুতা হয়, এবং জাতকের জ্বীর স্নেহ বা প্রীতি দৃঢ় বা স্থায়ী হয় না। জাতকের নিজেরও একনিষ্ঠতা প্রায় থাকে না, এবং তাঁর স্থায়ী বন্ধুত্ব খুব কম লোকের সঙ্গেই হয়। জাতকের অল্পবয়সে বিবাহ হওয়া সম্ভব, যদি না চন্দ্র বিশেষ পীড়িত হয়। বিবাদ-বিসম্বাদে বা মামলা-মোকদ্দমায় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, এবং সামান্য লোকের দ্বারাও তাঁর শত্রুতা হওয়া সম্ভব। বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁর খ্যাতি অথবা অখ্যাতি হতে পারে। কারো সঙ্গে অংশীদারীতে কাজ করা তাঁর উচিত নয়, কেন না, অংশীর জন্ম অশান্তি ও উদ্বেগ এ যোগের একটা ফল। মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কারো সঙ্গেও জাতকের বিবাদ হতে পারে।

সপ্তমস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, বিবাহে বাধা, জ্বীর জন্ম দুশ্চিন্তা, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি, বিবাদে উদ্বেগ ও ক্ষতি, প্রভৃতি অশুভ ফল সূচনা করে। জাতকের বিবাহিত জীবনে অনেক দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, এবং জ্বীবিয়োগ হওয়াও বিচিত্র নয়।

সপ্তমস্থ চন্দ্র অহুগৃহীত হলে ( বিশেষতঃ বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অহুগৃহীত হলে ), বিবাহিত জীবনে বিশেষ অসুখের কারণ থাকে না, কিন্তু তবুও সময়ে সময়ে জ্বীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। সপ্তমস্থ চন্দ্র অহুগৃহীত হলেও, স্থায়ী মিলনের অহুকূল নয়। বিবাদ-বিসম্বাদে পরিণামে জয় হলেও, জাতকের দুশ্চিন্তা ও অর্থব্যয় কম হয় না।

সপ্তমস্থ চন্দ্রের উপর শনির যোগ, দৃষ্টি বা প্রেক্ষা থাকলে, বিবাহে বিলম্ব এবং জ্বীর বয়স বেশী হওয়া সম্ভব।

### মঙ্গল সপ্তমে

দাম্পত্য জীবনের পক্ষে মোটেই অনুকূল যোগ নয়। জাতকের স্ত্রীর সঙ্গে কলহ অথবা স্ত্রীর মৃত্যু হতে পারে। স্ত্রী প্রায়ই প্রচণ্ডস্বভাবা হয়ে থাকেন, এবং স্ত্রীর সহসা মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। জাতক নিজেও একটু খিটখিটে বা ঝগড়াটে হতে পারেন, এবং অনেক সময় সামান্য কারণে লোকের গায়ে পড়ে ঝগড়া করেন। কারো সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা হলে, শেষে তা প্রায়ই শত্রুতায় পরিণত হয়। অংশীদারীর পক্ষেও এ যোগ অনুকূল নয়, কারো সহযোগে কাজ করা জাতকের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। জাতকের বিবাদ-বিসম্বাদ সহজে মেটে না, এবং কারো সঙ্গে শত্রুতা হলে, তা বন্ধমূল হয়ে পড়ে। তাঁর শত্রুরা প্রায়ই প্রচণ্ড হয়, এবং তারা প্রকাশ্যে তাঁর বিশেষ ক্ষতি করবার চেষ্টা করে।

সপ্তমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, জাতকের স্ত্রীবিরোগ অবশ্যম্ভাবী, এবং তাঁর দাম্পত্য জীবনে কখনই সুখ হয় না। বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁর নানারকমে ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এই মঙ্গল যদি রাহু দ্বারা বা বরুণের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের দাম্পত্য জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

সপ্তমস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলেও, বিশেষ শুভ কিছু করতে পারে না, তবে জাতকের স্ত্রীবিরোগের আশঙ্কা দূর হয়, এবং বিবাদে জয়লাভের আশা থাকে।

### স্বপ্ন সপ্তমে

বিবাদ বিসম্বাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ঝগড়া ও অশান্তির সৃষ্টি করে। মামলা-মোকদ্দমা যদি একবার সুরু হয়, তাহলে বাজে চিঠি-পত্র, লেখা-পড়া, ইত্যাদি নিয়ে আদালত-ঘর করার আর অন্ত থাকে না। কাগজে পত্রের এ-নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। নিযুক্ত উকীল-মোক্তারের অপটুতা বা অব-

হেলার জন্ম ও জাতকের অনেক বন্ধাট ও অশান্তি আসতে পারে। মোট কথা, বৃধ যদি বিশেষ বলবান এবং বৃহস্পতি ও শনির দ্বারা বিশেষ অনুগ্রহীত না হয়, তাহলে জাতকের কোন মামলা-মোকদ্দমায় লিপ্ত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বিবাহের ব্যাপারেও জাতকের অনেক কথা কাটাকাটি এবং লেখালেখি চলতে পারে, এবং অনেক সময় কোন মধ্যস্থের সাহায্যে তাঁর বিবাহ হয়ে থাকে। জাতকের কোন কুটুম্বের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে। তাঁর স্ত্রী চতুরা ও বুদ্ধিমতী হয়ে থাকেন, কিন্তু একটু চঞ্চল ও সরল-প্রকৃতির হওয়ার জন্ম, তাঁর স্ত্রীর উপর সব সময় নির্ভর করা চলে না। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে জাতকের কম বেশী দুশ্চিন্তা থাকে।

এই বৃধ পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্য জীবনে অন্ত্যস্ত বকাবকি ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাঁর স্ত্রী প্রায়ই কুটিল-বুদ্ধি অথবা বাচাল হয়ে থাকেন।

এই বৃধ অনুগ্রহীত হলে, জাতকের স্ত্রী বুদ্ধিমতী ও শিল্পকর্মে পটু হয়ে থাকেন। ব্যবসাবাণিজ্যে অংশীর সহযোগিতায় এবং কর্মদক্ষতায় জাতকের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

### বৃহস্পতি সপ্তমে

যদি পীড়িত না হয়, বিবাদে জয় এবং অস্ত্রের সংশ্রবে লাভ ও সৌভাগ্য সূচনা করে। জাতকের শত্রু অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে পরাভূত হয়, এবং অনেক সময় তাঁর শত্রুই মিত্র হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিদ্বন্দ্বতা বা শত্রুতা তাঁর সৌভাগ্য ও উন্নতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। জাতকের প্রকাশ্য শত্রুর সংখ্যা কম হয়। অংশীর দ্বারাও তাঁর উন্নতির সাহায্য হওয়া সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের পর জাতকের উন্নতি হয়ে থাকে, অথবা বিবাহই তাঁর উন্নতি ও ভাগ্যবৃদ্ধির কারণ হতে পারে। জাতকের স্ত্রী

সুশীলা ও উদারবৃত্তার হয়ে থাকেন, এবং তাঁর দাম্পত্য-জীবন বেশ শান্তি-পূর্ণ হয়। তাঁর স্ত্রী একটু গম্ভীর ভাবাপন্ন হতে পারেন, অথবা একটু অধিক-বয়স্ক মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হতে পারে।

সপ্তমস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, বিবাদ-বিসম্বাদে বহু ব্যয় ও ক্ষতি হুচনা করে। শনি দ্বারা পীড়িত হলে—বিবাহে বিলম্ব এবং বিবাদে অর্থহানি ও ক্ষতি। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে—বিবাহে বাধা এবং বিবাদে বা ব্যবসায়ে সম্পত্তি হানি। রবির দ্বারা—বিবাদে প্রতিষ্ঠাহানি এবং প্রতি-দ্বন্দিতার দুর্ভাগ্য ও দুঃখ। শুক্রের দ্বারা—বিবাহে বাধা এবং দাম্পত্য ও পারিবারিক সুখের অভাব। বুধের দ্বারা—কোন দলীলপত্র বা লেখা-পড়ার ব্যাপার নিয়ে বিবাদ এবং তাতে বিশেষ ক্ষতি। রাহুর দ্বারা—বিবাহে ও বিবাদে মানহানি।

সপ্তমস্থ বৃহস্পতি অম্লগৃহীত হলে, বিবাহে ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি ও লাভ নির্দেশ করে।

### শুক্র সংগমে

দাম্পত্য সুখের একটি খুব অম্লকুল যোগ। “প্রিয়া চ ভার্যা প্রিয়বাদিনী চ” এই বচনটি জাতকের পক্ষে খাটে। জাতকের স্ত্রী সুন্দরী না হলেও কমনীয় হয়ে থাকেন, এবং তাঁর প্রভাব জাতকের জীবনে অম্লকুলভাবে প্রকাশ পায়। বিবাহের পর তাঁর প্রায়ই আর্থিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং অনেক সময় জাতক বিবাহ সূত্রেই অর্থলাভ করেন ( বিশেষতঃ যদি শুক্র না পীড়িত হয় )। জাতকের খুব কমলোকের সঙ্গেই শত্রুতা হয়, এবং বিবাদ হলেও, তা প্রায়ই আপোষে মিটে যায়। তাঁর বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যা খুব বেশী হয়।

সপ্তমস্থ শুক্র অম্লগৃহীত হলে, অংশীর সাহায্যে ও বিবাহের দ্বারা

জাতকের অর্থাগম হয়, এবং তাঁর বিবাহিত জীবন বিশেষ সুখের হয়ে থাকে ।

সপ্তমস্থ শুক্র পীড়িত হলে, বিবাহিত জীবনের সুখের বিশেষ হানি করে না, কিন্তু মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে পরাজয় ও মনোকষ্ট নির্দেশ করে । শনি বা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্য-জীবনে কোন রকম দুঃখ কিম্বা বিবাহে বাধা নির্দেশ করে । বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলেও—স্ত্রী-পুত্রের বিষয়ে অশান্তি সূচনা করে এবং বিবাহে বাধা বা বিলম্ব হয় ।

### শনি সপ্তমে

বয়স্ক মহিলার সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহে বাধা নির্দেশ করে । জাতকের স্ত্রীর মধ্যে একনিষ্ঠতা খুব প্রবল হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রণয়িনীর ভাবের চেয়ে গৃহিণীর ভাবই প্রবল থাকে । জাতকের স্ত্রী শ্রমশীলা এবং গৃহকর্মে পটু ও কর্তব্যপরায়ণা হন । বিবাদ-বিসম্বাদে জাতককে সৌভাগ্য-শালী বলা চলে না—দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা অনেক হতে পারে, এবং শত্রুর দ্বারা তিনি নানা রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন । অংশীদারীতে কাজ করাও তাঁর পক্ষে ভাল নয়, অনেক সময় অংশীর বিপদের জন্য তাঁর নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় । জাতকের শত্রু সহজে নষ্ট হয় না, এবং শত্রুতার জন্য তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ আসে, উন্নতিরও অনেক বাধা হয় ।

সপ্তমস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবন দুঃখময় হয়, এবং শত্রুর উৎপীড়নে তাঁর দুর্ভাগ্য ও অবনতি হতে পারে ।

সপ্তমস্থ শনি অল্পগৃহীত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবন প্রায়ই শান্তিপূর্ণ হয়, এবং স্ত্রীর ধৈর্য্য শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতার গুণে জাতক উন্নতি করতে সক্ষম হন ।



### রাজ সপ্তমে

বিবাহের ব্যাপারে ও দাম্পত্য জীবনে জাতকের নানারকম গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বিশৃঙ্খল পারিপাশ্বিকের মধ্যে জাতকের বিবাহ হতে পারে, অথবা কোন নীচকূলে কি গুপ্তভাবে বিবাহ হওয়াও অসম্ভব নয়। অনেক সময়, তাঁর বিবাহের সব স্থির হয়ে বিবাহ ভেঙে যেতে পারে—কিষ্কা, বিনা বিবাহে কারো সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে নানা কারণে তাঁর বনিবনাও হয় না। বিবাদ-বিসম্বাদেও জাতকের নানারকম ঝগড়াট উপস্থিত হয়—অনেক সময়, বিনা কারণে অপরে তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রে তাঁর বিপদগ্রস্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। বিবাদ হলেও, নানারকম দুর্বিপাকে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। নীচব্যক্তির দ্বারা শত্রুতার জন্মও তাঁর ঝগড়াট হয়ে থাকে। অংশীদারীতে কাজ করলে তাঁর প্রতারিত হবার খুবই আশঙ্কা থাকে।

সপ্তমস্থ রাহু পীড়িত হলে—জাতকের বিবাহ নাও হতে পারে, অথবা এমন বিবাহ হতে পারে যা সমাজে নিন্দিত। জাতকের দাম্পত্যজীবন বিষময় হয়ে থাকে, এবং শত্রুর দ্বারা জাতক বিশেষ উৎপীড়িত হন—শত্রুর উৎপীড়নে স্থানচ্যুতিও অসম্ভব নয়।

সপ্তমস্থ রাহু অনুগৃহীত হলেও, বিশেষ শুভ কিছু দিতে পারে না।

### কেতু সপ্তমে

বিবাহের এবং দাম্পত্যজীবনের অত্যন্ত প্রতিকূল। জাতক আজীবন অবিবাহিত থাকিতে পারেন—কিষ্কা তাঁর খুব বিলম্বে এবং বেশী বয়সে বিবাহ হতে পারে। বিবাহ হলেও, ইচ্ছা কোরেই হোক বা বাধ্য হয়েই

হোক, তাঁকে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। তাঁর স্ত্রীর প্রভাব তাঁর জীবনে খুব সামান্যই অভিব্যক্ত হয়—তাঁর স্ত্রীর শারীরিক বা মানসিক কোনরকম পন্থুত্ব থাকারও অসম্ভব নয়। জাতকের নিজের অবিবেচনা বা নিরুদ্ভিত্যে অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়, এবং অনেক নীচ ব্যক্তির শত্রুতায় তাঁরে উৎপীড়িত হওয়া খুবই সম্ভব। অংশীর ব্যাপারে তাঁর দুঃখ ও আশাভঙ্গ অবশ্যস্তাবী।

মঙ্গলস্থ কেতু অল্পগৃহীত হলে, বিবাদ-বিসম্বাদে জাতক অনেক সময় লাভবান হয়ে থাকেন, এবং শত্রু বা সহযোগীর ক্ষতি তাঁর সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অল্পগৃহীত হলেও, মঙ্গলস্থ কেতু দাম্পত্যজীবনে বিশেষ সুখ দিতে পারে না।

সপ্তমস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবন ব'লে কিছু থাকে না, এবং অত্যাচারী শত্রুর উৎপীড়নে তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ ও দুর্ভাগ্য আসে।

### প্রজাপতি মঙ্গলে

হঠাৎ এবং অদ্ভুতভাবে বিবাহের সূচক। জাতক হঠাৎ ঘোঁকের মাথায় বিবাহ কোরে ফেলতে পারেন। তাঁর বিবাহে কোনরকম নূতনত্ব থাকার অসম্ভব নয়। অনেক সময় তিনি পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন অথবা সমাজের মতের বিরুদ্ধে বিবাহ কোরে থাকেন। কিন্তু বিবাহিত জীবনে জাতক খুব সুখী হন না, যদি না প্রজাপতি বিশেষ অল্পগৃহীত হয়। জাতকের স্ত্রী খামখেয়ালী বা একটু বিচিত্র-প্রকৃতির মহিলা হতে পারেন, এবং জাতকের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই অবনিবনাও হওয়া সম্ভব। অনেক সময় জাতকের স্ত্রীর সঙ্গে সহসা বিচ্ছেদ হয়। অংশীদারীর ব্যাপারে জাতক মোটেই ভাগ্যবান নন—তিনি অংশীর দ্বারা সহসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ও বিদেশীর দ্বারা বিনা কারণে এবং অকস্মাৎ

শক্রতা এই যোগের একটা ফল। শক্রতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু তা অত্যন্ত তীব্র এবং পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। জাতকের বন্ধুর সঙ্গেও সহসা বিচ্ছেদ হয়।

এই প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবনে সহসা ওলট-পালট হয়ে যায় এবং স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারের জন্য জাতককে যথেষ্ট কষ্টভোগ করতে হয়।

সপ্তমস্থ প্রজাপতি অমুগ্ধীত হলে, জাতকের স্ত্রী কৰ্ম্মশীলা এবং তেজস্বিনী হয়ে থাকেন, তাঁর মধ্যে মৌলিকতা ও খুব বেশী কৰ্ম্মক্ষমতা থাকা সম্ভব—কিন্তু, তাঁর স্বাধীনতা-শ্রিয়তার জন্য জাতককে অল্পবিস্তর বেগ পেতে হয়।

### বরুণ সপ্তমে

এই যোগ অপ্রত্যাশিত বিবাহের এবং অসাধারণ দাম্পত্য-জীবনের সূচক। জাতকের অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহ হওয়া সম্ভব এবং অনেক সময়ে তাঁর কোন অসাধারণ মহিলার সঙ্গে বিবাহ হয়ে থাকে। বিদেশে বা দূরদেশে কোন বিদেশিনীর সঙ্গে বা অল্প ধৰ্ম্মাবলম্বিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়াও অসম্ভব নয়। কখনো কখনো এই যোগে জাতকের পক্ষ বা বিকলাঙ্গীর সঙ্গেও বিবাহ হয়ে থাকে অথবা ( বরুণ বিশেষ অমুগ্ধীত হলে ) বিশেষ উচ্চবংশে কোন অসাধারণ গুণবতী মহিলার সঙ্গেও বিবাহ হতে পারে। বিবাহের সময় কোন রকম বিচিত্র ঘটনা ঘটা সম্ভব, অথবা কোন বিচিত্র ঘটনা বিবাহের কারণ হতে পারে। জাতকের দাম্পত্য-জীবনও বৈজিত্যপূর্ণ হয়ে থাকে, এবং দাম্পত্য জীবনে এমন অনেক ব্যাপার উপস্থিত হয়, যা সচরাচর লোকের জীবনে আসে না।

বরুণ যদি মোটে পীড়িত না হয়, এবং বিশেষ অমুগ্ধীত হয়,

তাহলে জাতক দাম্পত্য স্মৃথে অসাধারণ স্মৃথী হন—কিন্তু তা না হলে, বিবাহিত জীবন তাঁর কাঁধে অভিষাপের মত চেপে বসে, এবং দাম্পত্য ব্যাপার নিয়ে তাঁর হাজার রকম দুর্ঘটনা ও মনোকষ্টের কারণ উপস্থিত হয়। অনেক সময় আশ্চর্য্যভাবে দম্পতীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। বিবাদ-বিসম্বাদেও জাতকের জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসে।

সপ্তমস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবনের ব্যাপারে নানারকম অপবাদ হতে পারে।

সপ্তমস্থ বরুণ অল্পগৃহীত হলে, দাম্পত্যজীবনের দুর্ঘটনা অনেক কমে।

## অষ্টম ভাব

### রবি অষ্টমে

জীবনীশক্তি হ্রাস করে, যদি না চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, কিম্বা বিশেষ বলবান্ হয়। রবি যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পেতে পারেন। তাঁর পিতার অকালে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, অথবরা পিতৃপক্ষ থেকে কোন রকম দুঃখ আসা সম্ভব। তাঁর মধ্যে চক্ষুপীড়া ও হৃদ্রোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব।

অষ্টমস্থ রবি পীড়িত হলে, জাতকের আয়ু কখনই দীর্ঘ হয় না, এবং পিতারও অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। জাতকের অপঘাতে অথবা হৃদ্রোগে মৃত্যু হতে পারে। শনি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক অন্নায়ু হন। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, চক্ষুরোগ হয়ে চক্ষু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। রাহু দ্বারা পীড়িত হলে—বিষপ্রবেশ বা সর্পাঘাতের আশঙ্কা।

অষ্টমস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, বিশেষতঃ বৃহস্পতি অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের আয়ু খুব দীর্ঘ হয়। এই রবি অপরের মৃত্যুতে জাতকের নিজের গৌরব ও প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি সূচনা করে, এবং কোন গুপ্ত ব্যাপার থেকে জাতকের বিশেষ উন্নতি হয়ে থাকে।

### চন্দ্র অষ্টমে

এই যোগও জীবনীশক্তির হানিকর। চন্দ্র যদি অন্নগ্রহ দ্বারা পীড়িত না হয়, এবং রবি বা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, কেবল তাহলেই জাতকের আয়ু দীর্ঘ হতে পারে, তা না হলে জাতকের আয়ু কখনই দীর্ঘ হয় না। অধিকাংশ স্থলেই ৪৮ বৎসরের বেশী আয়ু প্রায়ই হয় না। জাতকের জলে

বা ভ্রমণকালে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, অন্ততঃ জীবনের কোন না কোন সময় তাঁর জলে বিপদ ঘটে। জাতকের অল্প বয়সে মাতার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, এবং চন্দ্র বেদী পীড়িত হলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়।

এই চন্দ্র যদি শনির দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগে অথবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জাতকের মৃত্যু হয়, এবং তাঁর সম্পত্তি নষ্ট হয়। বক্রণের দ্বারা—জলভয় এবং দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধির প্রবণতা। মঙ্গল অথবা প্রজাপতির দ্বারা—রক্তপাত বা অপবাতে মৃত্যুর আশঙ্কা। বৃহস্পতির দ্বারা—স্নায়ুরোগে মৃত্যু ও সর্বস্বান্ত হবার আশঙ্কা। রবির দ্বারা—বংশগত রোগে মৃত্যু এবং পৈত্রিক সম্পত্তিনাশ।

এই চন্দ্র যদি বৃহস্পতি অথবা রবি দ্বারা অল্পগৃহীত হয়, তাহলে জাতক দীর্ঘায়ু হন, এবং উত্তরাধিকার স্বত্বে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি পেয়ে থাকেন। মাতৃপক্ষ থেকেও তাঁর কোন রকম প্রাপ্তি হতে পারে। শনির দ্বারা অল্পগৃহীত হলে—কৃষি কর্মে লাভ এবং চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হতে পারে। প্রজাপতির দ্বারা—সহসা গুপ্তধন প্রাপ্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা।

### মঙ্গল অষ্টমে

যদি পীড়িত না হয়, তাহলে আয়ু সম্বন্ধে বিশেষ অশুভ হয় না, কিন্তু জাতকের সহসা মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। অতি অল্পদিনের পীড়ায় বা কোন দুর্ঘটনার তাঁর মৃত্যু হওয়া খুব সম্ভব। এই যোগে অনেক সময় জীবনীশক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু হয়। উত্তরাধিকার-স্বত্বে প্রাপ্য সম্পত্তির ব্যাপারে এবং সাধারণত ভূসম্পত্তির ব্যাপারে জাতকের বিবাদ-বিসম্বাদ ও নানা রকম বঞ্চনা উপস্থিত হয়ে থাকে, এবং তাঁর জীবনে কখনো না কখনো ঋণজনিত অশান্তি আসে। সহোদর ভ্রাতার সম্বন্ধে এই যোগ অশুভ,

এবং জাতককে সহোদর ভ্রাতার শোক পেতে হয়, অথবা ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর ভাল রকম বনে না।

অষ্টমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, জাতকের আয়ু কখনই দীর্ঘ হয় না এবং তাঁর অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। নানা ব্যাপারে জাতকের সহসা আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট উপস্থিত হয়, এবং সহোদরের জন্ম তাঁর নানা রকম অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। ঋণের জন্ম অর্থ বা সম্পত্তি নাশ হওয়াও বিচিত্র নয়।

অষ্টমস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, কোন গোপনীয় ব্যাপার থেকে জাতকের সহসা লাভ হতে পারে, এবং তেজারতির দ্বারা অথবা অন্তর রকমে টাকা খাটিয়ে তাঁর আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

### নুশ অষ্টমে

যদি পীড়িত না হয়, জাতক অপরের মৃত্যুর দ্বারা পরোক্ষভাবে লাভবান হতে পারেন। কোন ত্যক্ত সম্পত্তির এক্সিকিউটর, এডমিনি-স্ট্রেটর, প্রভৃতি হয়ে, অথবা জাবনবীমার ব্যাপারে লাভ হওয়াও তাঁর অসম্ভব নয়। অংশীর তরফ থেকে বা অংশীদারী কাজেও তাঁর কিছু লাভ হওয়া সম্ভব। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা বা অশান্তি উপস্থিত হতে পারে এবং তা নিয়ে অনেক লেখালেখি হওয়াও সম্ভব। সহোদরের জন্ম চিন্তা ও উদ্বেগও এ যোগের একটা ফল। সহোদরা ভগ্নার জন্মও জাতকের কোন রকম দুঃখ আসা অসম্ভব নয়, অন্ততঃ ভগ্নীদের ব্যাপারে তাঁকে অনেক সময়, ইচ্ছা কোরেই হোক বা বাধ্য হয়েই হোক, সংশ্লিষ্ট হতে হয়। নাড়ীমণ্ডলের বিকার বা মস্তিষ্ক-পীড়ায় জাতকের মৃত্যু হতে পারে। এই যোগে টাকাকড়ির ব্যাপারে অংশীর সঙ্গে বিরোধের আশঙ্কা আছে।

অষ্টমস্থ বৃধ পীড়িত হলে, জাতক নানা রকমে মনোকষ্ট পেয়ে থাকেন। তাঁকে জীবনে অনেক শোক পেতে হয়।

অষ্টমস্থ বৃধ অল্পগৃহীত হলে, জাতকের সজ্ঞানে মৃত্যু হয়, এবং মৃতব্যক্তির ব্যাপারে অথবা কোন গুপ্ত দলীলপত্রের ব্যাপারে জাতক লাভবান্ হয়ে থাকেন।

### বৃহস্পতি অষ্টমে

যদি পীড়িত না হয়, তা হলে জাতক প্রায়ই দীর্ঘায়ু হয়ে থাকেন, এবং তাঁর সজ্ঞানে ও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়ে থাকে। এই যোগে জাতকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং অনেক সময় তিনি সত্য স্বপ্ন দেখে থাকেন। স্বপ্নে তাঁর অনেক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে। জাতক উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি পেয়ে থাকেন, এবং অপরের মৃত্যু তাঁর লাভের কারণ হতে পারে। এই যোগ পুত্রের সম্বন্ধে ক্ষতিকর—পুত্রের ব্যাপারে জাতকের দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং বৃহস্পতি পীড়িত হলে, পুত্র-হানিরও আশঙ্কা আছে। অংশীর দ্বারা এবং সমব্যবসায়ীর বা সহযোগীর দ্বারা জাতকের অর্থপ্রাপ্তিতে সাহায্য হওয়া সম্ভব। অনেক সময় তিনি খুব ধনী অংশী বা মুকুব্বা পেয়ে থাকেন এবং তাঁর দ্বারা লাভবান হন।

অষ্টমস্থ বৃহস্পতি অল্পগৃহীত হলে, উত্তরাধিকার-সূত্রে জাতক বহু অর্থ ও সম্পত্তি লাভ করেন, এবং তাঁর জীবনীশক্তি প্রবল ও আয়ু খুব দীর্ঘ হয়। বিনা রোগে ও বিনা কষ্টে তাঁর মৃত্যু হয়। এই যোগে আধ্যাত্মিক সাধনায় জাতক সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

অষ্টমস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, জাতকের জীবনীশক্তি বেশী হয় না, এবং ক্ষয়রোগে জাতকের মৃত্যু হতে পারে। জাতকের অনেক আশা পূর্ণ হয় না।



### শুক্র অষ্টমেন

পীড়িত না হলে, বিবাহ বা স্ত্রীপক্ষ থেকে জাতকের অর্থলাভ হতে পারে। স্ত্রীলোকের ত্যক্ত সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী হতে পারেন, অথবা তা থেকে তাঁর লাভ হতে পারে। অংশীর বা সহযোগীর সংশ্রবেও তিনি অর্থলাভ কোরে থাকেন। এই যোগে স্ত্রীর অকাল-মৃত্যু বা স্ত্রী-জনিত কোন গুপ্ত মনোকষ্ট হুচনা করে, বিশেষতঃ শুক্র যদি দুর্বল বা একটুও পীড়িত হয়। কন্যার জন্ম অশান্তিও এই যোগের একটা ফল। জাতকের আয়ু খুব দীর্ঘ না হলেও, সহজে এবং শান্তিতে তাঁর মৃত্যু হয়। বিলাসিতা ও উপভোগ তাঁর মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ হতে পারে।

অষ্টমস্থ শুক্র পীড়িত হলে, জাতকের স্ত্রীপক্ষ থেকে অত্যন্ত অশান্তি আসে, এবং স্ত্রীঘটিত গুপ্ত কারণে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। জননেন্দ্রিয় বা মূত্রাশয়ের পীড়া তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হেতু হওয়া সম্ভব। এবং অতিরিক্ত ভোগ, বিলাস ও ব্যাসনে তাঁর আয়ুহ্রাস হয়। স্ত্রী ও কন্যার ব্যাপারে তাঁকে নানারকম মনোকষ্ট ভোগ করতে হয়।

অষ্টমস্থ শুক্র অল্পগৃহীত হলে, স্ত্রীপক্ষ থেকে বিশেষ আনন্দ ও লাভ হুচনা করে। জাতক স্ত্রীর বা অন্য স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যথেষ্ট লাভবান হন। অতি সামান্য পীড়ায় ও বিনা কষ্টে বা যন্ত্রণায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিশেষ উন্নতির সময় ও সচ্ছল অবস্থায়, আত্মীয় বন্ধু পরিবৃত হয়ে তাঁর মৃত্যু হওয়া সম্ভব।

### শনি অষ্টমেন

পীড়িত না হলে, জাতকের আয়ুরুদ্ধি করে, এবং বার্ক্যজনিত দুর্বলতায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই যোগ উত্তরাধিকার-হত্রে সম্পাত্ত-প্রাপ্তির

অল্পকূল নয়, কিন্তু জাতক নিজের চেষ্টার উত্থান, গৃহ, প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তেজারতি দ্বারা এবং অল্প উপায়ে অর্থ নিয়োগ কোরে, জাতক লাভবান হতে পারেন, কিন্তু সহযোগী বা অংশীর দ্বারা অথবা স্ত্রীর দ্বারা তিনি প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন। উত্তরাধিকার-স্থত্রে সম্পত্তি পেলেও, তা প্রায় নষ্ট হয়ে যায়, অথবা ঠিক আশারূপ সম্পত্তি তিনি পান না।

অষ্টমস্থ শনি পীড়িত হলে, দীর্ঘকাল রোগভোগের পর জাতকের মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি দ্বারা অথবা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, ক্ষয়রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। এই শনি থাকার জন্য অর্থকষ্ট নির্দেশ করে, এবং বিবাহের পর বা স্ত্রীর জন্য জাতকের অর্থ ও সম্পত্তি হানি হতে পারে। অষ্টমস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতকের জলে ডুবে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, অল্পরকমেও দমনক হয়ে মৃত্যু হতে পারে—বিশেষতঃ শনি যদি চন্দ্র ও কেতুর দ্বারা পীড়িত হয়, এবং কোন গ্রহের দ্বারা অল্পগৃহীত না হয়। রবি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক প্রায়ই অন্নায়ু হন।

অষ্টমস্থ শনি অল্পগৃহীত হলে, জাতক মিতাচার ও সাবধানতার দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ করেন, এবং তাঁর বারুক্যজনিত দুর্দলতায় সহজভাবে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয় স্বজন সকলে কাছে থাকেন না, এমন কি তাঁর নিজেকে মৃত্যুও হতে পারে।

### বাহু অষ্টমে

অত্যাচার, অবহেলা ও অনিয়ম জাতকের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ছুরারোগ্য ও জটিল রোগে এবং কুচিকিৎসায় অথবা বিনা চিকিৎসায় তাঁর মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। ভ্রমণের সময় অথবা বিদেশে এবং কোন গোলযোগের মধ্যেও তাঁর মৃত্যু সম্ভব। এই যোগ উত্তরাধিকার-স্থত্রে সম্পত্তি-প্রাপ্তির বিরোধী। উত্তরাধিকার-স্থত্রে সম্পত্তি পেলেও, নানা

বিশৃঙ্খল ব্যাপারে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জুয়াখেলায় জাতকের অর্থ নষ্ট হওয়া সম্ভব, এবং চুরি বা প্রতারণার দ্বারাও অর্থ-হানি হতে পারে। তাঁর স্ত্রীর দ্বারা অর্থ অপব্যয়িত হওয়ায় খুবই সম্ভাবনা, এবং অংশীদারীতে কাজ করতে গেলে, তাঁকে অনেক সময়ে প্রতারিত হতে হয়। জাতক নানারকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন, এবং মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্ন দ্বারাও পীড়িত হন। কোন গুপ্ত ব্যাপারে তাঁর অর্থ নিশ্চয়ই নষ্ট হয়।

অষ্টমস্থ রাহু অল্পগৃহীত হলে, কোন গুপ্ত ব্যাপারে এবং গুপ্ত উপায়ে জাতক বিশেষ লাভবান হন। অনেক সময়ে অস্বাভাবিক উপায়ে অথবা জুয়াখেলায় তিনি অনেক অর্থ পেয়ে থাকেন, কিম্বা অপরের ক্ষতি থেকে তাঁর প্রচুর লাভ হয়ে থাকে।

অষ্টমস্থ রাহু পীড়িত হলে, জুয়ায় বা ঋণের দায়ে জাতকের অর্থ ও সম্পত্তি হানি হয়। তাঁর অদ্ভুত মৃত্যু হয়ে থাকে, বিদেশে, বন্ধুহীন স্থানে অথাত অবস্থায় মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। জাতক মৃত্যুর পূর্বে বিশেষ কষ্ট পেয়ে থাকেন। অনেক সময়, অজ্ঞাতবাসে জাতকের দেহান্ত ঘটে।

### কেতু অষ্টমেনে

জাতকের সহসা মৃত্যু হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বা নিঃশ্বাস রোধ হয়ে মৃত্যুও অসম্ভব নয়। এই যোগে জাতকের জীবনীশক্তির হ্রাস করে, এবং কেতু যদি রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অল্পগৃহীত না হয়, তাহলে জাতক কখনই দীর্ঘায়ু হন না। কেতু যদি অল্পগৃহীত না হয়, তাহলে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে অনেক ঝগড়াট যায়, উত্তরাধিকারের আশা অনেক সময় পূর্ণ হয় না। ঋণাদির ব্যাপারেও জাতকের নানারকম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, এবং তাঁর আর্থিক অর্থ বা সম্পত্তি উদ্ধার করা অনেক

সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। চুরি বা প্রতারণায় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

অষ্টমস্থ কেতু পীড়িত হলে, আয়ুহ্রাস করে, এবং অপঘাতে বা দুর্ঘটনায় জাতকের মৃত্যু হতে পারে। নিরুজ্জনে ও দুর্গম স্থানে তাঁর মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। এই কেতু খুব বেশী পীড়িত হলে, অনাহার, অনিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতি তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হতে পারে। এই যোগে অনেক সময় মৃত্যুর আগে পক্ষাঘাত বা অন্য কোন রকম পঙ্গুত্ব নিয়ে আসে। এই কেতু যাদু রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতক অন্নায়ু হয়ে থাকেন। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, অপবাতের আশঙ্কা আছে। বক্রণের দ্বারা পীড়িত হলে, অদ্ভুত ও নিন্দিত মৃত্যু হতে পারে।

অষ্টমস্থ কেতু অনুগৃহীত হলে, জাতক সহসা এবং গুপ্ত উপায়ে বা অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ বা সম্পত্তি পেয়ে থাকেন। অনেক সময়, বহুদিনের আবদ্ধ অর্থ বা সম্পত্তি অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসে। রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের আয়ু খুব দীর্ঘ হয়। বৃহস্পতি অথবা বক্রণের দ্বারা—বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং অকস্মাৎ অর্থপ্রাপ্তি।

### প্রজ্ঞাপতি অষ্টমে

এই যোগেও জাতকের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাঁর মৃত্যুর মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব থাকতে পারে। জাতক অনেক সময় ইচ্ছা কোরে মৃত্যু বরণ করেন। প্রকাশ্য স্থানে, প্রকাশ্যভাবে তাঁর মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। নিজের হঠকারিতা তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হতে পারে। এই যোগ উত্তরাধিকারের অনুকূল নয়, এবং প্রজ্ঞাপতি বিশেষ অনুগৃহীত না হলে, উত্তরাধিকারের ব্যাপারে অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত মনোকষ্ট হচনা

করে। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তি জাতক স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করতে পারেন। আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে এ একটি অনুকূল যোগ, জাতক সাধনায় বিশেষ সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, এবং প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, বিভূতি বা দৈব ক্ষমতা লাভও অসম্ভব নয়। এই যোগে অনেক সময় দিবাদর্শন, দিবাশ্রবণ, প্রভৃতি শক্তি বিনা সাধনায় সহজভাবে স্ক্রিত হয়। ঋণাদির ব্যাপারে বা আবদ্ধ অর্থ বা সম্পত্তির ব্যাপারে জাতকের বিনা কারণে অকস্মাৎ নানারকম ঝগাট উপস্থিত হয়, এবং তা নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদও অসম্ভব নয়। -

অষ্টমস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতকের অকস্মাৎ কিছু অর্থ বা সম্পত্তি লাভ হয়। রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের দীর্ঘ আয়ু ও ইচ্ছামৃত্যু হয়ে থাকে। জাতক যোগের দ্বারাও দেহত্যাগ করতে পারেন। চন্দ্র, শুক্র বা বক্রণের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জ্যৈষ্ঠমাস থেকে অকস্মাৎ বহু লাভ হয়ে থাকে।

অষ্টমস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতকের আয়ু কখনই গুব দীর্ঘ হয় না, এবং জাতকের প্রকাশস্থানে অকস্মাৎ অপঘাতে মৃত্যু হতে পারে। অনেক সময় নাদীমণ্ডলের কোন অসাধারণ পীড়ায় জাতকের মৃত্যু হয়ে থাকে। মর্চ্ছা, অপস্মার, পক্ষাবাত, প্রভৃতি তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হতে পারে।

### বরুণ অষ্টম

অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর সূচক। এই যোগে, জাতক হয় নিতান্ত অল্পায়ু হন, না হয় তিনি অসাধারণ দীর্ঘ আয়ু লাভ কোরে থাকেন। বহুলোকের মৃত্যুর সময়ে, কোন দৈব উৎপাতে (যেমন ভূমিকম্প, জল প্লাবন, প্রভৃতি), যুদ্ধে, মহামারীতে বা কোন দুর্ঘটনায়

(বেল, ষ্টীমারের কলিশন প্রভৃতি), জাতকের মৃত্যু হতে পারে। জাতকের রহস্যময় মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়; অনেক সময় এ-ও হয় যে, জাতক নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান এবং তাঁর বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না। সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কোন স্থানে, কোন সাধারণ আশ্রম বা মন্দিরে, অথবা কোন সাধারণ হাঁসপাতালেও জাতকের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর জাতকের শবের সংস্কার হয় না। মালিক-সেবন তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হতে পারে। এই বরণ পীড়িত না হলে, শুভ্রভাবে কিম্বা শুভ্র উপায়ে জাতকের অস্মাৎ অর্থ বা সম্পত্তি লাভ হতে পারে। ঋণের ব্যাপারে বা আবদ্ধ অর্থের সম্পর্কে তাঁর জীবনে নানারকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। অদ্বুত বল্লনা ও বিচিত্র স্বপ্ন এই যোগের একটা ফল।

অষ্টমস্থ বরণ পীড়িত হলে, জাতক অল্পায়ু হন, এবং তাঁর নিন্দিত বা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে থাকে। শনি বা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে, অনেক সময়ে জলে ডুবে বা অন্তর্গত স্বাস রোধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মঙ্গল অথবা প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে, কোন দুর্ঘটনায় বা দৈব উৎপাতে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। রবি বা রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, মহামারীতে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে।

অষ্টমস্থ বরণ অন্তর্গত হলে, সচনা ও অপ্রত্যাশিতভাবে পরধন-প্রাপ্তি ঘটে। রাহু, মঙ্গল বা বৃহস্পতির দ্বারা অন্তর্গত হলে, লটারি, স্পেকুলেশন, জুয়া, প্রভৃতিতে প্রভূত লাভ হয়। শুক্র বা চন্দ্রের দ্বারা অন্তর্গত হলে, স্ত্রীলোকের অর্থ বা সম্পত্তি অপ্রত্যাশিতভাবে আসে।

অষ্টমস্থ বরণ যদি রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অন্তর্গত হয়, তাহলে জাতকের আয়ু অসম্ভব রকম দীর্ঘ হয়, বিশেষ কোরে, বরণ যদি কোন পাপ গ্রহের দ্বারা পীড়িত না হয়।

## নবম ভাব

### রবি নবমে

যদি পীড়িত না হয়, বিদেশে ও বৈদেশিক ব্যাপারে, আইন-আদালতের সংশ্রবে, ভ্রমণের দ্বারা, অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের ব্যাপারে জাতকের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ হয়। জাতক সাধারণতঃ ভাগ্যশালী হয়ে থাকেন, এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে তাঁর ভাগ্যবৃদ্ধি হয়। ধর্মের ব্যাপারে তিনি প্রায়ই উদার-মতাবলম্বী হয়ে থাকেন এবং তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী গুরু লাভ হওয়া সম্ভব। জাতক নিজেও গুরু বা জ্ঞানদাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। আইন-আদালতের সংশ্রবে এবং রাজকার্যে তাঁর উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা অসম্ভব নয়। জাতকের বিচার-শক্তি প্রায়ই অসাধারণ হয়ে থাকে।

নবমস্থ রবি পীড়িত হলে, বিকৃত বিচার-বৃদ্ধি এবং বংশগত দোষে ভাগ্যহানি ও অবনতি হয়। শনি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক অত্যন্ত গর্বিত, স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ প্রকৃতির লোক হন এবং তাঁর এই স্বভাবের জন্ম উন্নতির বিঘ্ন ও ভাগ্যহানি হয়। বৃহস্পতির দ্বারা—উচ্চাশ্রম ও অহমিকার জন্ম জন্ম ভাগ্যহানি, ধর্মে আত্ম প্রতারণা বা কপটচার, এবং ছুরারোগ্য শিরঃপীড়া। আইন-আদালতের সংশ্রবে ক্ষতি ও দুশ্চিন্তা। মঙ্গল বা প্রজাপতির দ্বারা—ভ্রমণে বা বিদেশে প্রতিষ্ঠাহানি, মামলা-মোকদ্দমায় ক্ষতি ও দুশ্চিন্তা, পিতার জন্ম অশান্তি ও দুঃখ, ধর্মে গোঁড়ামির জন্ম ক্ষতি। চন্দ্রের দ্বারা—পারিবারিক কারণে, বিশেষতঃ পিতামাতার জন্ম ভাগ্যহানি ও উন্নতিতে বাধা। এই যোগে অনেক সময় বাল্যে পিতৃমাতৃ-

নাশ বা পিতামাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে—পিতামাতার অন্ততঃ একজনের বাল্যে মৃত্যু প্রায়ই দেখা যায়, যদি না রবি অনুগৃহীত হয়।

নবমস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, উচ্চ পদ ও প্রতিষ্ঠা অবশ্যস্বাভাবী। বিশেষতঃ চন্দ্র অথবা শনি দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক বংশ-গোরবের দ্বারা অথবা প্রতিষ্ঠাশালী আত্মীয়ের সাহায্যে বিশেষ উচ্চ পদ এবং রাজদ্বারে সম্মান লাভ করতে পারেন। বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হলে, নিজের জ্ঞান এবং বিচার-বুদ্ধির জোরে জাতক ভাগ্যশালী হতে পারেন।

### চন্দ্র নবমে

ধর্মের ব্যাপারে জাতকের মতের স্থিরতা থাকেন। তিনি একাধিক-বার নিজের ধর্মমত পরিবর্তন করতে পারেন। ধর্মের ব্যাপারে যুক্তির চেয়ে ভাব-প্রবণতাই তাঁর বেশী, এবং গুরুত্যাগ বা গুরু-পরিবর্তন তাঁর পক্ষে মোটেই আশ্চর্য্য নয়। তাঁর একাধিক গুরু থাকতে পারে। জাতকের অনেক ভ্রমণ হয়, এবং তীর্থদর্শন বা সমুদ্র-বাত্মাও তাঁর হতে পারে। তাঁর ভাগ্যও পরিবর্তনশীল হয়। পিতার জন্ম তাঁর অনেক চিন্তা উপস্থিত হয় এবং পিতামাতার সঙ্গে তাঁর প্রায়ই বিচ্ছেদ হয়ে থাকে।

নবমস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে, ভ্রমণ, প্রবাস ও পরিবর্তনের দ্বারা জাতকের ভাগ্যবুদ্ধি ও উন্নতি হয়। রবি অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, পিতার বা পিতৃতুল্যের সাহায্যে জাতক যথেষ্ট উন্নতি কোরে থাকেন, এবং ধর্মের ব্যাপারে তাঁর সদ্গুরু লাভ হয়।

নবমস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, দুর্ভাগ্য হয় ও জাতকের মতের স্থিরতা থাকে না। প্রজাপতি বা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, ধর্মত্যাগ বা ধর্মাস্তর গ্রহণ। মঙ্গলের দ্বারা—জাতক হঠকারী ও অবিবেচক হয়ে থাকেন এবং তাঁর মধ্যে গুরু-দ্রোহিতা প্রকাশ পেতে পারে। ভ্রমণে তাঁর



কোনরকম ছুর্ঘটনা ঘটানো বিচিত্র নয়। রবির দ্বারা—পিতামাতার কষ্ট বা পিতামাতার জন্ম ছুৎপ, পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ, ছুরারোগ্য শিরঃ-পীড়া এবং পূর্ণ উন্নতির বাধা নির্দেশ করে। মঙ্গল, শুক্র, রাহু বা বক্রণের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের মধ্যে নীতিজ্ঞান কম এবং যৌন আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হয়।

### মঙ্গল-মোকদ্দম

দূর ভ্রমণে ও মানসা মোকদ্দমায় বিপদ ও ছুর্ঘটনা নির্দেশ করে। জাতকের মাস্তক প্রায়ই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, এবং সেইজন্য তাঁর প্রায়ই বিবাদ-বিসম্বাদ হয়ে থাকে। জাতক অভিনাত্রায় গর্ভিত ও প্রভুত্বপ্রিয় হয়ে থাকেন, এবং ধর্মের ব্যাপারে তাঁর অসম্ভব রকম গোঁড়ামি ও সন্দর্ভতা প্রকাশ পায়। অনেক সময় আবার জাতক একেবারে নাস্তিক হয়ে পড়েন। পিতার সঙ্গে তাঁর ভাঙ্গরকম বিন্দনাও হয় না এবং পিতার সঙ্গে মনো মনো বিচ্ছেদ হওয়ার পূর্বই সম্ভাবনা। জাতকের মধ্যে বিবেচনা একটু কম, এবং চঠকারিতার জন্ম তাঁর ভাগ্যহানি হওয়া অসম্ভব নয়। কোন মামলা-মোকদ্দমায় জাতককে বিশেষ বেগ পেতে হয়, এবং জলযাত্রায় তাঁর বিশেষ বিপদ ঘটানো বিচিত্র নয়।

নবমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, জাতকের মামলা-মোকদ্দমায় বিশেষ বঙ্কটি ও অশান্তি উপস্থিত হয়, এবং তা থেকে তাঁর ভাগ্যহানি হওয়ারও আশঙ্কা আছে। জাতকের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমাও উপস্থিত হতে পারে। মঙ্গল বিশেষ পীড়িত হলে, মামলা মোকদ্দমায় বিশেষ দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য নির্দেশ করে। দূর ভ্রমণে বা সমুদ্র-যাত্রায় জাতকের কোন রকম বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো অসম্ভব নয়।

নবমস্থ মঙ্গল অল্পগৃহীত হলে, মামলা-মোকদ্দমায় ব্যাপারে জাতকের ভাগ্যবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা-লাভ হয়।

### বুধ নবমে

বিশেষ অল্পগ্রহীত না হলে, চঞ্চল ভাগা নির্দেশ করে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে জাতকের বিশেষ আস্থা থাকে না, এবং ধর্মের গভীর ব্যাপারগুলির অন্তর্ভুক্তি তাঁর আয়ত্বের বাইরে। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা থাকতে পারে, এবং তা নিয়ে তাঁর অনেক লেখালেখি ও হাঁটাচাঁটা করতে হয়। পিতার জন্মও তাঁর অনেক উদ্বেগ ও অশান্তি আসে। নানা ব্যাপারে বিব্রত হওয়ার জন্ম, তাঁর উন্নতির বাধা ও ভাগ্যহানি হয়। তাঁর মতের ও মতের কোন স্থিরতা থাকে না, এবং একই সঙ্গে পরস্পর-বিরোধী নানা মত পোষণ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। ভ্রমণের সময় অথবা বিদেশে তাঁর মানসিক চাঞ্চল্যের নানা কারণ উপস্থিত হতে পারে। এই যোগ সদৃশক লাভের অন্তরায়।

নবমস্থ বুধ পীড়িত হলে, নানা দুশ্চিন্তায় জাতক পীড়িত হয়ে থাকেন, এবং তাঁর মতের ও বুদ্ধির স্থিরতা না থাকায়, উন্নতির সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। মদ্রল বা প্রজাপতির দ্বারা পীড়িত হলে—শিরঃপীড়া ও পক্ষাঘাত বা সমস্যাসরোগের আশঙ্কা আছে, এবং নিজের নির্ভর্যুক্তিতার জন্ম জাতকের ভাগ্যহানি হয়। বৃহস্পতির দ্বারা—বিবেচনা শক্তির অভাব এবং তাঁর জন্ম অবনতি।

নবমস্থ বুধ অল্পগ্রহীত হলে, তাঁর অশুভ ফল অনেকটা কমে। জাতকের জ্ঞানলাভ করবার যোগ্যতা ও ইচ্ছা দুইই থাকে, এবং আইন ব্যবসায় অথবা শিক্ষার ব্যাপারে জাতকের প্রতিষ্ঠা ও ভাগ্যবুদ্ধির সম্ভাবনা আছে। বৃহস্পতি ও শুক্রের অল্পগ্রহ সকলের চেয়ে ভাল।

## বৃহস্পতি নবমে

যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকেন। জাতকের মধ্যে ধর্ম্যভাব প্রবল, এবং তাঁর ধর্ম্য প্রায়ই উদার ও দার্শনিকতা-সংযুক্ত হয়ে থাকে। তাঁর সদৃশ লভ হয়, এবং তিনি নিজেও গুরুতা দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। ধর্ম্যের ব্যাপারে, প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, জাতক লাভবান হয়ে থাকেন। ভ্রমণ এবং বিদেশবাসের দ্বারা তাঁর আনন্দ ও সৌভাগ্য দুইই লাভ হতে পারে। বিচারক বা বাবস্তাপক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব নয়। জাতক সাধারণত শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকেন, কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা হলে, তা থেকে তিনি লাভবান হতে পারেন।

নবমস্থ বৃহস্পতি অল্পগৃহীত হলে, বিশেষ সৌভাগ্য যোগ হয়। এই যোগে জাতক বিশেষ ধার্মিক বা জ্ঞানী ব'লে খ্যাত হতে পারেন। তিনি শান্তিতে ও আনন্দে জীবন কাটিয়ে যান।

নবমস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, জাতক ধর্ম্যধ্বঞ্জী বা ভণ্ড হতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমায় তাঁর নানা রকম ঝগড়া ও অশান্তি উপস্থিত হতে পারে, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। রাহ বা শনি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের মধ্যে আত্ম-প্রতারণা ও কপটাচার লক্ষিত হতে পারে, এবং জাতক হয় গুরুদ্রোহী হন, না হয় কুলধর্ম্য পরিত্যাগ কোরে ধর্ম্যাস্তর গ্রহণ করেন। এই যোগেও সৌভাগ্যহানি হয়। নবমস্থ পীড়িত বৃহস্পতি বিদেশে বা ভ্রমণকালে, যানবাহন বা চতুষ্পদ থেকে বিপদ ও দুর্ঘটনা নির্দেশ করে।

### শুক্রে নবমে

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে খুব ভাল যোগ না হলেও, ভাগ্য ও অর্থ সম্বন্ধে এটি একটি শ্রেষ্ঠ যোগ, যদি শুক্র না পীড়িত হয়। এই যোগে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকেন, পিতৃপক্ষ থেকে তাঁর সুখ ও সৌভাগ্য হয়। নিজের ব্যবহারিক বুদ্ধি এবং সামাজিক শিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা তিনি সৌভাগ্য লাভ করেন। এই যোগ প্রোফেশনের খুব অনুকূল, এবং যে কোন প্রোফেশনে জাতক অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করতে পারেন। বিবাহের দ্বারা বা স্ত্রীলোকের দ্বারা তাঁর ভাগ্যবৃদ্ধির সাহায্য হয়। ভ্রমণে তিনি সুখ ও সৌভাগ্য দুইই পান, এবং বিদেশে বা বৈদেশিক ব্যাপার থেকে তাঁর সৌভাগ্যলাভ হয়। জাতকের সহজ জ্ঞান খুব প্রবল হওয়া সম্ভব।

নবমস্থ শুক্র পীড়িত হলে, জাতকের ভাগ্যযোগ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। স্ত্রী-লোলুপতা ও নৈতিক অধঃপতনের জন্য তাঁর সাংসারিক ও বৈষয়িক দুর্ভাগ্য এবং প্রতিষ্ঠাহানি হয়। আমোদ-প্রিয়তা এবং ক্রীড়া-কৌতুকের দিকে ঝোঁকে তিনি, অনেক সময় কর্তব্যে অবহেলা কোরে, নিজেই নিজের পূর্ণ উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান।

নবমস্থ শুক্র অল্পগৃহীত হলে, জাতক শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী হয়ে থাকেন। বিশেষ কোরে, শনি, রাহু অথবা রবির দ্বারা অল্পগৃহীত হলে, বৈষয়িক ব্যাপারে জাতকের সৌভাগ্য কখনো নষ্ট হয় না। চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অল্পগৃহীত হলে, পরিবারিক ও সামাজিক সব ব্যাপারে তাঁর সৌভাগ্য অতুলনীয় হয়ে থাকে।

### শনি নবমে

পীড়িত না হলেও, জাতক অত্যন্ত রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক হয়ে থাকেন। তাঁর বুদ্ধি কখনই খুব বেশী উদার হয় না। ধর্মের ব্যাপারে জাতক প্রায়ই অনুভূতিহীন হয়ে থাকেন, গতানুগতিক অনুষ্ঠানের দিকেই তাঁর বেশী লক্ষ্য থাকে। প্রচলিত আচার-ব্যবহার তিনি সহজে ছাড়তে পারেন না। জাতক প্রায়ই ভ্রমণের পক্ষপাতী হন না, এবং তাঁকে অনেক সময় দ্বায়ে পড়ে ভ্রমণ করতে হয়। পিতৃতুল্যের জন্ম তাঁর ভাগ্যহানি হতে পারে, এবং মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে তাঁর নানা বঞ্চাট উপস্থিত হয়। প্রবাস ও ভ্রমণ তাঁর দুর্ভাগ্য ও ক্ষতির কারণ হওয়া বিচিত্র নয়। জাতকের ভাগ্য ভাল হয় না, যদি না বৃহস্পতি, শুক্র, রবি অথবা চন্দ্রের দ্বারা দ্বারা শনি অনুগৃহীত হয়। জাতকের গুরুভাগ্যও ভাল হয় না।

নবমস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতক অত্যন্ত দুর্ভাগ্য হয়ে থাকেন। অল্প বয়সে তাঁর পিতার অথবা মাতার মৃত্যু হতে পারে, এবং তিনি কখনই বিশেষ উন্নতি করতে পারেন না। শনি যদি কোন গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত না হয়ে, রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতক অতি দুর্ভাগ্য, দরিদ্র, এমন কি ভিক্ষাজীবী পর্য্যন্ত হতে পারেন।

নবমস্থ শনি যদি রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক নিজে নিজের ভাগ্যসৃষ্টি কোরে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন। এ ছাড়া অন্য কোন গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, শনি বিশেষ কিছু ভাল করতে পারেনা।

### রাহু নবমে

বহু ভ্রমণ সূচনা করে। জাতককে দূর এবং দুর্গম প্রদেশে গমন করতে হয়, এবং ভ্রমণে নানারকম বিঘ্নাট ঘটতে পারে। অনেক সময় তাঁর

ভ্রমণের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। জাতকের ভাগ্য পরিবর্তন-শীল হয়, এবং রাহু বিশেষ অলুগ্ৰহীত না হলে, প্রবাস, ভ্রমণ বা স্থান-পরিবর্তন তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাতকের মধ্যে ভোগবাসনা প্রবল, এবং তাঁর বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আদর্শের ধারণা কখনই হয় না। ব্যসন ও ভোগাসক্তির জন্ম তাঁর ভাগ্যহানি হয়ে বিচিত্র নয়। পিতার ব্যাপারে জাতককে অনেক বন্ধুটি ভোগ করতে হয়, এমন কি, পিতার জন্ম তাঁর নিজের দুর্ভাগ্য আসতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা বা আইন-আদালতের ব্যাপারে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতে পারে, এবং তা থেকে কোন রকম অশান্তি ও দুঃখ আসা সম্ভব।

নবমস্থ রাহু পীড়িত হলে, অত্যন্ত অশুভ ফল দেয়। নিজের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের জন্ম জাতককে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করতে হয়, এবং তাঁর মনে ধর্মবোধ ও উদারতার একান্ত অভাব দেখতে পাওয়া যায়। চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র অথবা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, জুয়া, স্ত্রীলোক বা মাদকের দিকে তীব্র আকর্ষণে জাতকের নৈতিক অধঃপতন হয়, এবং তা থেকে দুঃখ ও দুর্ভাগ্য নিশ্চয় আসে। রবি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক রাজদ্বারে অভিব্যক্ত হতে পারেন, এবং তাঁর পিতার অকালে মৃত্যু হতে পারে।

নবমস্থ রাহু অলুগ্ৰহীত হলে, ভ্রমণ বা প্রবাস কিম্বা বৈদেশিক ব্যাপার থেকে জাতকের উন্নতি ও ভাগ্যবৃদ্ধি হয়। অপরের বিপদ থেকে তাঁর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ হওয়া সম্ভব। নবমস্থ রাহু যদি চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অলুগ্ৰহীত হয়, তাহলে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকেন।

### কেতু নবমে

দুর্ভাগ্য এবং সহজজ্ঞানের অভাব সূচনা করে। জাতকের জীবনের সব ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত বাধা এসে উপস্থিত হয়। জাতক ভ্রমণের

বিরোধী হন, এবং তাঁর যা কিছু ভ্রমণ হয় তাতে বিশেষ কোন আনন্দ থাকে না। ভ্রমণের সময় বা বিদেশে অনেক সময় আঁচলিতপূর্বক বন্ধাট বা বিপদে তাঁকে বিব্রত হতে হয়। জাতকের পিতার তরফ থেকে অনেক দুঃখ আসে, এবং অনেক সময় বাল্যেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়ে থাকে। কেতু যদি অন্তর্গৃহীত না হয়, তাহলে জাতক জড়ভাবাপন্ন হয়ে থাকেন, এবং তাঁর ধর্মবোধ বা রসানুভূতি কখনই পরিণত হয় না। রাজদ্বারে অপদস্থ হওয়া তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়।

নবমস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতক হৃদয়হীন এবং পশুভাবাপন্ন হয়ে থাকেন। কোন ফৌজদারী ব্যাপারে তিনি রাজদ্বারে অভিব্যক্ত হতে পারেন। এবং তিনি দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের মধ্যেই জীবন কাটান। এই যোগে জাতকের মানসিক জড়ত্ব নিয়ে আসে।

নবমস্থ কেতু অন্তর্গৃহীত হলে, জাতকের বিদেশে অথবা বিদেশী কি বিধর্মীর সংশ্রবে ভাগ্যবৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোন নীচ কন্ম্বেও তাঁর উন্নতি হতে পারে। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা বক্রণের দ্বারা অন্তর্গৃহীত হলে, জাতকের অসাধারণ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে।

### শ্রদ্ধাশক্তি নবমে

জাতকের ভাগ্য পরিবর্তনশীল হয়। তাঁর সহসা উন্নতি এবং সহসা অবনতি হয়ে থাকে। জাতকের পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। তাঁর অনেক সময় অকস্মাৎ ভ্রমণ হয়, এবং ভ্রমণের সময় বা বিদেশে কোন রকম দুর্ঘটনা অথবা বিভ্রাট ঘটা অসম্ভব নয়। ধর্মের ব্যাপারে জাতকের মধ্যে সংস্কারপ্রিয়তা লক্ষিত হওয়া সম্ভব। মৌলিকতা এবং প্রতীভা দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন। আইন-আদালতের ব্যাপারে তাঁর কোন অস্বস্তি অভিজ্ঞতা হতে পারে।

নবমস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতক খামখেয়ালি ও মাথাপাগলা লোক হয়ে থাকেন। তাঁর অনেক ভাগ্যবিপর্যয় হয় এবং বিদেশে বা ভ্রমণের সময় নানারকম বিপদ-আপদ ঘটে। বৃষ বা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের দুরারোগ্য বায়ুরোগ, পক্ষাঘাত প্রভৃতির আশঙ্কা আছে। মঙ্গলের দ্বারা—ভ্রমণে বিপত্তি এবং ফৌজদারী মামলা।

নবমস্থ প্রজাপতি অল্পগৃহীত হলে, জাতকের মৌলিক প্রতিভা দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ হয়ে থাকে। জাতক উদার এবং মুক্তচিত্ত হয়ে থাকেন, এবং সহসা ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর ভাগ্যবৃদ্ধি হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তাঁর বিশেষ উন্নতি হতে পারে, এবং অনেক সময় সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারে তিনি প্রতিষ্ঠা ও সম্মান পান। প্রজাপতি যদি রবি, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অল্পগৃহীত হয়, তাহলে বিশেষ ভাগ্যবৃদ্ধি করে। মঙ্গলের দ্বারা অল্পগৃহীত হলে, জাতকের মধ্যে কোন রকম মৌলিক প্রতিভার বিকাশ হতে পারে।

### বরতন নবমে

যদি না বিশেষ অল্পগৃহীত হয়, ভাগ্যের পক্ষে ভাল যোগ নয়। জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হন না, তাঁর জীবনে অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যবিপর্যয় হয়। তাঁর অনেক ভ্রমণ হয়, এবং দূর ও দুর্গম দেশেও তাঁকে অনেক সময় থাকতে হয়। জীবনের কোন না কোন সময় জাতক অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারেন। পিতার ব্যাপারে তাঁর অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, এবং তা বিশেষ আনন্দজনক না-ও হতে পারে। মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে নানারকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে, এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। তাঁর বেশ আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে



তঁার কতকগুলি অদ্ভুত মত বা ধারণা থাকতে পারে, এবং তিনি গুপ্ত সাধনার পক্ষপাতী হতে পারেন।

নবমস্থ বরুণ অন্নগৃহীত হলে, জাতকের বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং তঁার সদৃশ-লাভ ও ধর্মজগতে কোন মহাপুরুষের সাহায্য-লাভ হতে পারে। এই যোগে তীর্থ-দর্শন ও তীর্থবাস, এবং তা থেকে আনন্দলাভ হওয়া সম্ভব। রবি বা বৃহস্পতির দ্বারা অন্নগৃহীত হলে, জাতক মোটের উপর ভাগ্যশালী হয়ে থাকেন, এবং তঁার অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যবৃদ্ধি হয়।

নবমস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকের ধর্মবোধ অতি দুর্বল হয়, এবং নানারকম বিলাসব্যাসনে তঁার নৈতিক অধঃপতন অবশ্যস্বাভাবী, বিশেষ কোরে, বরুণ যদি চন্দ্র, শুক্র অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হয়। এই যোগে, দুর্ভাগ্যের জন্ম জাতককে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে হয়, এবং অনেক সময় পরের অন্নগ্রহের উপর তঁার জীবন নির্ভর করে।

## দশম ভাব

### রবি দশানে

যদি পীড়িত বা দুর্বল না হয়, মান-সম্মত ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে শ্রেষ্ঠ যোগ। জাতক উচ্চ পদ ও গৌরব নিশ্চয় লাভ করেন, এবং তাঁর রাজদ্বারে সম্মানিত হবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। রাজা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অনুরূপ তিনি পেয়ে থাকেন, এবং বংশগৌরবেও তিনি গৌরবান্বিত হন। যে কোন কাজেই জাতক ব্যাপৃত থাকুন, তাঁর প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অবশ্যসম্ভাবী। প্রায়ই জীবনের মধ্যভাগে ও শেষে জাতক প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। তাঁর কোন দায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ পদ পাবার খুবই সম্ভাবনা, এবং সরকারী বা আধাসরকারী কাজেও প্রায়ই তিনি নিযুক্ত হন।

দশমস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, জাতকের সদংশে জন্ম হয়, এবং উচ্চ কাজে জাতকের প্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি রাজদ্বারে নিশ্চয় সম্মান এবং প্রশংসা পান। তাঁর অধীনে বহু ব্যক্তি কাজ করে, এবং তাঁর মধ্যে সংগঠন ও প্রভুত্বের শক্তি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়। চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক সরকারী বা আধা সরকারী যে কোন বিভাগে বিশেষ উচ্চ পদ পেয়ে থাকেন।

দশমস্থ রবি পীড়িত হলে, পিতার অবনতি বা মৃত্যু, প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির শত্রুতা, রাজদ্বারে অপমান, প্রভৃতি অশুভ ফল দেয়। শনি, রাহু, প্রজাপতি অথবা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের রাজদ্বারে অভিযুক্ত হবার এবং কারারুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে। উচ্চ অবস্থা থেকে জাতকের শোচনীয় অবনতি হয়।

### চন্দ্র দশমে

জাতকের বৃত্তির স্থিরতা থাকে না, যদি না চন্দ্র বিশেষ অনুগৃহীত হয়। তাঁর কর্মস্থানে অনেক পরিবর্তন হয়, কিন্তু তাঁর খ্যাতিলাভ হওয়া সম্ভব। ভালর জন্মই হোক বা মন্দর জন্মই হোক, তাঁকে দশজনের সামনে আসতে হয়, এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর কাজের কমবেশী সংশ্রব থাকে। সেই জন্ম কৃষি, জমিদারী, তেজারতি, খুচরা (retail) ব্যবসা, প্রভৃতি যে কোন একটায় জাতক লিপ্ত হতে পারেন। চাকরী করলে, জনসাধারণ-সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রতিষ্ঠান, সমবায়, সংসদ বা পরিষদে তাঁর চাকরী হওয়া সম্ভব। পিতামাতার সম্বন্ধে এই যোগ ভাল নয়, চন্দ্র যদি না রবি অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়। জাতকের পিতা-মাতার মৃত্যু, তাঁদের সঙ্গে বিরোধ অথবা বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব নয়। উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাতকের মনে থাকে, এবং এই আকাঙ্ক্ষার জন্ম তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়।

দশমস্থ চন্দ্র দুর্বল ও পীড়িত হলে, জাতকের কর্মে উন্নতি হয় না, এবং সামান্য কর্মে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। শনি, মঙ্গল বা রাহুর দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের নানা রকম অপযশ হয়, এবং সমাজে তাঁর কোন রকম প্রতিষ্ঠা হয় না। কর্মের ব্যাপারে তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা ও মনোকষ্ট ভোগ করতে হয়, এবং তাঁর অনেকবার কর্মস্থানি হতে পারে।

দশমস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে, কর্মের পরিবর্তনের দ্বারা জাতকের উন্নতি হয়। রবি, বৃহস্পতি অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক বিশেষ যশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন, বংশগত অবস্থার দ্বারা তাঁর উন্নতির সাহায্য হয়, এবং পিতামাতার তরফ থেকে জাতক উপকৃত হন। জনসাধারণের মধ্যে জাতকের খ্যাতি অবশ্যস্তাবী।

### মঙ্গল দশমানে

জাতকের জীবন কর্মবহুল হয়। জাতক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং তাঁর জীবনে নেতৃত্ব কববার ইচ্ছা ও স্বেচছিত দুইই উপস্থিত হয়। মঙ্গল যদি পীড়িত না হয়, কর্মক্ষেত্রে তিনি বিশেষ শক্তি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন কোরে থাকেন। জাতকের মধ্যে পুরুষকার খুব প্রবল, এবং তাঁর পুরুষকার দিয়ে কর্মপথের অনেক বাধাবিঘ্ন তিনি দূর করতে পারেন। তিনি এক্সিকিউটিভ কাজের যোগ্য, এবং অনেক সময় তিনি এই শ্রেণীর কাজই কোরে থাকেন। সৈন্যবিভাগ, পূর্নবিভাগ, পুলিশ বিভাগ, জমিদারী বিভাগ, প্রভৃতিতে তাঁর কর্ম হওয়া সম্ভব। যেখানে কোন রকম কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব নেই, সেখানে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মঙ্গল যদি বিশেষ অমুগ্ধীত না হয়, তাহলে যে কোন কারণেই হোক তাঁর নিন্দা ও অপবাদ প্রচার হয়, এবং তাঁর কর্মস্থানে নানা রকম শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়ে থাকে। অহমিকা ও হঠকারিতার জন্ম তাঁর অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়। বিবেচনার চেয়ে সাধসিকতা ও শক্তির দ্বারা জাতক নিজের কর্ম সিদ্ধ কোরে থাকেন।

দশমস্থ মঙ্গল অমুগ্ধীত হলে, জাতক নিজের তেজস্বিতা ও কার্যদক্ষতা দিয়ে প্রভুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চপদ লাভ কোরে থাকেন। তাঁর শত্রুকে তিনি অতি সহজে পরাজিত করতে পারেন। তাঁর বহু অমুচর ও সহকারী থাকে, এবং যে কোন ব্যাপারে হোক, তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন। নেতৃত্ব এবং কর্মশক্তির জন্ম তাঁর খ্যাতি অবশ্যস্বাবী।

দশমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, অববেচনা এবং হঠকারিতার জন্ম জাতকের ক্ষতি ও অবনতির আশঙ্কা আছে। তাঁর অনেক শত্রু থাকে, ও শত্রুর সঙ্গে তাঁকে প্রায় আজীবন লড়াই করতে হয়, অথবা শত্রুর দ্বারা

নানারকমে বিপদাপন্ন হতে হয়। নিজের অহমিকা, ক্রোধ এবং হঠকারিতার জন্ম তাঁর বোরতর অখ্যাতি ও নিন্দা প্রচারিত হয়ে থাকে।

### বুধ দশমেনে

কর্ম ও সাফল্যের ব্যাপারে জাতকের নানা রকম চিন্তা উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ, বুধ কোন রকমে অল্পগৃহীত না হলে। অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্ম এবং আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে ও অপরের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্ম জাতকের কখনই পূর্ণ উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বাধীন-ভাবে কাজের চেয়ে অপরের প্রতিনিধি-স্বরূপ অথবা অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করার সম্ভাবনাই তাঁর বেশী। জাতক একটিমাত্র কাজে লেগে থাকতে পারেন না, এবং ইচ্ছা কোরেই হোক বা বাধ্য হয়েই হোক, এক সঙ্গে দু'তিন রকমের কাজ তাঁকে করতে হয়। কার্যসিদ্ধির জন্ম জাতক কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন, এবং বুধ যদি কোন রকমে পীড়িত হয়, তাহলে অনেক সময় উপার্জনের জন্ম তাঁকে অসুদৃশ্য অবলম্বন করতে হয়।

দশমস্থ বুধ যদি মঙ্গল, শনি, রাহু অথবা প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে কর্মের জন্ম তাঁর নানা রকম দুশ্চিন্তা চলে। প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্ম অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্ম, প্রতারণা, কপটাচার, এমন কি চুরি, জালিয়াতি পর্যন্ত তাঁর আটকায় না। তাঁর নিম্নিত ব্যবহার লোক সমাজে অপ্রকাশ থাকে না, এবং তার জন্ম তাঁর যথেষ্ট অখ্যাতি হয়, এমন কি সংবাদপত্রে, বা কোন প্রকাশ্য স্থানে ও প্রকাশ্য-ভাবে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

দশমস্থ বুধ যদি অল্পগৃহীত হয়, তাহলে সাহিত্য, বাগ্মিতা, রাজনীতি, প্রভৃতিতে জাতকের প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। এজেন্সি, কন্ট্র্যাক্ট, প্রভৃতির

দ্বারাও জাতকের জীবিকা নির্বাহ হতে পারে। শিক্ষার ব্যাপারে জাতকের কোন রকম সম্মান বা প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব নয়। বৃহস্পতি, শনি অথবা প্রজাপতির দ্বারা অনুরূহীত হলে, লেখাপড়ায় অথবা রাজনীতিতে জাতক বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন।

### বৃহস্পতি দশমে

যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতকের কোন সম্মানজনক কাজে জীবিকা নির্বাহ হয়। সর্বত্র জাতকের যথেষ্ট সুনাম থাকে, এবং জ্ঞানী, সাধু বা ধার্মিক বলে তিনি পূজিত হয়ে থাকেন। জাতকের প্রায় সর্বশেষ এবং অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে জন্ম হয়, বিশেষতঃ বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র বা শুক্রের দ্বারা অনুরূহীত হয়। তাঁর উন্নতিরও যথেষ্ট সুযোগ আপনা আপনি এসে উপস্থিত হয়। এই যোগে জাতককে একটু গর্কিত করতে পারে, কিন্তু সে গর্ক প্রব বৈশা পীড়াদায়ক হয় না। গৃহে, সনাজে ও কন্মস্থানে তাঁর অনুরূহ ব্যক্তির সংখ্যা অনেক থাকে। আইন-আদালতের কাজে, ব্যবস্থাপক সভায়, বড় ব্যবসায়ের সংশ্রবে, ভূমি বা রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে জাতক কোন উচ্চপদ পেতে পারেন—বিশেষতঃ, বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র, শনি অথবা রাহু দ্বারা অনুরূহীত হয়।

দশমস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, বিশেষ শুভ ফল দিতে পারে না। জাতকের উচ্চবংশে এবং ভাল পারিবারিকের মধ্যে জন্ম হলেও, তাঁর ক্রমশঃ অবনতি হয়। জাতক অত্যন্ত গর্কিত ও অপব্যয়ী হয়ে থাকেন। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে তাঁর কন্ম-নাশ ও প্রতিষ্ঠা-হানির আশঙ্কা আছে। চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হলে, অনেক সময় ভাল অবস্থা থেকে জাতকের বিশেষ অবনতি ও দুর্গতি হয়ে থাকে। ধর্মের ব্যাপারে,

কোন বৈদেশিক ব্যাপারে, অথবা ভ্রমণ ও স্থান-পরিবর্তনে জাতকের ক্ষতি ও প্রতিষ্ঠাহানি হয়ে থাকে।

দশমস্থ বৃহস্পতি যদি কোন রকমে পীড়িত না হয় এবং বলবান্ গ্রহের দ্বারা অন্তর্গৃহীত হয়, তাহলে জাতক সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন কোরে থাকেন।

### শুক্রে দশমেন

যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক সমাজে এবং কর্মস্থলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ কোরে থাকেন। কোন সম্মানজনক কাজে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন কোরে থাকেন, এবং এমন কোন কাজে তিনি লিপ্ত থাকেন, যাতে অল্প পবিশ্রমে খুব বেশী আয় হয়। তাঁর সামাজিক ও শিষ্ট ব্যবহার, মপুর স্বভাব, তীক্ষ্ণ প্রত্নাপন্নমতিত্ব, অনিন্দনীয় সহজ জ্ঞান, প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট উন্নতি হয়ে থাকে। তাঁর পারিপার্শ্বিক তাঁর কার্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে, এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের দ্বারাও উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য হয়। বিবাহের দ্বারা অথবা স্ত্রীর সংশ্রবেও তাঁর উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব নয়। কোন রকম প্রোফেশনে তাঁর খ্যাতি ও অর্থ লাভ হতে পারে।

দশমস্থ শুক্র অন্তর্গৃহীত হলে, কর্মের দ্বারা জাতকের যথেষ্ট আয় হয়, এবং তাঁর অর্থজনিত খ্যাতি হওয়াও অসম্ভব নয়। খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র তাঁর সাফল্য ও উন্নতি হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জন করতে পারেন।

দশমস্থ শুক্র পীড়িত হলে ( বিশেষতঃ, যদি চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শনি দ্বারা পীড়িত হয় ), জাতকের উন্নতির সুযোগ অনেক নষ্ট হয়ে যায়, এবং কর্মের ব্যাপারে অনেক আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ হওয়া বিচিত্র নয়।

## শনি দশমে

পীড়িত না হলে, জাতক চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা উন্নতি করতে পারেন। কক্ষের ব্যাপারে তিনি অপরের সাহায্য খুব কমই পেয়ে থাকেন, যা কিছু উন্নতি, নিজের চেষ্টাতেই করতে হয়। তাঁর স্মরণ সহজে আসে না, এবং অনেক বাধা-বিঘ্ন ও বিলম্বের পর তাঁর উন্নতি হয়। জীবনের এক সময় তাঁকে যথেষ্ট কষ্টভোগ করতে হয়, এবং তাঁর প্রায় আজীবন পরিশ্রম করতে হয়। কোন বড় দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে থাকায়, তাঁর উন্নতির অনেক বাধা উপস্থিত হতে পারে, এবং যতই উন্নতি হোক, তাঁর পরিশ্রম ও বক্ষাট কমেনা। জাতক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং কোন না কোন সময়ে তিন কতকটা প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেন। জাতক নিজের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা জন্মগত অবস্থার অনেক উপরে উঠে যান। বংশগত অবস্থা এবং আবেষ্টন প্রায়ই তাঁর উন্নতির অন্তর্কূল হয় না।

দশমস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতকের জীবন অত্যন্ত দুর্শ্চিন্তা ও ঝঞ্জাটের মধ্য দিয়ে কাটে। তাঁর পূর্ণ উন্নতি কখনই হয় না, এবং উন্নতি হলেও ফিরে অধঃপতন হয়। আর্থিক ও সাংসারিক ব্যাপারে তাঁর অনেক মনোকষ্ট ও উদ্বেগের কারণ থাকতে পারে। জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁর দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী।

দশমস্থ শনি অগ্নুগৃহীত হলে, জাতক নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা ও মানসম্মত পেয়ে থাকেন, যদিও সে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা প্রায় জীবনের শেষে এবং অনেক বিলম্বে এসে উপস্থিত হয়। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অগ্নুগৃহীত হলে, জাতক বেশ উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন, এবং মিতব্যয়িতা দ্বারা ও বিবেচনার সঙ্গে টাকা খাটিয়ে তিনি যথেষ্ট অর্থসঞ্চয়ও করেন। কিন্তু তাঁকে আজীবন পরিশ্রম করতে হয়ই।



দশমস্থ শনি যদি রবি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের কারাবাসের আশঙ্কা আছে, এবং যদি রবি দ্বারা অমুগ্ধীত হয়, তাহলে উচ্চ রাজকার্যে যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

### ব্রাহ্ম দশমে

জাতক অহমিকাপূর্ণ ও উচ্চাভিলাষী হয়ে থাকেন, এবং রাহু বিশেষ অমুগ্ধীত না হলে, তাঁর কর্মস্থানে নানা বিশৃঙ্খল ব্যাপার ও গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। জাতকের পক্ষে এক কর্মে লেগে থাকা কঠিন ব্যাপার। তাঁর কর্মস্থলে নানারকম পরিবর্তন হয়, এবং কর্মের ব্যাপারে অনেক ঠাট্টা-পড়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়। তাঁর সাফল্যের অনেক বাধাবিঘ্ন আসে, এবং যে কোন ব্যাপারে পূর্ণ সাফল্য লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বিদেশে বা কোন দুর্গম স্থানে তাঁর কর্ম হতে পারে, এবং কর্মের জন্ত ভ্রমণ করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাঁর কর্মের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় কিছু থাকতে পারে, এবং কর্মের জন্ত তাঁর কোন রকম দুর্নাম বা অপবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। জাতকের কর্ম থেকে অনিশ্চিত আয় হয়, এবং মধ্যে মধ্যে কর্মহীন অবস্থায় থাকাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

দশমস্থ রাহু পীড়িত হলে, জাতকের নানারকমে অখ্যাতি ও অপবাদ হয়। জাতককে প্রায়ই কোন নীচ কর্মে নিযুক্ত হতে হয়, এবং সে কর্মেরও স্থিরতা থাকে না। কর্মের ব্যাপারে জাতক কখনো নিশ্চিত হতে পারেন না—অনেক সময়, কর্মের জন্ত তাঁকে দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ করতে হয়। তাঁর কর্মস্থানে নানারকম অদ্ভুত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, এবং তাঁর উর্দ্ধতন কর্মচারীর সঙ্গে বা প্রভুর সঙ্গে কখনো ভালরকম বনিবনাও হয় না।

দশমস্থ রাহু অমুগ্ধীত হলে, পরিবর্তনের দ্বারা জাতকের যথেষ্ট উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ হয়। তিনি কর্তৃত্বপূর্ণ কোন পদ পেয়ে থাকেন,

এবং বিদেশে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ হয়। বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক কৰ্মের দ্বারা যথেষ্ট উপার্জন কোরে ত্রৈশ্বৰ্য্যাশালী হয়ে থাকেন।

দশমস্থ রাহ অনুগৃহীত হলেও, জাতকের কৰ্মের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় বা নিন্দনীয় কিছু না কিছু থাকেই। অথবা নিন্দার হাত তিনি এড়াতে পারেন না।

### কেতু দশমে

জাতকের নীচব্যক্তির সংশ্রবে কৰ্ম হওয়া সম্ভব। মিল, ফ্যাক্টরী, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পুলিশ, আবগারী, প্রভৃতির সংশ্রবে তাঁর কৰ্ম হতে পারে। কেতু যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতকের কৰ্মের সংশ্রবে অনেক শত্রুর সৃষ্টি হয়, এবং শীঘ্র বা সহজে তাঁর পদবৃদ্ধি হয় না। অনেক সময় তাঁকে এমন কোন গুপ্ত বা গোপনীয় কৰ্মে নিযুক্ত থাকতে হয়, যা কারো কাছে প্রকাশ করা চলে না। কৰ্মের ব্যাপারে জাতকের অকস্মাৎ অবনতি বা পদচ্যুতি হওয়াও অসম্ভব নয়।

দশমস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতকের কোন নীচ বা নিন্দিত কৰ্মে জীবিকা চলে। অনেক সময় এমন কৰ্মে তাঁকে নিযুক্ত থাকতে হয়, যাকে ঠিক শ্রায়সঙ্গত বলা চলে না। জাতকের কোন না কোন সময়ে ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হয়ে কারারুদ্ধ হবার জাশঙ্কা আছে, এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রে বিশেষ বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও তাঁর বিচিত্র নয়।

দশমস্থ কেতু অনুগৃহীত হলে, জাতকের অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে বিশেষ উন্নতি ও পদবৃদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু অনুগৃহীত হলেও, দশমস্থ কেতু বিশেষ লোকপ্রিয়তা দিতে পারে না।

### প্রজ্ঞাপতি দশমে

এই যোগও স্থির কৰ্মের অল্পকূল নয়। জাতকের কৰ্মস্থানে অকস্মাৎ

পরিবর্তন হতে পারে, এবং কর্মের ব্যাপারে তাঁর জীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটে। এক এক পরিবর্তনে, জাতকের কর্মের প্রকৃতি আগাগোড়া বদলে যায়। মোট কথা, তাঁর কর্মসম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। ইলেকট্রিক, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, এরোপ্লেন, প্রভৃতির সংশ্রবে তাঁর কর্ম হতে পারে, অথবা তিনি এমন কোন কর্মে নিযুক্ত হতে পারেন, যা একেবারে অদ্ভুত ও অভিনব বা অসাধারণ। জাতক পরের অধীনে কাজ করতে খুব রাজী নন, এবং তাঁর প্রভু বা উপরওয়ালার সঙ্গে কখনই ভালরকম বনিবনাও হয় না। তিনি নিজের কাজ নিজের ভাবে এবং নিজের মতে করতে চান।

দশমস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতক অতিমাত্রায় খামখেয়ালি ও প্রভুভ্রম্মিয় হয়ে থাকেন। কর্মস্থানে তাঁর অনেক শত্রু থাকে, এবং তাঁর ঘন ঘন কর্ম-পরিবর্তনের আশঙ্কা আছে। জাতকের উপরওয়ালার সঙ্গে ক্রমাগত কলহ হয়, এবং নিজের খামখেয়ালের জগ্ন তিনি কোন কাজে উন্নতি বা সাফল্যলাভ করতে পারেন না। জাতক অনেক সময় নিজের হঠকারিতার জগ্ন পদচ্যুত অথবা কারারুদ্ধ হতে পারেন। তাঁর জীবনে স্থায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা নেই।

দশমস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতক কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব পেয়ে থাকেন। তাঁর অধীনে বহু লোক থাকে, এবং তাঁর অনুগত ও অনুচরের সংখ্যা অসংখ্য হয়। জাতক খুব রাশভারি হয়ে থাকেন, এবং যে কোন ব্যাপারের নেতাস্বরূপ পূজিত হতে পারেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ হয়। রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি অথবা শুক্র দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের উচ্চপদ, যশ ও প্রতিষ্ঠা অবশ্যস্বাবী।

### বক্রণ দশমে

জাতকের জীবনে কর্মের ব্যাপারে অনেক অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত

ঘটনা ঘটে। বরুণ যদি বিশেষ অল্পগৃহীত না হয়, তাহলে তাঁর কর্মের কোন স্থিরতা থাকে না, এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর কর্মের ধারায় একটা মস্ত ওলট পালট এনে দেয়। অনেক সময়, কোন অদ্ভুত কাজে বা উজ্জ্বল-বৃত্তি দ্বারা তাঁকে জীবিকা অর্জন করতে হয়। লোক-সমাজে নিন্দিত কোন কর্মের দ্বারাও তাঁর উপার্জন হতে পারে। একই সময়ে, নানারকম কাজ কোরে তিনি কিছু কিছু রোজগার করতে পারেন। তাঁর কর্মের ব্যাপারে অপ্রকাশ্য কিছু থাকতে পারে, এবং অপরের দানে বা বৃত্তিতে তাঁর দিন চলাও বিচিত্র নয়। জাতকের কোন পদ বা কোন প্রতিষ্ঠা কখনই স্থায়ী হয় না, এবং তাঁর নামে অনেক সময় মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হতে পারে। জাতকের প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠা হলেও, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাকে, এবং পার্থিব ব্যাপারে অনেক গুঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়।

দশমস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকের নানারকম অবস্থা বিপর্যয় ঘটে। মিথ্যা অপবাদে এবং অপরের ষড়যন্ত্রে তাঁর কর্মনাশ, প্রতিষ্ঠাহানি, কারাবাস, এমন কি নিকাসন পর্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়। তাঁর আবেষ্টনের মধ্যে এমন কিছু অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার থাকে, যাতে তাঁর কর্মজীবনকে পঙ্গু কোরে তোলে।

দশমস্থ বরুণ যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অল্পগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। কোন অদ্ভুত বা অসাধারণ ব্যাপারের সংশ্বে তিনি যশস্বী হতে পারেন। অনেক সময় বিদেশে বা বৈদেশিক কোন ব্যাপারের জন্ত তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ হয়। ধর্মের বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সংশ্বে খ্যাতিলাভও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। এ ছাড়া অল্প কোন গ্রহের দ্বারা অল্পগৃহীত হলে, দশমস্থ বরুণের অশুভ ফল অনেকটা কমে বটে, কিন্তু বিশেষ ভাল কিছু হয় না।

# একাদশ ভাব

## রবি একাদশে

যদি পীড়িত না হয়, জাতক বন্ধুগন্ধবের সংশ্ৰবে প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ করেন। তাঁর উচ্চপদস্থ ও প্রতিষ্ঠাশালী অনেক বন্ধু থাকে, এবং তাঁদের সাহচর্য্য তাঁর উন্নতির সাহায্য করে। অনেক সময়, কোন উচ্চপদস্থ মুকুবরীর সাহায্যে তাঁর পদবৃদ্ধি ও কর্মোন্নতি হয়। কোন সভা, সংসদ, পরিষদ, কোম্পানি, করপোরেশন, প্রভৃতিতে জাতকের উচ্চপদ পাওয়াও অসম্ভব নয়, কিম্বা তাদের সংশ্ৰবে তাঁর অর্থলাভ বা প্রতিষ্ঠা হতে পারে। জাতকের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট হয়, এবং তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায়ই পূর্ণ হয়।

একাদশস্থ রবি পীড়িত হলে, উচ্চপদস্থ বা প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সাহচর্য্য তাঁর ক্ষতি, বিরক্তি ও অবনতির কারণ হয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা খুব উচ্চ হয় বটে কিন্তু তা প্রায়ই ফলবতী হয় না। সন্তানের ব্যাপারে তাঁর নানারকম অশান্তি ও ঝগড়া উপস্থিত হয়।

একাদশস্থ রবি অননুগৃহীত হলে, জাতক অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহচর্য্যে বা পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁর উচ্চ-আশাগুলি প্রায়ই পূর্ণ হয়, এবং অনেক সময় তিনি রাজদ্বারে সম্মানিত হয়ে থাকেন।

## চন্দ্র একাদশে

যদি পীড়িত না হয়, জাতক লোকপ্রিয় হন এবং সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থাকে। তাঁর অমুচর, সহচর বা দাসদাসীর সংখ্যা

অনেক হয়, এবং পারিবারিক ব্যাপারের বা নিজের গৃহস্থালীর কাজের সঙ্গে তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা খুব জড়িত থাকে। সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কোন সংসদ বা পরিষদের ব্যাপারে তাঁর খ্যাতিলাভ করা অসম্ভব নয়। তাঁর সম্ভান-সংখ্যা প্রায়ই বেশী হয়। পরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধুবান্ধবদের তিনি নানাভাবে সাহায্য কোরে থাকেন।

একাদশস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, সহকারীদের জন্ম অথবা বন্ধুবান্ধবের জন্ম জাতকের অনেক অনর্থক চিন্তা ও ঝগড়া উপস্থিত হয়, এবং তাদের দ্বারা অনেক সময়ে নিজের যথেষ্ট ক্ষতিও হয়ে থাকে। তাদের জন্ম বা তাদের দ্বারা কোন রকম অখ্যাতি প্রচার হওয়াও অসম্ভব নয়।

একাদশস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে, লোকপ্রিয়তা দ্বারা জাতক যথেষ্ট উন্নতি ও অর্থলাভ কোরে থাকেন।

### মঙ্গল একাদশে

জাতকের আকাঙ্ক্ষা অপরিমিতভাবে উচ্চ হতে পারে। তিনি অনেক লোকের সঙ্গে মেশেন, এবং তাঁর অনুচর-সহচরের সংখ্যা নেহাৎ কম হয় না,—কিন্তু, মঙ্গল যদি বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত না হয়, তাহলে তাদের সাহচর্য্য তাঁর দুঃখ, ক্ষতি ও অবনতির কারণ হয়। জাতকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হয় না, এবং তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় বিবাদ-বিসম্বাদ এবং নানারকম ঝগড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভানের ব্যাপারেও জাতকের নানারকম অশান্তি আসে, এবং পুত্রকন্ঠার বিবাহের ব্যাপারে বা জামাতা-পুত্রবধুর জন্ম তাঁকে অনেক মনোকষ্ট পেতে হয়। তাঁর প্রকৃত বন্ধু খুব কমই হয়, এবং পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক সময় শত্রুতার রূপান্তরিত হয়। কোন সংসদ, পরিষদ, কোম্পানি, করপোরেশন,

হীত্যাদির ব্যাপারে জাতকের কোনরকম ঝগাট, অশান্তি, এমন কি মামলা-মোকদমা হওয়াও অসম্ভব নয়।

একাদশস্থ মঙ্গল যদি পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের কোন বন্ধু তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে ওঠেন, এবং জাতককে নানা-রকমে উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেন। কোন কোম্পানি, করপোরেশন বা এসোসিয়েশনের সংশ্রবে তাঁর রাজদ্বারে অভিব্যক্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে, এবং সহচর-অহুচরের জন্ম তাঁর বিশেষ ঝগাট, অশান্তি ও আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। রাহু, প্রজাপতি বা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় জাতককে বিশেষ বিপন্ন হতে হয়।

একাদশস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, সাহস ও উৎসাহের দ্বারা জাতক নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। ব্যবসা-ব্যাগিজ্যে অথবা কোন কোম্পানি বা এসোসিয়েশনের সংশ্রবে জাতক যথেষ্ট লাভবান হয়ে থাকেন। কিন্তু তাহলেও অহুচর, সহচর এবং সন্তানদের জন্ম তাঁর কিছু না কিছু অশান্তি ভোগ করতেই হয়।

### বুধ একাদশে

যদি পীড়িত না হয়, জাতকের বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী হয়, এবং নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। সহচর ও সহযোগীদের জন্ম তাঁকে অনেক মাথা ঘামাতে হয়, এবং সন্তানের বিবাহের জন্মও তাঁর কোনরকম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হওয়া সম্ভব। জাতকের অনেক সময় নিজের চেয়ে কম বয়সের ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, এবং মোটের উপর বালক ও যুবকের সঙ্গেই তাঁর বেশী-ভাল লাগে। শিল্পী, সাহিত্যিক অথবা ব্যবসায়ী মহলেও তাঁর অনেক বন্ধু থাকা সম্ভব। কোন ব্যবসায় বা স্পেকুলেশনে জাতকের লাভ হওয়া সম্ভব, বিশেষতঃ বুধ যদি অনুগৃহীত হয়।

একাদশস্থ বৃধ পীড়িত হলে, জাতক অনেক সময় বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁর বন্ধুর মধ্যে অনেক বিশ্বাসঘাতক থাকে, এবং বন্ধুর জন্ম তাঁকে নানারকম দুশ্চিন্তা ও অশান্তি ভোগ করতে হয়। কোন বন্ধুর জন্ম জামিন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। সন্তানের ব্যাপারেও তাঁর নানারকম উদ্বেগ ও ঝগড়া উপস্থিত হয়, এবং কোন কোম্পানি, এসোসিয়েশন, ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁর আর্থিক ক্ষতির খুবই আশঙ্কা আছে।

একাদশস্থ বৃধ অল্পগৃহীত হলে, কোন শিল্পী, সাহিত্যিক অথবা ব্যবসায়ী বন্ধু বা মুকুব্বীর দ্বারা জাতক বিশেষ উপকৃত হয়ে থাকেন। বিশেষতঃ, বৃধ যদি বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অল্পগৃহীত হয়, তাহলে ঐ শ্রেণীর লোকের সাহচর্য তাঁর বিশেষ উন্নতি ও সৌভাগ্য-বৃদ্ধির কারণ হয়। প্রজাপতির দ্বারা অল্পগৃহীত হলে, কোন লিমিটেড কোম্পানির বা কোন এসোসিয়েশনের ব্যাপারে জাতক বিশেষ লাভবান হতে পারেন।

### বৃহস্পতি একাদশে

সদংশজাত এবং ধর্মশালী ব্যক্তিদের মধ্যে জাতকের অনেক বন্ধু থাকে, এবং তাঁদের সাহচর্য তাঁর উন্নতি ও সৌভাগ্যবৃদ্ধির কারণ হয়। সন্তানের ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট আনন্দলাভ হয়, এবং সাধারণতঃ সন্তানদের বিবাহ সদংশে হয়ে থাকে। তাঁর অহুচর ও সহচরদের দ্বারা তিনি যথেষ্ট উপকৃত হন, এবং তারাও তাঁর কাছ থেকে নানারকমে সাহায্য পায়। কোন ধনশালী মুকুব্বীর দ্বারা জাতকের উন্নতির খুব সহায়তা হয়, এবং কোন সংসদ, পরিষদ, কোম্পানি, এসোসিয়েশনের সংশ্রবে জাতক যথেষ্ট লাভবান হতে পারেন।

একাদশস্থ বৃহস্পতি অল্পগৃহীত হলে, জাতকের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা



ফলবতী হয়, এবং সমাজে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ও বন্ধুত্ব তাঁর উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যাবৃদ্ধির পরিপোষক হয়। কোনরকম ব্যবসায় জাতক প্রভূত অর্থ লাভ করতে পারেন, বিশেষতঃ বৃহস্পতি যদি চন্দ্র, মঙ্গল, শনি, রাহু, অথবা বরুণের দ্বারা অন্নগৃহীত হয় এবং কোন গ্রহের দ্বারা পীড়িত না হয়। মঙ্গলের দ্বারা অন্নগৃহীত হলে, মামলা-মোকদ্দমায় অথবা কোন স্পেকুলেশনে জাতকের আশাতীত লাভ হওয়া সম্ভব।

একাদশস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, জাতকের বহু ধনী ও সদংশজাত বন্ধু হয় বটে, কিন্তু তাঁদের সাহচর্য্য তাঁর আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাতকের সামনে অনেক বড় বড় স্বেযোগ এসে উপস্থিত হয়, এবং তিনি অনেকের কাছে অনেক আশা পেয়ে থাকেন—কিন্তু, অধিকাংশ স্থলেই তার পরিণাম হয় আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট। চন্দ্র, মঙ্গল, রাহু অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হলে জাতকের বন্ধুর জ্ঞান বহু ব্যয় ও নানারকমে ক্ষতি হয়।

### শুক্র একাদশে

যদি পীড়িত না হয়, শ্রেষ্ঠ বন্ধুভাগ্য দেয়। জাতক এত জনপ্রিয় হন যে, তাঁর পরিচিত ব্যক্তি-মাত্রেই তাঁর উন্নতির জ্ঞান চেষ্টা করে। জাতক বন্ধুদের দ্বারা নানারকমে উপকৃত হন, এবং তাঁর কোন মহিলা বন্ধু তাঁর উন্নতি ও অখলাভের যথেষ্ট সাহায্য করেন। প্রাফেশনজীবীদের মধ্যে জাতকের অনেক বন্ধু থাকে, এবং বন্ধুদের সাহচর্য্যে জাতক নানারকমে আনন্দ পেয়ে থাকেন। জাতকের সন্তান-সংখ্যাও বেশী হয়।

একাদশস্থ শুক্র অন্নগৃহীত হলে, জাতক অপরের সাহচর্য্যে বা কোন কোম্পানি, এসোসিয়েশন, প্রভৃতির ব্যাপারে যথেষ্ট আর্থিক লাভ কোরে ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠতে পারেন। রবি দ্বারা অন্নগৃহীত হলে, জাতকের

কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে অর্থাগম অথবা কোন মহিলার সাহায্যে পুঁদরুন্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ হতে পারে। চন্দ্র, মঙ্গল, শনি অথবা রাহুর দ্বারা অনুগৃহীত হলে, কোন ব্যবসায়ে বিপুল ঐশ্বর্য্য হয়।

একাদশস্থ শুক্র পীড়িত হলে, আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট এবং স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে অর্থনাশ, অপবাদ ও বন্ধু-বিরোধের আশঙ্কা আছে।

### শনি একাদশে

জাতকের বন্ধুর সংখ্যা খুব কম হয়, এবং কর্মজীবনে তিনি অপরের সাহায্য খুব কমই পান। বৃদ্ধব্যক্তিদের মধ্যে এবং তাঁর কর্মচারী ও অন্তরদের মধ্যে দু'একজন বিশ্বস্ত ও হিতকারী বন্ধু তিনি পেতে পারেন, যদি শনি কোনরকমে একটুও পীড়িত না হয়। সন্তানের ব্যাপারে জাতকের নানারকমে আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ কন্যার জন্ম তাঁর নানারকম উদ্বেগ ও চিন্তা আসে। অনেক সময় তাঁর কন্যা থাকে না, অথবা একটিমাত্র কন্যা থাকে এবং তার জন্ম নানা ঝগড়াট পোহাতে হয়। বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি সত্যকার সাহায্য বিশেষ কিছু পান না, এবং বন্ধুদের ব্যবহার প্রায়ই তাঁর আশাভঙ্গ ও মনস্তাপের কারণ হয়ে ওঠে। তিনি কখনই জনপ্রিয় হতে পারেন না।

একাদশস্থ শনি পীড়িত হলে, নানারকমে জাতকের আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ হয়। রবি, চন্দ্র অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের আজীবন মনোকষ্টে কাটে, এবং কি আত্মীয় কি বন্ধু, কারো সঙ্গে তাঁর বনে না। গৃহেই হোক, সমাজেই হোক, কর্মস্থানেই হোক, তাঁর সঙ্গ কেউই তেমন পছন্দ করে না।

একাদশস্থ শনি অনুগৃহীত হলে, কর্মস্থলে জাতক দু'চারজন উপকারী

স্বহৃদ পেতে পারেন, কিন্তু সমাজে তাঁর বন্ধুত্ব খুব কম লোকই কামনা করে।

### রাহ একাদশে

জাতকের বন্ধুভাগ্য ভাল হয় না। বন্ধুদের সংশ্রব প্রায়ই তাঁর ক্ষতি, অপবাদ ও অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় বন্ধুসঙ্গ থেকে তাঁর অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ এসে উপস্থিত হয়। বন্ধুর দ্বারা প্রতারণিত হওয়া বা বন্ধুদের ষড়যন্ত্রে কোনরকমে বিপন্ন হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তাঁর কখনই কোন বন্ধুর সঙ্গে বেশীদিন বনে না, এবং বন্ধুবিচ্ছেদ তাঁর প্রায় লেগেই থাকে। তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা খুব উচ্চ হতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই তাঁর আকাঙ্ক্ষা নির্দিষ্ট আকারে গড়ে ওঠে না, কাজেই তাঁর আশা প্রায়ই মেটে না। কোন কোম্পানি, এসোসিয়েশন, ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁর কোন অদ্ভুত বিপদ উপস্থিত হতে পারে। কোন দূর বিদেশে বা হুর্গম স্থানে বন্ধুর জ্ঞাত বিপদগ্রস্ত হওয়ারও খুব আশঙ্কা তাঁর আছে। বন্ধুর জ্ঞাত নানারকমে তাঁর অপব্যয় হয়, এবং বন্ধু ও অনুচরের দ্বারা চুরি ও প্রতারণা এই যোগের একটা ফল।

একাদশস্থ রাহ পীড়িত হলে, উপরের ফলগুলি খুব প্রবলভাবে ঘটে, এবং সন্তানের জ্ঞাত জাতকের নানারকম অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়। জাতকের বন্ধুর সঙ্ঘর্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

একাদশস্থ রাহ অমুগ্ধীত হলে, কোন ব্যবসায় বা জুয়া কি স্পেকুলেশনে জাতক বিশেষ লাভবান হয়ে থাকেন ( বিশেষতঃ, রাহ যদি চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অমুগ্ধীত হয় ), কিন্তু সে

লাভের সঙ্গে অবাঞ্ছনীয় কিছু জড়িয়ে থাকে। এই যোগে, নীচ ব্যক্তিদেয় সঙ্গে সংশ্রব জাতকের লাভের কারণ হতে পারে।

### কেতু একাদশে

জাতকের খুব কম লোকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়। জাতক অপরের সঙ্গে বড় একটা পছন্দ করেন না, এবং যে দু'চারজনের সঙ্গে তিনি মেশেন তাদের দ্বারা কোনই উপকার পান না। আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গেও তাঁর ভাল বনে না, এবং তাঁর হয় কোন উচ্চাভিলাষ থাকে না, না হয় অর্পণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর তীব্র মনোকষ্টের কারণ হয়। জাতকের অতি নীচ বা স্বার্থপর দু'একজন বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু তাদের সাহচর্য তাঁর দুঃখেরই কারণ হয়ে পড়ে। তিনি নিজেও বন্ধুর বিশেষ কোন কাজে লাগেন না।

কেতু যদি অন্তর্গৃহীত হয়, তাহলে যোগী, উদাসী বা সন্ন্যাসীর মধ্যে জাতকের দু'চারজন বন্ধু থাকা সম্ভব, এবং তাঁদের সাহচর্য তাঁর উন্নতি বা ভাগ্যবৃদ্ধির কারণ হতে পারে। কোন বিদেশী বা স্বেচ্ছ মুকুবীর সাহায্যেও জাতকের অর্থাগম ও পদবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব নয়।

একাদশস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতক অবিখ্যাসী বন্ধুর দ্বারা পরিত্যক্ত এবং বিশেষ বিপদাপন্ন হন। স্ত্রী-পুত্র এবং আত্মীয়-কুটুম্বের ব্যাপারেও তাঁর অনেক আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট হয়। জাতকের কোন সময়ে একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করাও বিচিত্র নয়।

### প্রজ্ঞাপতি একাদশে

বন্ধুত্বের ব্যাপারে জাতকের অদ্ভুত ও অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্কে অভিনবত্ব কিছু থাকেই। যেমন অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, তেমনি অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত-

ভাবে বিচ্ছেদও হয়ে থাকে। অপরের সঙ্গে সংশ্রব তাঁর প্রভূত লাভ এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে। বন্ধুত্বের ব্যাপারে তিনি প্রায়ই খামখেয়ালি হন—যাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব অশোভন হয়ত তাঁর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেন। সংসদ, পরিষদ, কোম্পানি, এসোসিয়েশন, ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্রব তাঁর জীবনের একটা বড় ঘটনা, এবং তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় এর সঙ্গে জড়িত থাকে। সহসা তাঁর আশা পূর্ণ হয়, এবং অকস্মাৎ তাঁর আশাভঙ্গ হয়। তাঁর বন্ধুত্ব কখনো স্থায়ী হয় না, ইচ্ছা কোরেই হোক আর বাধ্য হয়েই হোক, বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়।

একাদশশ প্রজাপতি পীড়িত হলে, খামখেয়ালী বন্ধু বা মুরুব্বীর জন্ত জাতকের আশাভঙ্গ ও ক্ষতি হয়। তাঁর কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশীদিন স্থায়ী হয় না, এবং কোন কোম্পানি বা এসোসিয়েশনের সংশ্রবে তাঁর বিশেষ ক্ষতি ও মনোকষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।

একাদশশ প্রজাপতি অন্তর্গৃহীত হলে, জাতকের উচ্চাভিলাষ অদম্য হয়, এবং শক্তিশালী বন্ধুর সাহায্যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা সহসা পূর্ণ হয়। বৈজ্ঞানিক ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে, এবং আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, প্রভৃতির মধ্যে তাঁর সহায়ক বন্ধু অনেক থাকতে পারে। কোন কোম্পানি, করপোরেশন এসোসিয়েশন, ইত্যাদি থেকে সহসা তিনি বহু অর্থ পেয়ে থাকেন।

### বন্ধুত্ব একাদশশ

জাতকের বন্ধুর সংখ্যা অগণ্য হয়। তাঁর বন্ধুর মধ্যে নানারকমের বিচিত্র লোক থাকতে পারে, এবং বন্ধু যদি অন্তর্গৃহীত না হয়, তাহলে বন্ধুর জন্ত তাঁর নানারকম বিশৃঙ্খল ব্যাপার ও গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। তাঁর অলুচর ও সহচরের মধ্যে পঙ্গু, অক্ষম, নিরাশ্রয়, সাধু, পণ্ডিত, সম্মান্য,

সব রকমের লোক থাকতে পারে। বন্ধুর দ্বারা তাঁর অসাধারণ উপকার বা অসাধারণ ক্ষতি হতে পারে। সন্তানের ব্যাপারে জাতকের অদ্ভুত ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়—তা ছাড়া, সন্তানের বিবাহে বা জামাতা কি পুত্রবধুর জন্ম অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত গুণগোল উপস্থিত হতে পারে।

একাদশস্থ বরণ পীড়িত হলে, জাতক আত্মীয় ও বন্ধুর দ্বারা নানারকমে বিপদাপন্ন, এমন কি, কারারুদ্ধ পর্য্যন্ত হতে পারেন। বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর ষড়যন্ত্রে তাঁর আর্থিক ক্ষতি বা সম্পত্তিনাশও আশ্চর্য্য নয়।

একাদশস্থ বরণ অহুগৃহীত হলে, জাতক কোন মুকব্বী বা বন্ধুর সাহায্যে অসাধারণ উন্নতি ও অর্থলাভ কোরে থাকেন।

## দ্বাদশ ভাব

### রবি দ্বাদশে

জাতকের উন্নতিতে নানারকম বাধাবিঘ্ন-উপস্থিত হয়, এবং তাঁর জীবনের একটা অংশ দুঃখ ও দুর্ভাগ্যে কাটে। জাতকের শারীরিক বা মানসিক একটা হুরারোগ্য ব্যাধি থাকা সম্ভব, যাতে কোরে তাঁকে কম বেশী অসমর্থ কোরে তোলে। তাঁর নানারকম নিন্দা বা অপবাদ হওয়া বিচিত্র নয়, এবং পিতা, অভিভাবক বা উপরিওয়ালার দ্বারা তাঁকে কোন না কোন রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। তাঁর পিতার অল্পবয়সে মৃত্যু, কিম্বা পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। জাতক আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় কোরে দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারেন। বাইরে চাল বজায় রাখবার জন্য তাঁর অতিরিক্ত ব্যয় হওয়া অসম্ভব নয়।

দ্বাদশস্থ রবি পীড়িত হলে, জাতকের চক্ষুরোগ কিম্বা শিরোরোগ হওয়া সম্ভব। কোন বংশগত রোগেও তিনি কৰ্মে অক্ষম হয়ে পড়তে পারেন। বংশগত অবস্থার জন্য অথবা পিতা কি অভিভাবকের জন্য তাঁর সাফল্যে বাধা উপস্থিত হয়। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অসন্তোষেও তাঁর নানারকম ঝগড়া ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। তিনি কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন না, এবং নানারকমে তাঁর নিন্দা হয়। রাজদণ্ডে তাঁর অর্থনাশ হওয়ায় আশঙ্কা আছে, এবং জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁকে বন্ধনের মধ্যে থাকতে হয়। পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করা বা দূর দেশে নির্বাসিত হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

দ্বাদশস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, জাতক সামান্য অবস্থা থেকে বিশেষ

উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ কোরে থাকেন। কোনরকম ত্যাগ বা দানের দ্বারা তাঁর অসাধারণ খ্যাতি বা যশ হতে পারে। দ্বাদশস্থ রবি যদি বলবান হয়, এবং কোন গ্রহ দ্বারা পীড়িত না হয়ে, বলবান্ চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি বা প্রজাপতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক অসাধারণ উচ্চপদ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দ্বাদশস্থ রবি, অনুগৃহীত হলেও, অতিরিক্ত ব্যয় নির্দেশ করে, এবং জাতক প্রায়ই বিশেষ কিছু সঞ্চয় করতে পারেন না।

### চন্দ্র দ্বাদশে

শুভ যোগ নয়, যদি না চন্দ্র বিশেষভাবে অনুগৃহীত হয়। পারিবারিক অবস্থার জন্য তাঁর উন্নতির অনেক বিঘ্ন ঘটে, এবং তিনি পরিবার থেকে প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। জাতককে নানারকমে বাসকষ্ট ভোগ করতে হয়, এবং স্বদেশ থেকে দূরে বা কোন দুর্গম স্থানে তিনি বাস করতে পারেন। নির্জনে কোন আশ্রমে বা মন্দিরেও তিনি বাস করতে পারেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। জাতকের জীবনে গোপনীয় কিছু থাকে, বা প্রকাশিত হলে তাঁর নিন্দিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব।

দ্বাদশস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, নানারকম দুর্ঘটনায় জাতকের উন্নতির বাধা ও অবনতি হয়ে থাকে। পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, প্রভৃতির জন্য তাঁর নানারকম ঝঞ্জাট ও অশান্তি উপস্থিত হয়, এবং দুর্ভাগ্যের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে দূর বিদেশে বাস করতে হয়। তাঁর পৈত্রিক অর্থ ও সম্পত্তি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। স্ত্রীলোক-ঘটিত কোন গুপ্ত ব্যাপারে তাঁর কর্মহানি, অপবাদ, অবনতি এবং দুর্দশা ঘটে। কোন বিপদে বা দৈবদুর্কিপাক তিনি সর্বস্বান্ত হতে পারেন।

দ্বাদশস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে, আত্মত্যাগ ও পরসেবায় জাতক জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, এবং তা থেকে তাঁর আনন্দ ও উন্নতি দুইই হতে



পারে। গৃহভূমির ব্যাপারে জাতক খুব লাভবান হতে পারেন, এবং অপরের কাছ থেকে দানস্বত্রে তিনি অর্থ বা সম্পত্তি লাভ করতে পারেন। সহস্রা অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়। ভ্রমণে ও বিদেশ-বাসে জাতকের অর্থলাভ ও প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

### মঙ্গল দ্বাদশে

যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, তাহলে অত্যন্ত অশুভ যোগ। জাতক শক্রর দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হন, এবং নানারকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর উন্নতির বাধা ও অবনতি হয়। মিথ্যা অপবাদে তাঁর কন্মহানি এবং শক্রর বিধাসবাতকতায় ও যড়বন্ধে তাঁর কারাবাস পর্যন্ত হতে পারে। শুণ্ড শক্রর দ্বারা তাঁর কোন রকম আঘাতপ্রাপ্তিও বিচিত্র নয়। তাঁর নানারকমে অপব্যয় হয়, এবং মঙ্গল বেশী পীড়িত হলে, কোনরকম দুর্ঘটনায়, হঠকারিতায় বা মানসা-মোকদ্দমায় তিনি সর্ব্বস্বান্তও হতে পারেন। জাতকের জীবনে পূর্ণ উন্নতি কখনই হয় না, এবং তাঁর কোন কাজ বিনা বাধায় বা স্লুশ্চলে হয় না।

দ্বাদশস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, জাতকের মানহানি ও অপবাদ অবশ্যস্বাভাবী; কখনো না কখনো ফৌজদারী কোন ব্যাপারে জড়িত হয়ে তাঁকে অপদহ হতে হয়। নানারকম অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় তাঁর অঙ্গহানি বা অঙ্গবৈকল্য হওয়াও অসম্ভব নয়। দুর্ঘটনায় পায়ের বা চোখে আঘাত লাগার খুবই সম্ভাবনা আছে। নানারকমে তাঁর অপব্যয় হয়, এবং দুর্ঘটনায় কোন গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। ভ্রাতার সঙ্গে বিবাদের এবং ভ্রাতার জন্ম তাঁর নিজের দুঃখ ও অবনতির খুবই সম্ভাবনা। হঠকারিতা বর্জন না করলে, তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হয়। জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁকে তারাগারে, হাঁসপাতালে বা কোন দ্বাতব্য প্রতিষ্ঠানে আটক থাকতে হয়।

দ্বাদশস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, এবং কোন গ্রহের দ্বারা পীড়িত না হলে, দুঃখ ও দুর্দশা থেকে বিশেষ চেষ্টা ও সাহসিক কর্মের দ্বারা জাতক উন্নতি কোরে থাকেন। বিশেষতঃ, মঙ্গল যদি রবি বৃহস্পতি, শুক্র অথবা প্রজাপতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক নিজের পুরুষকারে নিজেকে গৌরবান্বিত করতে পারেন। অপরের দুঃখ, দুর্দশা ও ক্ষতি থেকে জাতক নিজের প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্যালাভ কোরে থাকেন। বিষ্ণু দ্বাদশস্থ মঙ্গল যতই অনুগৃহীত হোক, জাতকের বাধাবিঘ্ন, ঝঞ্ঝাট ও শত্রুপীড়া থাকেই।

### বুধ দ্বাদশে

জাতক নিজের শক্তির অনুপাতে সুযোগ পান না। জাতকের মধ্যে একটা ভীকতা বা ইতস্ততের ভাব থাকতে পারে, যার জন্ম জাতকের উন্নতির বিঘ্ন হওয়া সম্ভব। তাঁর মধ্যে মনোভাব গোপন করবার একটা ঝোঁক থাকতে পারে এবং গুপ্ত বা গোপনীয় কোন ব্যাপারে জড়িত হয়ে তাঁর উন্নতির বাধা বা অবনতি হওয়া অসম্ভব নয়। অপরের অঙ্ক-করণ করতে গিয়ে বা অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, তাঁর ক্ষতি, অপবাদ, অর্থনাশ ও অবনতি হতে পারে। কোন লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত বা অপদস্থ হতে পারেন, এবং কাগজ-পত্রে তাঁর নামে অপবাদ-প্রচারও অসম্ভব নয়। আত্মীয় স্বজনের জন্ম ব্যয় ও ঝঞ্ঝাট এই যোগের একটা ফল, এবং কোন ভগ্নীর সংশ্রবে জাতকের বিশেষ ক্ষতি বা ব্যয় হতে পারে।

দ্বাদশস্থ বুধ পীড়িত হলে, নিজের বুদ্ধির দোষে জাতকের কর্মহানি ও অবনতি হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, হঠকারিতার জন্ম, শনির দ্বারা পীড়িত হলে, অতি সাবধানতা বা ভীকতার জন্ম, বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে, অহনিকার জন্ম তাঁর অধঃপতন হয়। লোক-সমাজে জাতকের

নিশ্চয়ই অখ্যাতি রটনা হয়ে থাকে, এবং প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়।

দ্বাদশশত্ৰু বৃদ্ধ অল্পগৃহীত হলে, জাতক কোশল ও কূটবুদ্ধি দ্বারা উন্নতি করতে পারেন, এবং অনেক সময় গুপ্তভাবে বা কোন গোপনীয় ব্যাপার থেকে অনেক অর্থ পেয়ে থাকেন। গুপ্ত সাধনার পক্ষে এই যোগ কতকটা অক্ষুণ্ণ বটে, কিন্তু জাতকের আধ্যাত্মিক অল্পভূতি খুব বেশী হয় না।

### বৃহস্পতি দ্বাদশশে

যদি পীড়িত না হয়, জাতক বিনা আড়ম্বরে এবং সহজভাবে উন্নতি কোরে থাকেন। জাতকের সঙ্গ্য হয়, এবং আসবাবপত্র ও স্ত্রীপুত্রের জন্ম তিনি খরচ কোরে থাকেন। সাধারণতঃ জাতকের অপব্যয় হয় না, এবং দানশূত্রে তিনি কোন সঙ্গ্যজাত বা ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ বা সম্পত্তি পান। গৃহে উৎসবদির জন্ম এবং পুত্রকন্য়ার বিবাহাদিতে জাতকের ব্যয়-বাহুল্য ঘটে। তাঁর শত্রু সংখ্যা খুব কম, এবং অনেক সময় তাঁর শত্রু মিত্র হয়ে উঠে তাঁর উন্নতির সাহায্য করে। জাতকের মধ্যে দার্শনিকের ভাব থাকা সম্ভব, এবং বৃহস্পতি বিশেষ অল্পগৃহীত হলে, জাতকের ধর্মভাব প্রবল হয়, ও তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী। তাঁর উন্নতির বিঘ্ন আপনা আপনি সরে যায়।

দ্বাদশশত্ৰু বৃহস্পতি অল্পগৃহীত হলে, লোকচক্ষুর অগোচরে, বিনা বাধায় জাতকের অপ্রত্যাশিত উন্নতি হয়। অনেক সময়, তাঁর উন্নতিতে লোক আশ্চর্য হয়ে যায়। তাঁর উন্নতির বিশেষ বাধা বিঘ্ন হয় না, এবং প্রায় সব কাজ বিনা বাধায় ও স্মৃশ্বেলে হয়ে যায়। জাতকের সহসা গুপ্তধন বা দৈবধন লাভ হতে পারে।

দ্বাদশশত্ৰু বৃহস্পতি পীড়িত হলে, অতিরিক্ত আড়ম্বর-প্রিয়তার জন্ম

জাতকের বহু ব্যয় হয়। উৎসবে, আমোদ-প্রমোদে, সাজ-পোষাকে, আসবাবপত্রে এবং নিজের বাহাদুরী দেখাবার জন্য জাতক অবস্থান্তিরিক্ত ব্যয় কোরে থাকেন, এবং তাতে কোরে তাঁর উন্নতির বাধা ও অবনতি হওয়ারও আশঙ্কা আছে। কোন দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারেও জাতকের অর্থনাশ, অপবাদ বা সম্পত্তি হানি হওয়া বিচিত্র নয়। সন্তানের জন্য তাঁর অতিরিক্ত ব্যয় ও ক্ষতি হতে পারে।

### শুক্রে দ্বাদশে

জাতকের জীবনে কোন অভিনব প্রেমের ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়, এবং তার জন্য তাঁকে অনেক ত্যাগ-স্বীকার ও অর্থব্যয় করতে হয়। যদি শুক্র না বিশেষ ভাবে পীড়িত হয়, তাহলে এই প্রেমের ব্যাপার প্রায়ই লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে। এই শুক্র যদি রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি অথবা রাহুর দ্বারা অনুগৃহীত হয় এবং কোন পাপগ্রহের দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে কোন গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে প্রণয়পাত্রীর সংশ্রবে জাতক যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন।

দ্বাদশস্থ শুক্র সাধারণতঃ জাতকের জীবনে একাধিক স্ত্রীলোকের প্রভাব সূচনা করে। স্ত্রীলোকের জন্য ও বিলাসব্যাসনে তাঁর অনেক ব্যয় হয়। আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারেও তাঁর ক্ষতি বা অবনতি হতে পারে। স্ত্রীর জন্য জাতকের ঝগড়াটো ও ক্ষতি হওয়াও অসম্ভব নয়, এবং কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা তাঁর শক্রতা ও তাঁর নামে অপবাদ প্রচার হতে পারে। অনেক সময়, তাঁর নিজের স্ত্রীই তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ান এবং সেজন্য তাঁকে অপদস্থ হতে হয়।

দ্বাদশস্থ শুক্র পীড়িত হলে, স্ত্রীলোকের শত্রুতার জাতককে বিশেষ উৎপীড়িত হতে হয়, এবং অবৈধ প্রেমের জন্য তাঁর কলঙ্ক রটা ও অপদস্থ

হওয়া বিচিত্র নয়। গুপ্ত প্রণয়ের ব্যাপারে শত্রুতা ও বিবাদ-বিসংঘাদের খুবই সম্ভাবনা আছে, এবং নিজের স্ত্রী বা অন্য স্ত্রীলোকের জন্ম অপব্যয়ে জাতকের বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। নিজের স্ত্রীর সংশ্রব্বেও জাতকের কোনরকম নিন্দা বা অপবাদ হওয়া বিচিত্র নয়; এবং স্ত্রীর জন্ম তাঁর নানারকমে অশান্তি হতে পারে। অতিরিক্ত বিলাসে বা আমোদ-প্রমোদে জাতকের দুর্বলতা ও দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়ার খুবই আশঙ্কা আছে। চক্ষু ও মূত্রাশয় বা জননেন্দ্রিয়ের পীড়া সম্বন্ধে জাতকের সতর্ক থাকা উচিত। শুক্র বিশেষ পীড়িত হলে, জাতক স্ত্রীলোকের দ্বারা সর্কস্বাস্ত হতে পারেন।

দ্বাদশস্থ শুক্র অনুগৃহীত হলে, সামাজিকতা ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা জাতক শত্রুজয় কোরে থাকেন, এবং তিনি কোন স্ত্রীলোকের কাছে গুপ্ত দান পেয়ে ঐশ্বর্যাশালী হতে পারেন। তাঁর জীবনে কোন অসাধারণ প্রেমের ব্যাপার উপস্থিত হতে পারে, এবং তা থেকে তিনি নানারকমে লাভ-বান হয়ে থাকেন। বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে জাতকের উন্নতি হয়ে থাকে, এবং ভোগবিলাসের উপকরণ তাঁর যথেষ্ট বর্তমান থাকতে পারে।

### শনি দ্বাদশে

যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, জাতকের উন্নতির পথে নানা প্রতিবন্ধক এসে উপস্থিত হয়, এবং তাঁর কোন কাজ সূক্ষ্মলে হয় না। সঞ্চয়শীলতার অভাবের জন্ম, অথবা অতিরিক্তি সঞ্চয়শীলতার বা কুপণতার জন্ম তাঁর ক্ষতি ও অবনতি হয়ে থাকে। জাতকের জীবনে কোন এক সময় তাঁকে নির্জনে বা অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়, এবং আলস্য, দীর্ঘসূত্রিতা বা অতি-সাবধানতার জন্ম তাঁর দুঃখ ও অধঃপতন হওয়া সম্ভব। উপরওয়ালার অসন্তোষের জন্ম অথবা স্বেযোগের অভাবের জন্মও তাঁর কর্মহানি বা উন্নতির বিঘ্ন হওয়া

অসম্ভব নয়। ছুঃখবাদ, সঙ্গভীরুতা বা সঙ্গবিমুখতা তাঁর উন্নতির বিশেষ বাধা। শনি যদি পীড়িত হয়, কোনরকম দুর্ঘটনায় তাঁর আসবাব-পত্র বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে। জাতকের ছু-চার জন গুপ্তশত্রু তাঁকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করবার চেষ্টা কোরে থাকে, এবং তাদের দ্বারা তিনি দীর্ঘ-কাল ধরে উৎপীড়িত হন। তাঁর উন্নতির বাধা শীঘ্র বা সহজে দূর হয় না।

দ্বাদশস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতকের কখনই পূর্ণ উন্নতি হয় না, এবং নানা বাধা-বিঘ্ন ও ছুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাঁর জীবন কাটে। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্র দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের জীবনের কোন না কোন সময় বিশেষ ছুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। এই যোগে, জাতক সংসার ত্যাগ কোরে নির্জনবাসে বা অজ্ঞাতবাসে জীবন কাটাতে পারেন। অক্ষমতা বা পঙ্গুত্বের জন্ম তাঁর কোন স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকেও বিচিত্র নয়। এক সঙ্গে রবি ও মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, শনি যদি কোন গ্রহ দ্বারাই অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতকের কারাবাস অবশ্যস্তাবী।

দ্বাদশস্থ শনি অনুগৃহীত হলে, জাতক নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা তাঁর উন্নতির বাধাবিঘ্ন দূর করতে পারেন, এবং হিসাব ও সাবধানতার দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নতি করেন। তাঁর মধ্যে প্রায়ই সঙ্করী ভাব দেখা যায়, এবং সঙ্কয় ও সাবধানতা দিয়ে তিনি অর্থ সম্পত্তি করতে পারেন। দ্বাদশস্থ শনি যদি চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে ভূমি, উদ্যান, প্রভৃতি এবং কৃষি বা কৃষিজাত দ্রব্যাদি থেকে জাতক লাভবান হন।

### ত্রয়োদশ ভাব

যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, নানারকম গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ঘটনায় জাতকের ক্ষতি ও অবনতি হয়। তাঁর নানারকমে অপব্যয় হয়, এবং চুরি, প্রতারণা, প্রভৃতিতে তাঁর অর্থ বা সম্পত্তিনাশ অসম্ভব নয়। সন্তোগের

ব্যাপারে তাঁর বহু ব্যয় হয়ে থাকে, এবং নানারকমে তাঁর দ্রব্যাদির অপচয় হয়। জাতকের এক স্থানে স্থির হয়ে থাকা সম্ভব হয় না, এবং ভ্রমণ ও স্থান-পরিবর্তনে তাঁর অনর্থক ব্যয় ও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাঁর নামে নানারকম কলঙ্ক ও অপবাদ রটনা হতে পারে, এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রে তাঁর কৰ্ম-হানি, অবনতি ও নানারকম বিপদ ঘটতে বিচিত্র নয়, এমন কি, শত্রুর ষড়যন্ত্রে তিনি কোন ব্যাপারে ফৌজদারী সোপর্নদও হতে পারেন। তাঁর বহু ব্যয় হলেও, কোন ব্যয় স্মৃষ্ণে হয় না, এবং অনেক সময় তাঁর অস্বাভাব সম্পত্তি চুরি, প্রতারণা বা দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর উন্নতির পথে বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত নানা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, এবং পূর্ণ উন্নতি তাঁর কখনই হয় না। দ্বাদশশ রাহ সঞ্চয়ের বিরোধী।

দ্বাদশশ রাহ পীড়িত হলে, জাতক কৰ্মস্থানে কখনই শান্তি পান না। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাঁর গ্ৰায্য উন্নতিও প্রতিবন্ধ হয়, এবং সত্য মিথ্যা নানারকম অপবাদ তাঁর অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবহেলা, ইঞ্জিয়াসক্তি, মাদক-সেবন, দ্যুতক্রীড়া, প্রভৃতিতে তাঁর অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়, এবং এই সব ব্যাপারের জগ্ৰ অতি হীন অবস্থায় তাঁকে দিন কাটাতে হয়। শত্রুর ষড়যন্ত্রে কারাবাস বা দেশত্যাগও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়।

দ্বাদশশ রাহ অহুগৃহীত হলে, কোন নীচ ব্যক্তির দান গ্রহণ কোরে বা অগ্ৰায়ভাবে প্রাপ্ত অর্থে জাতক সহসা ধনবান্ হন। কিন্তু রাহ যতই অহুগৃহীত হোক, অপব্যয় ও লোকাপবাদ দেয়ই।

### কেতু দ্বাদশশ

অজ্ঞতা, অক্ষমতা বা কৰ্মবিমুখতা জাতকের উন্নতির অন্তরায় হওয়া সম্ভব। নানারকম অদ্বুত বা অস্বাভাবিক ঘটনায় তাঁর অবনতি ও দুর্দশা

হয়ে থাকে। জাতকের উন্নতির বাধা সহজে দূর হয় না, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশান্তি ও ঝগাটের জন্ম তাঁর সমস্ত কর্ম পণ্ড হয়ে যায়। নীচ ব্যক্তির ও অধস্তন কর্মচারী বা ভৃত্যাদির শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় জাতক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁকে অতি দুর্গম প্রদেশে সম্পূর্ণ নির্জনবাসে থাকতে হয়। কোন দুর্ঘটনায় বা ছুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর পঙ্গুত্ব আসাও অসম্ভব নয়। জীবনের এক সময়ে তাঁকে বন্ধনের মধ্যে থাকতে হয়ই।

দ্বাদশস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতক অপদার্থ ও জড়-পিণ্ডের মত জীবন কাটান, এবং অনেক সময় কোন আঘাত বা দুর্ঘটনায় তাঁর অঙ্গহানি বা অঙ্গবৈকল্য ঘটে থাকে। শত্রু-পীড়ায় তাঁর দারিদ্র্য ও দুঃখ অবশ্যস্তাবী। তাঁর কারাবাসের বিশেষ আশঙ্কা আছে।

দ্বাদশস্থ কেতু অনুগৃহীত হলে, জাতকের বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে। বিশেষতঃ, রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা বক্রণের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক জীবনুন্মত্ত অবস্থা লাভ করতে পারেন। তাঁর অপ্রত্যাশিতভাবে অসাধারণ সম্মান, বশ বা প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। চন্দ্র, শুক্র অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক অপ্রত্যাশিতভাবে গুপ্ত বা দৈব ধন লাভ করতে পারেন।

### প্রজ্ঞাপতি দ্বাদশে

জাতকের উন্নতির পথে হঠাৎ বাধা উপস্থিত হয়। কোন অচিন্তনীয় দুর্ঘটনায় শেষ মুহূর্ত্তে তাঁর ঈপ্সিত কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। অভাবনীয়ভাবে ও অকস্মাৎ তাঁর অর্থ বা সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে। নিজের খামখেয়ালি এবং অহঙ্কার তাঁর উন্নতির প্রধান অন্তরায়। খামখেয়ালিতে তিনি অনেক পয়সা নষ্ট কোরে থাকেন, এবং ঘোঁকোর মাথায় খরচ কোরে বিপদগ্রস্ত হতে



পারেন। অনেক সময় তাঁর কোন বন্ধু শত্রু হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত করে। কোন অভিনব ব্যাপারে লিপ্ত হয়েও তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারমূলক কোন কাজের জন্ত তাঁর নিন্দা, অপবাদ, কারাবাস, নির্বাসন, প্রভৃতি হওয়াও অসম্ভব নয়। জাতক সহসা স্বদেশ ত্যাগ কোরে দূরদেশে চলে যেতে পারেন।

দ্বাদশস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, অকস্মাৎ জাতকের অর্থনাশ ও অধঃপতন হয়, এবং প্রবল শত্রুর অত্যাচারে তাঁর বন্ধন বা নির্বাসন অবশ্যস্তাবী।

দ্বাদশস্থ প্রজাপতি অল্পগৃহীত হলে, জাতকের বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কোন কাজের সংশ্রবে জাতক সহসা বিশেষ লাভবান হন। তাঁর উন্নতির বাধা অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত-ভাবে সরে যায়, বিশেষতঃ প্রজাপতি যদি রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অল্পগৃহীত হয়।

### বরুণ দ্বাদশে

কর্কের সংশ্রবে নানা বিচিত্র ঘটনা জাতকের উন্নতির পথরোধ কোরে দাঁড়ায়। তাঁর ব্যয়ের কোন শৃঙ্খলা থাকে না, এবং অনেক সময়, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, বাধ্য হয়ে তাঁকে ব্যয় করতে হয়। জাতকের অনেক দূর-ভ্রমণ হয়, এবং সে ভ্রমণের মধ্যেও কোনরকম রহস্য বা বৈচিত্র্য থাকে। কোন গুপ্ত বা গোপনীয় ব্যাপারে জড়িত হয়ে তাঁর ক্ষতি ও অবনতি হয়ে থাকে। কোন রকম মাদকাসক্তি বা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় তাঁর দুর্বলতা ব্যাধি বা পুঙ্খ নিয়ে আসতে পারে। জীবনের এক সময় জাতকের বিশেষ দুঃখ ও দারিদ্র্যে অতিবাহিত হয়, এবং অপরের বদান্ততায় তাঁর জীবিকা চলাও অসম্ভব নয়।

দ্বাদশস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকের অজ্ঞাতবাস বা কারাবাস নিশ্চয়ই হয়। তাঁকে কোন না কোন সময়ে আশ্রম, হাঁসপাতাল, ছত্র, প্রভৃতি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে থাকতে হয়। বরুণ বিশেষ পীড়িত হলে, তাঁর পঙ্গু ও ভিক্ষাজীবী হওয়াও অসম্ভব নয়।

দ্বাদশস্থ বরুণ অম্লগৃহীত হলে, অপরের দুঃখ বা দুর্দশা থেকে জাতক লাভবান হয়ে থাকেন। তাঁর সহসা ও অপ্ৰত্যাশিতভাবে বেশ কিছু অর্থ বা সম্পত্তি পাওয়া সম্ভব। রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অম্লগৃহীত হলে, জাতকের বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং ধর্মের ব্যাপারে ত্যাগের জন্ম লোকের কাছে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত হন।

## গ্রন্থকারের

### জ্যোতিষের গ্রন্থ

মাসফল	১
লগ্নফল	১
ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র	১১০
সরল জ্যোতিষ ( যন্ত্রস্থ )	১১০

### নাটক

নিবেদিতা	১
----------	---









